পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 187 Monday, 8 June, 2026 * ৩১ বর্ষ, ১৮৭ সংখ্যা * ২৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩, সোমবার, ৮ জুন ২০২৬ * আজ ৮ পাতা * মূল্য- ৩ টাকা

মেসি-কাণ্ডে এবার শতদ্রু দত্তর বিরুদ্ধে দায়ের মামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ জুনঃ ফুটবল তারকা লিওনেল মেসির কলকাতা সফরকে কেন্দ্র করে সামনে এল আরও এক বিতর্ক। এবার কাঠগড়ায় ইভেন্ট অর্গানাইজার তথা 'গোট ট্যুর' অনুষ্ঠানের মূল আয়োজক শতদ্রু দত্ত, তাঁর বিরুদ্ধে উঠল বিস্ফোরক সব অভিযোগ। কলকাতার প্রগতি ময়দান থানায় শতদ্রু দত্তের বিরুদ্ধে ৫ কোটি টাকার তোলাবাজি, ভয় দেখানো, মানহানি এবং মারাত্মক অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের লিখিত অভিযোগ দায়ের করলেন কলকাতার ব্যবসায়ী অভিজিৎ দত্ত। অভিযোগপত্রে ট্যাংরার বাসিন্দা ওই ব্যবসায়ী অভিজিৎ দত্তের দাবি, টাকা হাতানোর উদ্দেশ্যে তাঁর ওপর ক্রমাগত হুমকি ও চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে, যার জেরে তিনি এবং তাঁর পরিবার চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। প্রগতি ময়দান থানার পুলিশ ইতিমধ্যেই এই লিখিত অভিযোগ গ্রহণ করেছে। উল্লেখ্য, গত বছর, ২০২৫-এর ১৩ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক ফুটবল তারকা লিওনেল মেসি কলকাতায় এসেছিলেন এবং সেই উপলক্ষে সল্টলেকের যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে একটি মেগা ইভেন্টের আয়োজন করা হয়েছিল। এই পুরো অনুষ্ঠানটির দায়িত্বে ছিল শতদ্রু দত্তর ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সংস্থা। অভিজিৎ জানিয়েছেন, আয়োজক সংস্থার এক শীর্ষ কর্তার সঙ্গে চুক্তির সূত্রে তিনি ওই অনুষ্ঠানে একজন 'ইভেন্ট ক্রু' হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন এবং এর জন্য আয়োজকদের তরফে তাঁকে বৈধ অ্যাক্রেডিটেশন ও এন্ট্রি পাসও দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু অভিযোগকারীর দাবি, যুবভারতীর ওই মেগা ইভেন্টটিতে শতদ্রু দত্তর টিমের চূড়ান্ত গাফিলতি এবং কর্মকর্তাদের দায়িত্বজ্ঞানহীনতার কারণে পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যায়। মাঠের ভেতরে হাজার হাজার মানুষের সঙ্গে এমন কিছু অজ্ঞাতপরিচয় বহিরাগত ঢুকে পড়ে, যাদের সেখানে থাকার কোনও কথাই ছিল না। এই চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলার মাঝে পড়ে খোদ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এবং বিশিষ্ট অতিথিরা চরম হেনস্থার শিকার হন। ধাক্কাধাক্কির জেরে অভিজিৎ নিজেও মারাত্মক শারীরিক নিগ্রহের শিকার হন এবং মাঠ থেকে তাঁকে কার্যত জোরপূর্বক ধাক্কা মেরে বের করে দেওয়া হয়। অভিযোগকারীর দাবি, এই ঘটনার কিছুদিন পরেই তিনি হঠাৎ দেখতে পান যে শতদ্রু দত্ত নিজের অফিশিয়াল ফেসবুক অ্যাকাউন্টে একটি পোস্ট করেছেন। সেখানে ওই বিশৃঙ্খল ঘটনার অন্যতম মূল চক্রান্তকারী বা অপরাধী হিসেবে সরাসরি অভিজিৎ দত্তকে অভিযুক্ত করা হয়, যা সম্পূর্ণ মিথ্যা। কিন্তু এখানেই হেনস্থার শেষ নয়। অভিজিৎবাবু জানিয়েছেন, এর পর তাঁদের আবাসনেরই প্রতিবেশী তথা পেশায় চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট বিকাশ চামারিয়া তাঁদের আর এক প্রতিবেশী শ্রেয়স শেঠকে ফোন করেন। শ্রেয়সের মাধ্যমেই অভিজিৎবাবুকে কলকাতার বিলাসবহুল হোটেল 'আইটিসি সোনার'-এ এসে দেখা করার জন্য ক্রমাগত চাপ দেওয়া হতে থাকে। প্রথমে রাজি না হলেও, তাঁকে 'ভয়ানক পরিণতি'র হুমকি দেওয়া হয়। বাধ্য হয়ে গত ৩ জুন, ২০২৬ তারিখে প্রতিবেশী শ্রেয়াস শেঠকে সঙ্গে নিয়ে আইটিসি সোনার হোটেলের গ্রাউন্ড ফ্লোরের লাউঞ্জে যান অভিজিৎবাবু। সেখানে তিনি পৌঁছাতেই সবাইকে অবাক করে দিয়ে সশরীরে হাজির হন খোদ শতদ্রু দত্ত। থানায় জমা দেওয়া অভিযোগে অভিজিৎ দত্ত স্পষ্ট লিখেছেন, ''ওই গোপন বৈঠকের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল আমার ওপর মানসিক ও সামাজিক চাপ সৃষ্টি করা। সেখানে আমাকে জোরপূর্বক বাধ্য করা হয় যাতে আমি ওদের নগদ ৫ কোটি টাকা মিটিয়ে দিই। পরিষ্কার হুমকি দেওয়া হয়, যদি আমি এই টাকা না দিই, তবে আমাকে এবং আমার পরিবারের সদস্যদের সম্পূর্ণ মিথ্যা অপরাধমূলক মামলায় ফাঁসিয়ে দেওয়া হবে। শতদ্রু দত্ত হুমকি দিয়ে বলেন যে, রাজনৈতিক স্তরে তাঁর অত্যন্ত প্রভাবশালী যোগাযোগ রয়েছে, তাই তাঁর পাতা ফাঁদ থেকে বেরনো আমার পক্ষে কোনওভাবেই সম্ভব হবে না।'' তিলোত্তমায় মেসির সফর ঘিরে বিতর্ক যেন থামছেই না। তবে এই বিষয়ে শতদ্রু দত্তর তরফে এখনও কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

'যেখানেই হাত দিচ্ছি পচা-দুর্গন্ধ! এবার ব্রিগেডকে জেল বানাতে হবে'

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ জুনঃ রাজ্যে পূর্বতন তৃণমূল সরকারের আমলের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি ও অপশাসন ছিল, এই অভিযোগে ফের একবার নজিরবিহীনভাবে সুর চড়ালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। রবিবার নিউটাউন কনভেনশন সেন্টারে আয়োজিত বিজেপির এক বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবিরে যোগ দিয়ে বিগত জমানাকে তীব্র ভাষায় তুলোধনা করেন তিনি। বর্তমান সরকারের কাজ করতে গিয়ে প্রতিনিয়ত কীরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে, তা বোঝাতে গিয়ে রগড় করতে ছাড়লেন না তিনি। নিউটাউনের মঞ্চ থেকে পূর্বতন শাসকদলকে নিশানা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''যেখানে হাত দিচ্ছি, সেখানেই পচা-দুর্গন্ধ! কী করে গেছে আগের সরকার? দুর্নীতি আর অনিয়মের যা বহর দেখছি, তাতে এরপর তো মনে হচ্ছে ব্রিগেডকে (ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ড) জেল বানাতে হবে!'' শুভেন্দুর এই মন্তব্যে স্পষ্ট যে, পূর্বতন জমানার একাধিক ফাইল ও কাজ খতিয়ে দেখতে গিয়ে বড়সড় প্রশাসনিক ও আর্থিক গলদ বা দুর্নীতির সূত্র খুঁজে পেয়েছে নতুন সরকার, যা নিয়ে আগামী দিনে আরও কড়া পদক্ষেপের ইঙ্গিত দিয়ে রাখলেন তিনি। বিগত সরকারের তীব্র

সমালোচনা করার পাশাপাশি দলের কর্মীদের সুনির্দিষ্ট সাংগঠনিক বার্তাও দেন মুখ্যমন্ত্রী। ক্ষমতায় আসার পর কর্মীদের মধ্যে যাতে কোনও রকম অহংকার দানা না বাঁধে, সেই বিষয়ে সতর্ক করে তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন যে, বিজেপি ব্যক্তিপুজোয় নয়, যৌথ নেতৃত্বে বিশ্বাসী। কর্মীদের উদ্দেশে শুভেন্দুর বার্তা, ''আমি নয়, আমরা- এই নীতিতেই চলতে হবে সকলকে। বিজেপি এই মন্ত্রেই বিশ্বাসী।'' প্রশিক্ষণ শিবিরের এই মঞ্চ থেকে সাধারণ মানুষের স্বার্থে এবং দলীয় স্তরে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ গাইডলাইন বেঁধে দেন শুভেন্দু, বলেন, ''নির্বাচনের আগে বিজেপির পক্ষ থেকে যে 'সংকল্প পত্র' প্রকাশ করা হয়েছিল, তার প্রতিটি আশ্বাসকে সরকার সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছে। সংকল্প পত্রে থাকা সব প্রতিশ্রুতি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা মেনে পর্যায়ক্রমে পূরণ করা হবে।'' প্রশাসনের কাজে শতভাগ স্বচ্ছতা বজায় রাখতে দলীয় কর্মীদের এক বড় দায়িত্ব সঁপে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি কর্মীদের নির্দেশ দেন, সর্বদা 'দু' চোখ খোলা রেখে' সরকারের সমস্ত কাজের মূল্যায়নে কড়া নজরদারি চালাতে হবে, যাতে রাজকোষের টাকা সঠিক জায়গায় পৌঁছায় এবং সাধারণ মানুষ সমস্ত প্রকল্পের প্রকৃত সুবিধা পান।

দুগ্ধশিল্পে 'আমূল' পরিবর্তন আসছে বাংলায়!

কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে দুই দিকপালের সঙ্গে কথা মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ জুনঃ রাজ্যে শিল্পায়ন ও কর্মসংস্থানের গতি বাড়াতে দুগ্ধশিল্পের অন্যতম প্রধান মুখ 'আমূল'-এর শীর্ষ কর্তাদের সঙ্গে নবান্নে সৌজন্য সাক্ষাৎ ও গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। গুজরাত কো-অপারেটিভ মিল্ক মার্কেটিং ফেডারেশন এবং আমূল ডেয়ারির নীতি-নির্ধারকদের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর এই বৈঠক রাজ্যের অর্থনৈতিক মানচিত্রে নতুন সম্ভাবনা দেখছে নবান্ন। টুইট করে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানান, নবান্নে দুগ্ধ খাতের দুই দিকপালের সঙ্গে তাঁর অত্যন্ত ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন গুজরাত কো-অপারেটিভ মিল্ক মার্কেটিং ফেডারেশন-এর সম্মানীয় ম্যানেজিং ডিরেক্টর। জয়েন মেহতা, কায়রা ডিস্ট্রিক্ট কো-অপারেটিভ মিল্ক প্রডিউসার্স ইউনিয়ন তথা আমূল ডেয়ারির কর্ণধার অমিত ব্যাস। মুখ্যমন্ত্রীর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, আধ ঘণ্টার এই বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গে

আমূলের মতো একটি বৃহৎ, স্বনামধন্য ও ঐতিহ্যবাহী সংস্থার ব্যবসা সম্প্রসারণ নিয়ে বিস্তারিত রূপরেখা তৈরি করা হয়েছে। আলোচনার মূল স্তম্ভগুলি ছিল-**(১) ব্যবসা সম্প্রসারণ ও বিনিয়োগ।** বাংলায় আমূলের ব্যবসার পরিধি আরও বাড়িয়ে তুলতে নতুন বিনিয়োগের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা। **(২) অর্থনৈতিক উন্নয়ন।** এই বিনিয়োগের হাত ধরে রাজ্যের সামগ্রিক অর্থনৈতিক বিকাশকে ত্বরান্বিত করা। **(৩) দুগ্ধশিল্পের আধুনিকীকরণ।** এ রাজ্যের দুগ্ধ খাতের পরিকাঠামো উন্নয়ন ও উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করা। **(৪) বিপুল কর্মসংস্থান।** নতুন প্রকল্প ও প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র গড়ে তোলার মাধ্যমে রাজ্যের যুবক-যুবতীদের জন্য ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা। আমূলের মতো বিশ্বস্ত ব্র্যান্ডের হাত ধরে বাংলার দুগ্ধচাষি থেকে শুরু করে সাধারণ বেকার যুবকদের ভবিষ্যৎ যে উজ্জ্বল, তা নিয়ে অত্যন্ত ইতিবাচক মনোভাব প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। দ্বিপাক্ষিক এই মেলবন্ধন নিয়ে আশাবাদী শুভেন্দু অধিকারী লিখেছেন, আজকের আলোচনা অত্যন্ত ফলপ্রসূ ও ইতিবাচক হয়েছে। আগামী দিনে পশ্চিমবঙ্গে আমূলের মতো বৃহৎ সংস্থার বিনিয়োগ ও ব্যবসার পরিধি বৃদ্ধি রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও দুগ্ধশিল্পের বিকাশে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। আমি দৃঢ়ভাবে আশাবাদী যে, আগামী দিনে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং আমূলের এই পারস্পরিক সহযোগিতার ফলে রাজ্যে উন্নয়নের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে।

বিশ্বের তুলনায় এখনও সস্তা ভারতে!

এলপিজি সিলিন্ডারের মূল্যবৃদ্ধির সমালোচনায় জবাব কেন্দ্রের

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ৭ জুনঃ মধ্যবিত্তের পকেটে ছ্যাঁকা দিয়ে এক ধাক্কায় ২৯ টাকা বেড়েছে রান্নার গ্যাসের দাম। গত তিন মাসে এই নিয়ে দু'বার দাম বাড়ায় স্বভাবতই কপালে ভাঁজ পড়েছে সাধারণ মানুষের। এই পরিস্থিতিতে মূল্যবৃদ্ধির কারণ ব্যাখ্যা করে পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রক একটি বিবৃতি জারি করেছে। তাদের কথায়, বিশ্বের বহু দেশ এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্রের তুলনায় ভারতীয় পরিবারগুলি এখনও সবচেয়ে কম দামে রান্নার গ্যাস পাচ্ছেন। পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রকের দাবি, প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনার একজন গ্রাহক ১৪.২ কেজির সিলিন্ডারের জন্য কার্যকরীভাবে ৬৪২ টাকা দেন। দিল্লির সাধারণ গ্রাহকরা দেন ৯৪২ টাকা। অথচ এই সিলিন্ডার সরবরাহ করতে খরচ হয় ১৬০০ টাকারও বেশি। পশ্চিম এশিয়ার সংকটের কারণে বিশ্ববাজারে দাম বেড়েছে, যার ফলে রবিবার থেকে ঘরোয়া এলপিজি সিলিন্ডারের দাম ২৯ টাকা করে বাড়ানো হয়েছে ভারতেও। পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতে পেট্রোপণ্যের দাম আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু সরকার সাধারণ মানুষের জন্য ঘরোয়া এলপিজি-র দাম নিয়ন্ত্রণে রাখছে। যে কোনও পরিবার ৯৪২ টাকায় যতগুলো খুশি সিলিন্ডার কিনতে পারে। উজ্জ্বলা যোজনার গ্রাহকরা বছরে প্রথম চারটি সিলিন্ডারে ৩০০ টাকা করে ভর্তুকি সরাসরি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পান। সাধারণত, উজ্জ্বলা গ্রাহকদের বছরে গড় ব্যবহার চারটি সিলিন্ডারই। তাই তারা কার্যকরীভাবে ৬৪২ টাকাতেই গ্যাস পান এবং এই ভর্তুকি অপরিবর্তিত রয়েছে। এমনকী যারা উজ্জ্বলা যোজনার আওতায় নেই, তারাও বাজারের আসল দামের থেকে প্রায় ৭০০ টাকা কমে সিলিন্ডার পাচ্ছেন। বণ্টনের খরচের জন্য বিভিন্ন জায়গায় দাম সামান্য এদিক-ওদিক হতে পারে। পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রকের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'আন্তর্জাতিক বাজারে দাম বাড়ার বড় ধাক্কাটা সাধারণ মানুষের ওপর পড়তে দেওয়া হচ্ছে না। সরকার সিলিন্ডার প্রতি কয়েকশো টাকার বোঝা নিজে বহন করছে।' ভারত তার প্রয়োজনের ৬০ শতাংশ এলপিজি আমদানি করে, যার দাম মূলত সৌদি আরামকোর নির্ধারিত সৌদি কন্ট্রাক্ট প্রাইস (সিপি) অনুসরণ করে। এই দামের ওপর ভারতের কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই। পশ্চিম এশিয়ার সংকটের সময় এই দাম অনেকটাই বেড়ে যায়। ফেব্রুয়ারিতে, সংকটের আগে, ভারতে ব্যবহৃত ৫০:৫০ প্রোপেন-বিউটেন মিশ্রণের এলপিজি-র সৌদি সিপি ছিল প্রতি টনে প্রায় ৫৪৩ ডলার। হরমুজ প্রণালী বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর, এপ্রিলে দাম বেড়ে দাঁড়ায় প্রতি টনে ৭৭৫ ডলারে। জুনে তা আরও বেড়ে ৭৯০ ডলারে পৌঁছায়। অর্থাৎ, ফেব্রুয়ারির তুলনায় দাম প্রায় ৪৬ শতাংশ বেড়েছে। এর ফলেই আমদানিকৃত গ্যাসের দামও বেড়েছে। মন্ত্রক জানিয়েছে, জুনের কন্ট্রাক্ট প্রাইস অনুযায়ী, একটি ১৪.২ কেজি সিলিন্ডার সরবরাহ করার খরচ এখন ১৬০০ টাকা ছাড়িয়ে গেছে। অর্থাৎ, প্রতিটি ঘরোয়া সিলিন্ডারে প্রায় ৭০০ টাকার লোকসান বহন করা হচ্ছে। এই বিশাল ফারাকটা বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দাম দেখলেই বোঝা যায়।

জনরোষ আর ডিমের ঘা এড়াতে শেষ মুহূর্তে কাউন্সিলর বৈঠক বাতিল করলেন মমতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ জুনঃ কলকাতা পুরসভার নতুন মেয়র কে হবেন, সেই নিয়ে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে তৃণমূলের। এদিকে ঠিক তখনই শাসকশিবিরে আচমকা থাবা বসাল 'ডিম্বাস্ত্র' সাধারণ মানুষের ক্ষোভ আর ডিমের ঘা থেকে বাঁচতে রবিবার বিকেলে ইস্টার্ন বাইপাসের ধারের তৃণমূল ভবনে ডাকা কাউন্সিলরদের বৈঠকটি শেষ মুহূর্তে বাতিল করে দিলেন দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূলের সূত্রের খবর, রবিবার বিকেল সাড়ে তিনটে নাগাদ তৃণমূল ভবনে কাউন্সিলরদের নিয়ে যে বৈঠক হওয়ার কথা ছিল, সেখানে বড়সড় গোলমালের আশঙ্কা ছিল ষোলো আনা। শীর্ষ নেতৃত্বের কাছে খবর আসে, এই বৈঠকের সুযোগ নিয়ে দলীয় কার্যালয়ের বাইরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে পারে প্রধান বিরোধী দল বিজেপি। কেবল রাজনৈতিক দলই নয়, কাউন্সিলরদের ওপর জমে থাকা আমজনতার ক্ষোভও

সরাসরি আছড়ে পড়তে পারে। পরিস্থিতি এমন রূপ নিতে পারে যেখানে ক্ষুব্ধ জনতা জনপ্রতিনিধিদের লক্ষ্য করে দেদার 'ডিম ছুড়তে পারেন! এই 'ডিম্বাস্ত্র' আগাম খবর চাউর হতেই কার্যত হাত-পা ঠান্ডা হয়ে যায় পুরসভার বহু কাউন্সিলরের। জনরোষের মুখে পড়া আর কাপড়ে ডিমের দাগ মেখে বৈঠকে যোগ দিতে একপ্রকার সোজা অসম্মতি জানান অনেক জনপ্রতিনিধিই। উচ্চ নেতৃত্বের কাছে তাঁদের তরফ থেকে স্পষ্ট বার্তা পাঠানো হতে থাকে যে, এই পরিস্থিতিতে সশরীরে হাজির হওয়া বেশ ঝুঁকিপূর্ণ। আর তাতেই শেষ মুহূর্তে বৈঠক বাতিলের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। রাজনৈতিক মহলের মতে, এই বৈঠক বাতিলের নেপথ্যে রয়েছে দলনেত্রীর আরও এক চতুর কূটনৈতিক চাল। সোমবারই দিল্লিতে বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া'-র হাইভোল্টেজ বৈঠকে যোগ দিতে উড়ে যাওয়ার কথা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। নির্বাচনী ভরাডুবির পর এটাই জোটের প্রথম বৈঠক। তার ঠিক আগের দিন কলকাতার বুকে তৃণমূল ভবনে ভাঙচুর বা দলীয় কাউন্সিলরদের গায়ে ডিম ছোড়ার মতো কোনও অপ্রীতিকর কেলেঙ্কারি ঘটলে, তা জাতীয় রাজনীতিতে দলের ভাবমূর্তির জন্য মোটেও ভাল হত না। তাই দিল্লির বিমান ধরার আগে কোনও রকম ঝুঁকি না নিয়ে শান্তিতেই জল মাপতে চাইলেন নেত্রী। ফিরহাদ হাকিমের নাটকীয় ইস্তফার পর কলকাতা পুরসভায় এখন কার্যত চরম প্রশাসনিক অচলাবস্থা। এরই মধ্যে কেন পুরবোর্ড ভেঙে দেওয়া হবে না, তা জানতে চেয়ে রাজ্য সরকারের পুর ও নগরোন্নয়ন দফতর থেকে ৩ দিনের ডেডলাইন দিয়ে চিঠি পাঠানো হয়েছে। এই সময়ের অভাব মেটাতেই এবার কোমর বেঁধেছে দল। প্রকাশ্য বৈঠক বাতিল হলেও নতুন মেয়র নির্বাচনের জন্য প্রয়োজনীয় স্বাক্ষর সংগ্রহ করার কাজ গোপনে করার পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে বলে শোনা যাচ্ছে। কোনও অজ্ঞাত জায়গায় কাউন্সিলরদের ডেকে নাকি চুপিচুপি সই করিয়ে নেবে দল।

বজ্রবিদ্যুৎ-সহ তুমুল ঝড়-বৃষ্টি রবিবাসরীয় বিকেলে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ জুনঃ বিকেল গড়াতে রাত নেমে এল কলকাতায়। কালো মেঘে ঢেকে গেল আকাশ, শুরু ঝেঁপে বৃষ্টি। সঙ্গে দমকা হাওয়ার তাণ্ডব। শহরের একাধিক ব্যস্ত রাস্তা মুহূর্তে প্রায় জনশূন্য হয়ে পড়ে। কোথাও গাছ উপড়ে পড়েছে, কোথাও আবার জল জমে যান চলাচল বিপর্যস্ত। রবিবার বিকেলের এই আবহাওয়ার পরিবর্তন অবশ্য আচমকা নয়, আগেই এমন পরিস্থিতির পূর্বাভাস দিয়েছিল আলিপুর আবহাওয়া দফতর। গত দু'দিন ধরে প্রাক-বর্ষার বৃষ্টিতে ভিজছে বাংলা। তার জেরে একধাক্কায় কমেছে তাপমাত্রা। রবিবার সকালেও আকাশে মেঘ-রোদের লুকোচুরি চলে তবে বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল অত্যন্ত বেশি। ফলে অস্বস্তিকর ভ্যাপসা গরম অনুভূত হয়েছে দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলায়। বেলা গড়াতে সেই পরিস্থিতি ধীরে ধীরে বদলাতে শুরু করে। ৪টে নাগাদ প্রবল বৃষ্টি ও ঝোড়ো হাওয়া এক ধাক্কায় স্বস্তি দেয় শহরবাসীকে। জানা যাচ্ছে, শুধু কলকাতা নয় দক্ষিণবঙ্গের কিছু জেলাতেও এদিন হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হয়েছে। মেঘলা ছিল প্রায় সর্বত্র। আবহাওয়া দফতরের সর্বশেষ বুলেটিনে জানানো হয়েছিল, কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় মাঝারি বৃষ্টি এবং দমকা ঝোড়ো হাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কলকাতা, হাওড়া, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং পূর্ব মেদিনীপুরের জন্য জারি করা হয়েছিল হলুদ সতর্কতা। কোথাও কোথাও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনার কথাও উল্লেখ করা হয়। আবহবিদদের মতে, বর্তমানে মৌসুমী অক্ষরেখা সুরতগড়, রোহতক, রেওয়া, রাঁচি এবং ক্যানিং হয়ে উত্তর-পূর্ব বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। পাশাপাশি পূর্ব উত্তরপ্রদেশ ও সংলগ্ন এলাকার উপর একটি ঘূর্ণাবর্ত সক্রিয় রয়েছে। এই দুই আবহাওয়া ব্যবস্থার প্রভাবেই বাংলার আকাশে ব্যাপক পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। দক্ষিণবঙ্গের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গেও বৃষ্টির দাপট অব্যাহত। জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহারে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনায় হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। বিকেল পর্যন্ত কোথাও কোথাও হালকা বৃষ্টি হয়েছে। আপাতত বৃষ্টি থেকে মুক্তির কোনও ইঙ্গিত নেই। আলিপুর আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, সোমবার দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ভারী ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে। দার্জিলিং, কালিম্পং এবং কোচবিহারেও ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস। ফলে সপ্তাহের শুরুতেও ভিজে আবহাওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে বঙ্গবাসীকে।

দশ বছরের ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে দিল্লি গিয়ে অধ্যাপিকাকে খুন!

বর্ধমানের দাস দম্পতির নৃশংসতায় শিউরে উঠল পুলিশও

নিজস্ব প্রতিবেদন

নিজেদের দশ বছরের সন্তানকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েই দিল্লির অধ্যাপিকাকে খুন করেছিল বর্ধমানের দম্পতি! দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা দেবস্মিতা পালের হত্যাকাণ্ডের তদন্তে নেমে এমনই চাঞ্চল্যকর তথ্য পেল পুলিশ। গত বৃহস্পতিবার পূর্ব দিল্লির একটি অভিজাত আবাসনের ফ্ল্যাটে খুন হন দেবস্মিতা পাল নামে বছর ৪২-এর ওই বাঙালি অধ্যাপিকা। খুনের অভিযোগে আজই বর্ধমান শহরের কার্জন গেট এলাকা থেকে রামপ্রসাদ দাস এবং বনশ্রী দাস নামে এক দম্পতিকে গ্রেফতার করেছে দিল্লি পুলিশ এবং বর্ধমান থানার পুলিশের একটি যৌথ দল। জানা গিয়েছে, উত্তরাধিকার সূত্রে বর্ধমানের কার্জনগেট সংলগ্ন বাদামতলা এলাকায় একটি বাড়ি পেয়েছিলেন দেবস্মিতা। সেই বাড়িতেই ভাড়া থাকত অভিযুক্ত দাস দম্পতি। পুলিশের অনুমান ভাড়া বাড়ির দখল নিতেই ওই অধ্যাপিকাকে খুনের ছক কষে বর্ধমানের দম্পতি। গত বৃহস্পতিবার দিল্লি শহরে অধ্যাপিকা খুনের ঘটনায় রীতিমতো শোরগোল পড়ে যায়। তদন্তে নেমে ওই আবাসনে ঢোকা বেরনোর সিসিটিভি ফুটেজ দেখে প্রায় দুশো

জন সন্দেহভাজনকে প্রাথমিক ভাবে চিহ্নিত করেছিল দিল্লি পুলিশ। ওই সন্দেহভাজনদের মধ্যেই মুখে মাস্ক পরা তিন জনের গতিবিধিকে রহস্যময় বলে চিহ্নিত করেন তদন্তকারীরা। কারণ আবাসনে ঢোকার সময় এক পোশাক এবং বেরনোর সময় অন্য পোশাক পরেছিলেন ওই তিনজন। যেহেতু দেবস্মিতা পালের ফ্ল্যাটের দরজা ভাঙার কোনও প্রমাণ মেলেনি, তাই আততায়ী বা আততায়ীরা মৃত অধ্যাপিকার পরিচিত ছিল বলেই নিশ্চিত ছিলেন তদন্তকারীরা। এই সূত্রগুলি মিলিয়েই দেবস্মিতাদের বাড়ির ভাড়াটে রামপ্রসাদ এবং বনশ্রী দাসকে চিহ্নিত করে দিল্লি পুলিশ। তদন্তে পুলিশ জানতে পারে, সিসিটিভি ফুটেজে ওই দম্পতির সঙ্গে তৃতীয় যাকে দেখা গিয়েছিল, সে আসলে রামপ্রসাদ এবং বনশ্রীর বছর দশেকের ছেলে। তদন্তকারীদের প্রাথমিক ধারণা, নিজেদের সন্তানকে নিয়ে দেবস্মিতার ফ্ল্যাটে ঢুকলে হয়তো পুলিশের সন্দেহ তাঁদের উপরে পড়বে না। কারণ নিজেদের সন্তানকে নিয়ে কেউ কাউকে খুন করতে আসবে, তা পুলিশও ভাবতে পারবে না বলেই আশা করেছিল দাস দম্পতি। যদিও শেষরক্ষা হল না। সূত্রের খবর ভারী বস্তু দিয়ে মাথায় আঘাত করে দেবস্মিতাকে খুন করে রামপ্রসাদ এবং বনশ্রী। মৃত্যু নিশ্চিত করতে হাতের শিরাও কেটে দেয় তারা। গত বৃহস্পতিবার দেবস্মিতাকে খুন করে ফিরে পঞ্চম শ্রেণির পড়ুয়া নিজেদের ছেলেকে নিয়ে বর্ধমানের ওই ভাড়া বাড়িতেই উঠেছিল রামপ্রসাদ এবং বনশ্রী। পুলিশ জানতে পেরেছে, বার বার ওই দম্পতিকে বাড়ি ছেড়ে দেওয়ার জন্য চাপ দিচ্ছিলেন দেবস্মিতা। কারণ বাড়িটি বিক্রি করার পরিকল্পনা ছিল তাঁর। পুলিশের ধারণা, ভাড়া বাড়ির দখল নিতেই দেবস্মিতাকে সরিয়ে দেওয়ার ছক কষে দাস দম্পতি।

রাজ্যের সব মাদ্রাসা নিয়ে বড় খবর ১ মাসের মধ্যে রিপোর্ট তলব

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ জুনঃ রাজ্যে পালাবদলের পরেই এবার মাদ্রাসা নিয়ে নড়েছে বসেছে সরকার। তথ্য সংগ্রহের জন্য শুরু হচ্ছে সমীক্ষা। জেলাশাসকদের কাছে যাচ্ছে চিঠি। প্রশাসনিক মহলে শুরু চর্চা। রাজ্যের সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা দফতরের পক্ষ থেকে সকল জেলাশাসককে জন্য ইতিমধ্যেই জারি হয়েছে নির্দেশিকা। সংগ্রহ করা হবে জেলার সমস্ত মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তথ্য। সেই কাজের জন্য ব্লক ও পুরসভা ভিত্তিক সমীক্ষার নির্দেশ দেওয়া হল সরকারের তরফে। সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা দপ্তরের প্রধান সচিবের তরফেই এই নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। অনুমোদিত, অননুমোদিত, নিবন্ধিত, অনিবন্ধিত, সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত, বেসরকারি ও সম্প্রদায়-পরিচালিত,

সকল প্রকার মাদ্রাসাই এই সমীক্ষার আওতায় থাকবে বলে জানা যাচ্ছে। বর্তমানে কোন অবস্থায় রয়েছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি, কেমন পরিকাঠামো রয়েছে, শিক্ষাক্রম, ছাত্রছাত্রীদের তথ্য-সহ বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করা হবে বলে জানা যাচ্ছে। সূত্র মারফত এও জানা যাচ্ছে, এই সমীক্ষার হাত ধরেই শিক্ষা পরিকল্পনা, শিশু কল্যাণ এবং শিক্ষাগত নথি সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে তৈরি করবে সরকার। সামগ্রিকভাবে তা হবে জেলা-ভিত্তিক। কোথাও অনিয়ম বা বেআইনি কার্যকলাপ হলে তা যদি ধরা পড়ে তাহলে তা চিহ্নিত করতেও এই সমীক্ষা সহায়ক হবে বলেই মত ওয়াকিবহাল মহলের। নির্ধারিত ফরম্যাটে তথ্য সংগ্রহ করে আগামী ৫ জুলাইয়ের মধ্যে রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে চিঠিতে স্পষ্টভাবে এটাও বলা হয়েছে যে এটা শুধুমাত্র তথ্য সংগ্রহ ও যাচাইয়ের প্রশাসনিক প্রক্রিয়া। এই নির্দেশের মাধ্যমে কোনও মাদ্রাসা বন্ধ, জোরপূর্বক ব্যবস্থা বা ছাত্রছাত্রী স্থানান্তরের ক্ষেত্রে পদক্ষেপ নেওয়া হবে না। চলতি শিক্ষাবর্ষে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই স্বাভাবিকভাবে তাঁদের কার্যক্রম চালিয়ে নিয়ে যেতে পারবে।

কলেজস্ট্রিটে তৃণমূল কাউন্সিলরের বাড়িতে হানা পুলিশের

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ৭ জুন ঃ রবিবার সাতসকালে কলেজস্ট্রিট এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ালো। ৩৯ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর মহম্মদ জসিমুদ্দিনের বাড়িতে আচমকা হানা দেয় পুলিশ। সূত্রের খবর, ওই তৃণমূল কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে অত্যন্ত গুরুতর 'পকসো' আইনে অভিযোগ রয়েছে। এ দিন সকালে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে অভিযুক্ত তৃণমূল কাউন্সিলরের বাসভবনে তল্লাশি অভিযানে নামেন জোড়াসাঁকো থানার পুলিশ আধিকারিকরা। অভিযোগ, এক নাবালিকাকে হেনস্থার অভিযোগে ওই এলাকা থেকেই কাউন্সিলর ঘনিষ্ঠ এক জনকে শনিবার গ্রেফতার করে পুলিশ। তার পর রবিবার সকালেই কাউন্সিলরের বাড়িতে পুলিশ আসে। তবে পকসো আইনে রুজু হওয়া সেই মামলার প্রেক্ষিতেই জসিমউদ্দিনকে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করছে কি না, এখনও জানা যায়নি।রবিবার ছুটির দিনের সকালে কাউন্সিলরের বাড়িতে পুলিশ ও কেন্দ্রীয়বাহিনী আসায় এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। স্থানীয় বাসিন্দাদের ভিড় জমে যায় কাউন্সিলরের বাড়ির সামনে।

প্রয়াত অভিনেতা সলিম কুমার, শোকপ্রকাশ কেরলমের রাজ্যপালের

কোচি, ৭ জুন ঃ মালয়ালম চলচ্চিত্র জগতের অন্যতম উজ্জ্বল নক্ষত্র, জাতীয় পুরস্কার বিজয়ী অভিনেতা সলিম কুমার প্রয়াত। শনিবার রাতে কোচির একটি বেসরকারি হাসপাতালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৬ বছর। অভিনেতার পরিবার সূত্রে এই খবর নিশ্চিত করা হয়েছে। পারিবারিক সূত্রে জানা গিয়েছে, বেশ কিছুদিন ধরেই নিউমোনিয়ায় ভুগছিলেন সলিম কুমার। শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে কোচির একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। সেখানে চিকিসাধীন অবস্থাতেই শনিবার রাতে তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।তাঁর এই আকস্মিক প্রয়াণে মালয়ালম সিনেমা জগ তথা গোটা ভারতীয় চলচ্চিত্র মহলে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। তাঁর প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করেছেন কেরলমের রাজ্যপাল রাজেন্দ্র বিশ্বনাথ আরলেকার। রবিবার সমাজ মাধ্যম এক্স হ্যান্ডেলে তিনি জানান, প্রখ্যাত অভিনেতা ও জাতীয় পুরস্কার বিজয়ী সেলিম কুমারের প্রয়াণে শোকস্তব্ধ। তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবার ও আপনজনদের প্রতি আমার আন্তরিক সমবেদনা জানাই।উল্লেখ্য, কেরলমের মিমিক্রি মঞ্চ থেকে নিজের কেরিয়ার শুরু করেছিলেন সলিম কুমার। সেখান থেকে কঠোর পরিশ্রম ও সহজাত প্রতিভার জোরে জায়গা করে নেন মালয়ালম চলচ্চিত্র জগতে। অভিনেতা হিসেবে তিনি বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেন তিনি।

তৃণমূল ভবনে কাউন্সিলরদের বৈঠক বাতিল মমতার

কলকাতা, ৭ জুন ঃ তৃণমূল ভবনেও ডিম ছোড়ার আশঙ্কা! কাউন্সিলরদের উপর জনরোষ আছড়ে পড়ার সম্ভাবনা! আসতে নারাজ অনেক জনপ্রতিনিধি। তাতেই রবিবার বিকেলে বাইপাসের ধারে তৃণমূল ভবনে কাউন্সিলরদের নিয়ে বৈঠক বাতিল করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সূত্রের খবর, বিকেল সাড়ে তিনটেয় তৃণমূল ভবনে ডাকা কাউন্সিলরদের বৈঠকে বিজেপি বিক্ষোভ দেখাতে পারে। পাশাপাশি জনতা ডিম ছুড়তে পারেন বলেও শঙ্কা। এই খবর এসেছে তাদের কাছে। এহেন

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

ইন্ডি জোটের জনবন্ধন বৈঠকে যোগদানের সম্মতি ২৩ দলের, দাবি জয়রাম রমেশের

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ৭ জুনঃ আগামী সোমবার দিল্লির কনস্টিটিউশন ক্লাবে অনুষ্ঠিত হতে চলা ইন্ডি জোটের' জনবন্ধন' বৈঠককে ঘিরে বিরোধী শিবিরে জোর প্রস্তুতি চলছে। কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক জয়রাম রমেশ জানিয়েছেন, এই বৈঠকে অংশগ্রহণের বিষয়ে ইতিমধ্যেই ২৩টি রাজনৈতিক দল তাদের সম্মতি জানিয়েছে। গত শনিবার সমাজমাধ্যম 'এক্স'-এ এক পোস্টে তিনি এই তথ্য প্রকাশ করেন।জয়রাম রমেশ জানান, কয়েকটি রাজনৈতিক দল বিভিন্ন সাংগঠনিক ও পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচির কারণে বৈঠকে উপস্থিত থাকতে পারবে না। তবে তারা কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি ও কার্যকলাপের বিরুদ্ধে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করেছে এবং বিরোধী ঐক্যের প্রতি সমর্থনও জানিয়েছে।কংগ্রেস নেতা কেন্দ্রের মোদী সরকারের বিরুদ্ধে একাধিক গুরুতর অভিযোগ তুলে বলেন, বর্তমান সরকার দেশের গণতান্ত্রিক কাঠামো এবং সাংবিধানিক মূল্যবোধকে ধারাবাহিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। তাঁর দাবি, লক্ষ লক্ষ ভারতীয় নাগরিকের ভোটাধিকার খর্ব করা হচ্ছে এবং প্রতিনিয়ত সংবিধানের চেতনাকে আঘাত করা হচ্ছে। পাশাপাশি কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলিকে ব্যবহার করে বিরোধী নেতাদের লক্ষ্যবস্তু করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি।জয়রাম রমেশ আরও বলেন, দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতিও সাধারণ মানুষের জন্য উদ্বেগজনক হয়ে উঠেছে। মূল্যবৃদ্ধির চাপে সাধারণ পরিবারের বাজেট বিপর্যস্ত হচ্ছে, কোটি কোটি মানুষের জীবিকা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং যুব সমাজের কর্মসংস্থান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে যে প্রত্যাশা ছিল, তা পূরণে সরকার ব্যর্থ হয়েছে। তাঁর মতে, বিনিয়োগের পরিবেশও দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং সরকারের বিদেশনীতি জাতীয় স্বার্থের সঙ্গে আপস করছে।বিরোধী জোটের ঐক্যের প্রসঙ্গ তুলে কংগ্রেস নেতা বলেন, বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শ ও আঞ্চলিক বৈচিত্র্য থাকা সত্ত্বেও ইন্ডি জোট একসঙ্গে দেশের গণতন্ত্র, সংবিধান এবং সাধারণ মানুষের স্বার্থ রক্ষার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে। তিনি দাবি করেন, ভারতের বহুত্ববাদী চরিত্রের মতোই ইন্ডি জোটও বৈচিত্র্যের মধ্যেই ঐক্যের বার্তা বহন করছে।উল্লেখ্য, সোমবার দুপুর ১২টায় দিল্লির কনস্টিটিউশন ক্লাবে এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। বৈঠকে বিরোধী দলগুলির ভবিষ্য রাজনৈতিক কৌশল, গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন নীতির বিরুদ্ধে যৌথ কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা হতে পারে বলে রাজনৈতিক মহলের ধারণা।

যৌথ কমিশনের বৈঠকে ইন্দোনেশিয়ার বিদেশমন্ত্রী-র সঙ্গে যৌথভাবে পৌরোহিত্য এস জয়শঙ্করের

নয়াদিল্লি, ৭ জুন ঃ দিল্লিতে ভারতের বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর দু'দেশের যৌথ কমিশনের বৈঠকে ইন্দোনেশিয়ার বিদেশমন্ত্রী সুগিওনো-র সঙ্গে যৌথভাবে পৌরোহিত্য করেন।রবিবার ডঃ এস জয়শঙ্কর সমাজ মাধ্যম এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, বিদেশমন্ত্রী সুগিওনো-র সঙ্গে যৌথভাবে ৮ম ভারত - ইন্দোনেশিয়া যৌথ কমিশনের বৈঠকে সহ-সভাপতিত্ব করতে পেরে অত্যন্ত আনন্দিত। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে আমাদের ব্যাপক কৌশলগত অংশীদারিত্ব একটি শক্তিশালী বৃদ্ধি প্রত্যক্ষ করেছে। আমাদের রাজনৈতিক, প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা, সামুদ্রিক ও নৌপরিবহন, বাণিজ্য, ফিনটেক, স্বাস্থ্য, ওষুধ, সার, খনিজ সম্পদের পাশাপাশি পর্যটন, শিক্ষা এবং সাংস্কৃতিক সহযোগিতা নিয়ে ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে। এছাড়াও আঞ্চলিক ঘটনাবলি, আমাদের বহুপাক্ষিক সমন্বয়কে এগিয়ে নেওয়া এবং ভারত - আসিয়ান সম্পর্ক আরও গভীর করার বিষয়ে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি জানিয়েছি।

কামারপুকুরে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের যোজনা বৈঠক

হুগলি , ৭ জুন ঃ সাংগঠনিক কার্যক্রম আরও শক্তিশালী ও বিস্তৃত করার লক্ষ্যে কামারপুকুর খণ্ডের উদ্যোগে সরস্বতী শিশু মন্দির প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হল রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের (আরএসএস) এক গুরুত্বপূর্ণ যোজনা বৈঠক। কামারপুকুর খণ্ডের অন্তর্গত ১২৭টি গ্রামের প্রতিনিধিরা রবিবারের এই বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন।বৈঠকে সংঘের কার্যক্রমকে গ্রামাঞ্চলের তৃণমূল স্তরে আরও বিস্তৃত করা, সংগঠনের ভাবধারা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া, সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডকে আরও গতিশীল করা এবং সমাজে জাতীয় চেতনা জাগ্রত করার মতো বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়।উপস্থিত প্রতিনিধিদের সামনে আগামী দিনের কর্মপরিকল্পনা, বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচি এবং সংগঠনের আদর্শ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিস্তারিত দিকনির্দেশনা তুলে ধরা হয়। পাশাপাশি প্রত্যন্ত এলাকায় সংগঠনের কার্যক্রম আরও সুসংহত করার বিষয়েও মতবিনিময় হয়।এদিনের বৈঠকে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা কার্যকর্তা নিতাই চন্দ্র নায়েক। তিনি সংগঠনের সম্প্রসারণ, সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ বৃদ্ধি এবং জাতীয় চেতনা বিকাশের গুরুত্ব নিয়ে বক্তব্য রাখেন। একইসঙ্গে কর্মীদের নিষ্ঠা ও একাগ্রতার সঙ্গে সাংগঠনিক দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানান।সুশৃঙ্খল পরিবেশে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধিদের

তেজপুরে ' ঘরে ঘরে লিচু' কর্মসূচির অধীনে ২০ হাজার পরিবারের মধ্যে দুটি করে লিচুর চারা বিতরণের ঘোষণা বিধায়ক পৃথ্বীরাজের

তেজপুর (অসম), ৭ জুন ঃ তেজপুরের সুস্বাদু, মিষ্টি ও রসালো লিচুকে কেন্দ্র করে গত শনিবার সকাল থেকে সমগ্র তেজপুরে উসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়। ইতিমধ্যে আন্তর্জাতিক বাজারে পরিচিতি লাভকারী তেজপুরের বিশ্ববিখ্যাত লিচুর প্রচার-প্রসার, নতুন প্রজন্মকে লিচু চাষে উৎসাহিত করা, জিআই স্বীকৃতি লাভের পর কৃষকদের জন্য সরাসরি বাজার সংযোগ স্থাপন এবং প্রগতিশীল কৃষক ও কৃষি উদ্যোক্তাদের সম্মান জানানোর উদ্দেশ্যে তেজপুরে দু-দিনব্যাপী বর্ণাঢ্য কর্মসূচির মাধ্যমে শুরু হয়েছে দ্বিতীয় বার্ষিক 'তেজপুর লিচু উৎসব'।তেজপুর জেলা গ্রন্থাগার প্রেক্ষাগৃহ, গ্রন্থাগার প্রাঙ্গণ এবং আনন্দচন্দ্র আগরওয়ালা উদ্যানে অনুষ্ঠিত এই উৎসবে ৫০ জনের বেশি প্রদর্শক, প্রায় ৩০ জন চাষি ও উৎপাদক সংগঠন এবং বহু দেশি-বিদেশি ক্রেতা অংশগ্রহণ করেন।শোণিতপুর জেলা প্রশাসন, জেলা কৃষি বিভাগ, তেজপুর কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র, তেজপুর বিশ্ববিদ্যালয়, অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ভারতীয় সেনাবাহিনীর চতুর্থ কর্পস, ভারতীয় ডাক বিভাগ, এপেডা, শোণিতপুর জেলা রেডক্রস সোসাইটি, নাবার্ড, এক্সিস ব্যাংক, আইসিএআর সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় আয়োজিত এই উৎসবের সূচনা হয় তেজপুরে উন্নত জাতের লিচুর প্রথম রোপণকারী সাহিত্য-কাণ্ডারী পদ্মনাথ গোহাঞি বরুয়ার প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন এবং প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে।সাহিত্য-কাণ্ডারীর নাতি উদয়কৃষ্ণ গোহাঞি বরুয়া, সঞ্জয়কৃষ্ণ গোহাঞি বরুয়া এবং তিনজন লিচু চাষির উপস্থিতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানের সূচনা করেন শোণিতপুরের জেলাশাসক ও উদযাপন কমিটির সভাপতি আনন্দকুমার দাস।এর পর জেলা গ্রন্থাগার প্রেক্ষাগৃহে শুরু হয় ' তেজপুর লিচু উৎসব-২০২৬'-এর উদ্বোধনী অধিবেশন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তেজপুরের বিধায়ক পৃথ্বীরাজ রাভা, তেজপুরের পুরপতি রমেন তামুলি, তেজপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সভাপতি বিশ্বদেব ভট্টাচার্য, জেলা কৃষি আধিকারিক প্রদীপ তালুকদার, মহকুমা কৃষি আধিকারিক ড. জাকির হুসেন সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।কিশোর বেহালাবাদক শিবমের পরিবেশিত একটি বড়গীত দিয়ে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরু হয়। স্বাগত ভাষণে জেলাশাসক আনন্দকুমার দাস

জানান, ১৯২৩ সালে তৎকালীন তেজপুরের পুরপতি সাহিত্য-কাণ্ডারী পদ্মনাথ গোহাঞি বরুয়া বহিঃরাজ্য থেকে উন্নত জাতের লিচুর চারা এনে তেজপুরে লিচু চাষের যে সূচনা করেছিলেন, তার শতবর্ষ পূর্তির পর গত বছর প্রথম লিচু উৎসব অনুষ্ঠিত হয় এবং সেই ধারাবাহিকতায় এবার দ্বিতীয় বর্ষের উৎসব আয়োজন করা হয়েছে।উদযাপন কমিটির সাধারণ সম্পাদক পঙ্কজ বরুয়া এবং জেলা তথ্য ও জনসংযোগ আধিকারিক অঙ্কিতা গগৈ পরিচালিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শোণিতপুরের সাংসদ রঞ্জিত দত্ত। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তেজপুরের বিধায়ক পৃথ্বীরাজ রাভা। সম্মানিত অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন তেজপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সম-উপাচার্য অধ্যাপক অমরেন্দ্র কুমার দাস। এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অসম সরকারের উদ্যানপালন বিভাগের অধিকর্তা নৃপেনচন্দ্র দাস, সশস্ত্র সীমা বল (এসএসবি)-এর তেজপুর ফ্রন্টিয়ারের মহাপরিদর্শক বিশ্বজিকুমার পাল, এপেডা অসমের আঞ্চলিক প্রধান সন্দীপ সাহা, ডাক বিভাগের দরং ডিভিশনের অধীক্ষক সমীরচন্দ্র দাস, তেজপুরের পুরপতি রমেন তামুলি এবং নাবার্ড-এর মুখ্য মহাপ্রবন্ধক লোকেন দাস।উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. ভূপেন শইকিয়ার সম্পাদনায় প্রকাশিত তেজপুরের লিচু বিষয়ক একটি গুরুত্বপূর্ণ বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করেন অতিথিরা। একইসঙ্গে তেজপুর লিচু মহোসব উপলক্ষ্যে ডাক বিভাগের একটি বিশেষ কভারও প্রকাশ করা হয়।অনুষ্ঠানে ১০ জন লিচু চাষিকে বিশেষভাবে সংবর্ধনা জানানো হয়। তাঁরা যথাক্রমে শর চন্দ্র শইকিয়া, কৌশিক নেওগ, আব্দুল জলিল, প্রেমসাগর চৌধুরী, রামনারায়ণ সিং, বীণা স্বর্গিয়ারী, সমীর আলি, রাজু সাহানি, ধীরাজ কুমার সিং এবং সুভাষ সিং। পাশাপাশি ভারতীয় সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে কয়েকজন এনসিসি ক্যাডেটকে লিচুর চারা বিতরণ করা হয়।প্রধান অতিথির ভাষণে সাংসদ রঞ্জিত দত্ত বলেন, তেজপুরের লিচুর মতো স্বাদযুক্ত লিচু আর কোথাও পাওয়া যায় না। সাহিত্য-কাণ্ডারী পদ্মনাথ গোহাঞি বরুয়ার দূরদর্শী উদ্যোগে রোপিত এই লিচু আজ জাতীয় পর্যায়ে বিশেষ মর্যাদা লাভ করেছে, যা আমাদের জন্য গর্বের বিষয়। তিনি লিচু চাষিদের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে সরকার ও প্রশাসনকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।ভাষণের মধ্যে তিনি কয়েকজন লিচু চাষিকে মঞ্চে ডেকে তাঁদের সমস্যার কথা শোনেন এবং কৃষি ও উদ্যানপালন বিভাগের কর্মকর্তাদের দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন।তেজপুরের বিধায়ক পৃথ্বীরাজ রাভা জানান, লিচু চাষের প্রসারের লক্ষ্যে ' ঘরে লিচু' শীর্ষক একটি বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এই প্রকল্পের অধীনে ২০ হাজার পরিবারের মধ্যে দুটি করে উন্নত জাতের লিচুর চারা বিতরণ করা হবে। এর জন্য ৫২ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হবে। এই কর্মসূচির শুভ সূচনা করবেন মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মা।তেজপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সম-উপাচার্য অধ্যাপক অমরেন্দ্র কুমার দাস বলেন, লিচুর চারা রোপণ থেকে শুরু করে উৎপাদন ও বিপণন পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও পরিকল্পিত ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। চাষিদের বাণিজ্যিকভাবে সফল করে তুলতে সংশ্লিষ্ট সরকারি বিভাগগুলোর আরও সচেতন হওয়া প্রয়োজন বলেও তিনি মত প্রকাশ করেন।লিচু বিষয়ক একটি তথ্যচিত্র প্রদর্শনের পর সাংসদ রঞ্জিত দত্ত অন্যান্য অতিথিদের সঙ্গে লিচু প্রদর্শনী ও বিক্রয়কেন্দ্রের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনের পর হাজার হাজার মানুষের ভিড় জমে প্রদর্শনী ও বিক্রয়স্থলে।এর পর ' ইমপ্যাক্ট'-এর প্রধান সমন্বয়ক ও বিশিষ্ট উদ্যোক্তা অনুজ শর্মা, তেজপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সম-উপাচার্য অধ্যাপক অমরেন্দ্র কুমার দাস এবং ' ফুড প্রোডাক্টস'-এর স্বত্বাধিকারী অমৃত মাধুরী দেবীর অংশগ্রহণে লিচু শিল্পের সম্ভাবনা নিয়ে একটি বিশেষ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।পরে লিচু চাষ বিষয়ক একটি কারিগরি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এতে তেজপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক ড. জুরি বরবরা, শিল্পপতি হেমন্ত লহকর, উদ্যোক্তা কৃষ্ণকান্ত বরা, কৃষি বিজ্ঞানী ড. অঙ্গনা শর্মা এবং পর্যটন বিভাগের অধ্যাপক ড. নিরঞ্জন দাস বিশেষজ্ঞ হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বিভিন্ন জেলার কৃষি বিজ্ঞানী ও বিশেষজ্ঞরাও এতে অংশ নেন।লিচু উৎসব উপলক্ষ্যে তেজপুরে ব্যাপক জনসমাগম হয়ে। জিআই ট্যাগপ্রাপ্ত তেজপুরের বিখ্যাত লিচুকে কেন্দ্র করে এমন ফলভিত্তিক উৎসব অসমে এই প্রথম অনুষ্ঠিত হচ্ছে। যে লিচু সমগ্র দেশে তেজপুরকে পরিচিতি দিয়েছে, সেই লিচুকেই কেন্দ্র করে দু-দিনব্যাপী এই উৎসব আয়োজন করা হয়েছে।উৎসবের প্রথম দিন কলকাতার একটি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে দুবাইয়ে এক টন বোম্বাইয়া, পিয়াজি এবং অন্যান্য জাতের লিচু রফতানি করা হয়েছে। একইভাবে পরের দিন সিঙ্গাপুরে পাঁচ কুইন্টাল লিচু রফতানি করা হবে।এপেডা এই উৎসবে লিচুর চিপস প্রস্তুত করেছে, যা দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করা যায় এবং স্বাদও অক্ষুণ্ণ থাকে। এতে কোনও ধরনের রাসায়নিক উৎপাদান ব্যবহার করা হয়নি।মেলায় বিভিন্ন প্রজাতির লিচু প্রদর্শিত হয়েছে। বোম্বাহয়া জাতের একটি লিচুর দাম ৫০ টাকা পর্যন্ত উঠেছে। অন্যদিকে উন্নত জাতের একটি লিচুর চারার মূল্য প্রায় ১ হাজার টাকা। আয়োজকদের আশা, এই উৎসব তেজপুরের লিচুর প্রসার, আন্তর্জাতিক বাজারে এর চাহিদা বৃদ্ধি এবং কৃষকদের আর্থিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

২৯ টাকা বাড়ল গৃহস্থালির রান্নার গ্যাসের দাম

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ৭ জুন ঃ ফের বাড়ল গৃহস্থের রান্নার গ্যাসের দাম। শনিবার মধ্যরাতের পর থেকে ঘরে ব্যবহৃত রান্নার গ্যাস সিলিন্ডারের দাম বেড়ে গেল অনেকটাই। জানা গেছে, প্রতিটি ১৪.২ কেজির গৃহস্থালি এলপিজি সিলিন্ডারের দাম বেড়েছে ২৯ টাকা। গত তিন মাসে গৃহস্থের এলপিজি সিলিন্ডারের এই নিয়ে দ্বিতীয়বার বাড়ল। ঘনঘন বাণিজ্যিক গ্যাসের দাম নড়াচড়া করলেও, একটা দীর্ঘ সময় ধরে অপরিবর্তিত ছিল গৃহস্থালির রান্নার গ্যাসের দাম।আন্তর্জাতিক বাজারে অস্থিরতা এবং সরবরাহজনিত চাপের কারণে তিন মাসের মধ্যে আবার সিলিন্ডারপিছু ২৯ টাকা বৃদ্ধি হয়েছে। তথ্য অনুযায়ী, মূল্যবৃদ্ধির পর দেশের রাজধানী দিল্লিতে গৃহস্থের ১৪.২ কেজির এলপিজি সিলিন্ডারের দাম ৯১৩ টাকা থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯৪২ টাকায়। অন্যদিকে, কলকাতায় এই সিলিন্ডারের নতুন দাম হয়েছে ৯৬৮ টাকা। এর আগে গত মার্চ মাসে সিলিন্ডার প্রতি এক ধাক্কায় ৬০ টাকা দাম বাড়ানো হয়েছিল। সেই সময় তেল বিপণন সংস্থাগুলি এলপিজি সিলিন্ডারের দাম ৮৭৯ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৯৩৯ টাকা করেছিল।

বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টারে বিজেপির প্রস্তুতি বৈঠক, উপস্থিত থাকবেন কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নেতৃত্ব

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ৭ জুন ঃ আসন্ন বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবিরকে সামনে রেখে রবিবার কলকাতার বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টারে গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তুতি বৈঠকের আয়োজন করেছে বিজেপির পশ্চিমবঙ্গ শাখা। দলীয় সূত্রে খবর, এই বৈঠকে কেন্দ্রীয়ও রাজ্য নেতৃত্বের একাধিক শীর্ষ নেতা উপস্থিত থাকবেন।বিজেপি নেতৃত্বের তরফে জানানো হযেছে, সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করা এবং কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হচ্ছে। সেই শিবিরের রূপরেখা চূড়ান্ত করতেই এই প্রস্তুতি বৈঠকের ডাক দেওয়া হয়েছে। বৈঠকে প্রশিক্ষণ কর্মসূচির বিষয়বস্তু, অংশগ্রহণকারীদের ভূমিকা এবং সাংগঠনিক পরিকল্পনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে বলে জানা গিয়েছে।দলীয় সূত্রের দাবি, রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি, সাংগঠনিক দক্ষতা উন্নয়ন এবং জনসংযোগ কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে প্রশিক্ষণ শিবিরে। সেই লক্ষ্যেই বিভিন্ন সাংগঠনিক বিষয় নিয়ে শীর্ষ নেতাদের মধ্যে মতবিনিময় হবে।রাজ্যের রাজনৈতিক মহলেও এই বৈঠককে ঘিরে কৌতূহল তৈরি হয়েছে। আগামী দিনের রাজনৈতিক কর্মসূচি, সাংগঠনিক কৌশল এবং নির্বাচনী প্রস্তুতি নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বার্তা উঠে আসতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। বিজেপির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নেতৃত্বের সমন্বয়ে অনুষ্ঠিত এই বৈঠক দলের সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। প্রশিক্ষণ শিবিরের চূড়ান্ত রূপরেখাও বৈঠকের পর প্রকাশ করা হতে পারে বলে দলীয় সূত্রে ইঙ্গিত মিলেছে।

কেরলমের সাত জেলায় কমলা সতর্কতা, ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস

তিরুবনন্তপুরম(সংবাদ সংস্থা), ৭ জুন ঃ সক্রিয় দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে রবিবারও কেরলমের বিস্তীর্ণ এলাকায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে রাজ্যের উত্তরাঞ্চলের সাতটি জেলায় কমলা সতর্কতা জারি করেছে ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি)। বাকি সাতটি জেলায় জারি করা হয়েছে হলুদ সতর্কতা।যে জেলাগুলিতে কমলা সতর্কতা জারি হয়েছে সেগুলি হল- কাসারগোড়, কান্নুর, ওয়েনাড়, কোঝিকোড়, মালাপ্পুরম, পালাক্কাড এবং ত্রিশূর। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, এই জেলাগুলির বিচ্ছিন্ন এলাকায় অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে। পাশাপাশি বজ্রবিদ্যু-সহ ঝড়ো হাওয়া বইতে পারে, যার গতিবেগ ঘণ্টায় ৪০ কিলোমিটার পর্যন্ত পৌঁছতে পারে।অন্যদিকে, ইদুক্কি, এর্নাকুলাম, কোট্টায়াম, আলাপ্পুঝা, পাথানামথিট্টা, কোল্লাম এবং তিরুবনন্তপুরম জেলায় হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। এসব এলাকায় বিচ্ছিন্নভাবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।ভারী বৃষ্টির জেরে নিচু এলাকা, নদী তীরবর্তী অঞ্চল এবং জল জমার প্রবণতাযুক্ত এলাকাগুলিতে স্থানীয় বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে বলে সতর্ক করেছে প্রশাসন। সম্ভাব্য যে কোনও জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা দফতর এবং স্থানীয় প্রশাসনকে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, সোমবারও কেরলমের উত্তরাঞ্চলের পাঁচটি জেলায় কমলা সতর্কতা বহাল থাকতে পারে, কারণ মৌসুমি বায়ুর প্রভাব এখনও জোরালো থাকবে।এদিকে উত্তাল সমুদ্র ও ঝোড়ো হাওয়ার আশঙ্কায় আগামী ৯ জুন পর্যন্ত কেরলম , লাক্ষাদ্বীপ এবং কর্নাটক উপকূলে মস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। উপকূলবর্তী এলাকায় ঘণ্টায় ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার বেগে হাওয়া বইতে পারে, যার ঝোড়ো দমকা ৬০ কিলোমিটার পর্যন্ত পৌঁছতে পারে।আরব সাগর এবং বঙ্গোপসাগরের বিস্তীর্ণ এলাকাতেও প্রতিকূল আবহাওয়ার পূর্বাভাস দিয়েছে আইএমডি। পরিস্থিতির দিকে নজর রেখে সাধারণ মানুষকে আবহাওয়া দফতরের নির্দেশিকা মেনে চলার এবং অপ্রয়োজনীয় ভ্রমণ এড়ানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

সুরাটে ট্যাঙ্ক পরিষ্কার করতে নেমে ৪ সাফাইকর্মীর মৃত্যু

সুরাট, ৭ জুন ঃগুজরাতের সুরাটের খাণ্ড বাজার এলাকায় একটি আন্ডারগ্রাউন্ড ইটিপি ট্যাঙ্ক পরিষ্কার করতে নেমে বিষাক্ত গ্যাসে দমবন্ধ হয়ে ৪ জন সাফাইকর্মীর মৃত্যু হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার সকালে চৌর্যাসী ডেইরির কাছে অবস্থিত 'রতিহ জুয়েলার্স'-এ। গয়না প্রক্রিয়াকরণের বর্জ্য জমা করার এই ট্যাঙ্কটি পরিষ্কার করতে প্রথমে যোগেশ নালাভাই যাদব নামে এক সাফাইকর্মী ট্যাঙ্কের ভেতরে নামেন। বিষাক্ত গ্যাসে তিনি ট্যাঙ্কের ভিতরে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লে তাঁকে বাঁচাতে একে একে নামেন বিকাশ কুমার সোনাবণে এবং বিজয় আহিরে। তাঁরাও সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন। এটা দেখে সুপারভাইজার নিমেষ সাভলিয়া দমকলে খবর দেন। তারপরে নিজেও ট্যাঙ্কের ভেতরে নামেন। যথারীতি তিনিও বিষাক্ত গ্যাসে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন।দমকলের আধিকারিকরা প্রায় যুদ্ধকালীন তপরতায় ৪ জনকে উদ্ধার

রাশিফল

মেষঃআজকের দিনটা আপনার জন্য খুবই পজিটিভ এনার্জিতে ভরা থাকবে। আপনি নিজের উপর আত্মবিশ্বাস অনুভব করবেন এবং নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে প্রস্তুত থাকবেন। বিবাহের যোগ হবে
বৃষঃআজকের দিনটা বিশেষভাবে পজিটিভ থাকবে। আপনি সম্ভবত আপনার কঠোর পরিশ্রমের ফল পাবেন, যা মানসিক এবং আবেগের সন্তুষ্টি দেবে। প্রেম আসতে পারে।
মিথুনঃ যেহেতু আপনার নিরন্তর উদ্যমের সাথে সাধারণ বুদ্ধি এবং বোধশক্তি মিলিত হয়ে আপনার সাফল্য নিশ্চিত করবে তাই আপনার ধৈর্য্য বজায় রাখুন।
কর্কট রাশি ঃআজ আপনার উচ্চ প্রত্যয় সদ্ব্যবহারে লাগানোর চেষ্টা করুন। বিদেশ যাত্রা শুভ দিন।
সিংহঃ আজকের দিনটা নতুন সম্ভাবনার ইঙ্গিত নিয়ে এসেছে। আপনার আত্মবিশ্বাস আর পজিটিভ এনার্জি অনেক ক্ষেত্রেই তোমাকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে।।
কন্যাঃ আজকের দিনটা আপনার জন্য বিশেষভাবে পজিটিভ হবে। আপনি কঠোর পরিশ্রমের ফল পেতে পারেন। অর্থের ব্যয় হবে।
তুলাঃআপনার কাঁধে অনেক কিছু নির্ভর করবে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে আপনার জন্য মনের স্বচ্ছতা গুরুত্বপূর্ণ হবে। যদি আপনি আপনার বন্ধুদের সাথে বেড়াতে যাওয়ার পরিকল্পনা করে থাকেন তবে চিন্তাভাবনা করে অর্থ ব্যয় করুন, যেহেতু আপনার অর্থের ক্ষতি হতে পারে। সংসারে শান্তি।
বৃশ্চিকঃ মানসিক এবং নৈতিকের পাশাপাশি শারীরিক শিক্ষাও গ্রহণ করুন, কেবলমাত্র তাহলেই সব দিক থেকে উন্নতি করা সম্ভব। মনে রাখবেন এক সুস্থ শরীরে সর্বদা এক সুস্থ মন থাকে। শুভ দিন হতে পারে
ধনুঃ ধনুদের জন্য আজকের দিনটা চ্যালেঞ্জে ভরা হতে পারে। আজকে কিছু মানসিক চাপ আর বিভ্রান্তি আসতে পারে, যা আপনার মানসিক ভারসাম্যে প্রভাব ফেলবে।
মকরঃ মকর রাশির লোকেদের জন্য এই সপ্তাহটি মাঝারি মানের হতে পারে এবং এতে মিশ্র ফলাফল পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন, বিশেষ করে হজম সংক্রান্ত সমস্যাগুলোর ক্ষেত্রে তাই একটি সুষম খাদ্যাভ্যাস বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে।
কুম্ভঃআজকের দিনটা আপনার জন্য খুবই ইতিবাচক আর অনুপ্রেরণাদায়ক হবে। আজ, আপনার সৃজনশীলতা আর চিন্তাশক্তির পুরোপুরি উপকার পাবেন। আর্থিক উন্নতি হতে পারে
মীনঃআপনার মনের মধ্যে ইতিবাচক চিন্তা আনুন। দীর্ঘ স্থায়ী লাভের জন্য স্টক এবং মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ করতে সুপারিশ করা হচ্ছে। বন্ধুদের সঙ্গে আপনি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবেন। প্রিয়জন ছাড়া আপনার পক্ষে সময় কাটানো অসুবিধা হবে। ব্যাস্ত রুটিন তবুও আজকে আপনি আপনার জন্য সময় বার করতে সক্ষম হবেন।

আবহাওয়া

রাজ্যজুড়ে আবহাওয়ার মেজাজ খামখেয়ালি। কোথাও তীব্র গরমের পর একপশলা স্বস্তির বৃষ্টি, আবার কোথাও অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। রবিবার বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, দুই ২৪ পরগনা, পূর্ব বর্ধমানে হালকা বৃষ্টির পাশাপাশি ঘণ্টা ৪০-৫০ কিলোমিটার গতিতে ঝড় বইতে পারে। কলকাতা-সহ রাজ্যের বাকি জেলাতেও হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। নদিয়া, দুই ২৪ পরগনা, দুই মেদিনীপুরে সোম ও মঙ্গলবারও ঝড়বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী শুক্রবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটি জেলায় ঝড়বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে।দক্ষিণবঙ্গে যখন দফায় দফায় ঝড়-বৃষ্টির পূর্বাভাস, তখন উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে রযেছে ভারী বর্ষণের সম্ভাবনা। রবিবার ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়িতে। সঙ্গে ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিতে প্রতি ঘণ্টায় ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। সোমবার জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ারে হতে পারে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি। কোচবিহার, দার্জিলিং, কালিম্পংয়েও ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। আগামী শুক্রবার পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের পাহাড় এবং সংলগ্ন জেলাগুলিতে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর।। আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৯০ শত করা এবং সর্বনিম্ন ৬২ শতকরা হতে পারে। বৃষ্টিপাত হতে পারে আবহাওয়া সূত্র থেকে জানা যায় আজ।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৭টা ৫০মিনিট এবং রাত ০৮ টা ৫০মিনিটে। **ভাটা**-বেলা ০১টা ৫৫মনিট এবং রাত ০২টা ৫৫ মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৫ টা ০৮-মনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ১২মিনিটে হতে পারে।

কাজু কুড়োতে গিয়ে হাতির হানায় মৃত্যু, গ্রামবাসীদের বিক্ষোভ

দুরন্তবার্তা, স্বপ্নীল মজুমদার, ঝাড়গ্রাম, ৭ জুন ঃ ফের হাতির হানায় প্রাণ গেল এক মহিলার। রবিবার সকালে ঝাড়গ্রাম রেঞ্জের পুকুরিয়া বিটের শিমুলডাঙা জঙ্গলে কাজু কুড়োতে গিয়ে হাতির আক্রমণে মৃত্যু হল মৌসুমী মল্লিক (৩২) নামে এক মহিলার। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারা। হাতির উপদ্রব রুখতে স্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিতে মৃতদেহ আটকে বিক্ষোভও দেখান তাঁরা। স্থানীয় সূত্রের খবর, রবিবার সকালে অন্য দিনের মতোই জঙ্গলে কাজু কুড়োতে গিয়েছিলেন শিমুলডাঙা গ্রামের বাসিন্দা মৌসুমী। সেই সময় জঙ্গলের ভিতরে থাকা একটি হাতির সামনে পড়ে যান তিনি। অভিযোগ, আচমকাই হাতিটি তাঁকে আক্রমণ করে। গুরুতর জখম অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করা হলেও ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন ঝাড়গ্রাম রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার খুরশিদ আলম এবং ঝাড়গ্রাম থানার আইসি কৌশিক সাউ। তাঁদের সামনেই ক্ষোভ উগরে দেন গ্রামবাসীরা। বন দফতরের কর্মী ও আধিকারিকদের ঘিরে দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ চলে। বাসিন্দাদের অভিযোগ, বছরের পর বছর ধরে হাতির হানায় প্রাণহানি, ফসল ও সম্পত্তির ক্ষতি হলেও কার্যকর কোনও স্থায়ী সমাধান করা হয়নি। ফলে জঙ্গল সংলগ্ন এলাকার মানুষকে প্রতিনিয়ত আতঙ্কে দিন কাটাতে হচ্ছে। ঝাড়গ্রাম জেলায় হাতির হানায় মৃত্যুর ঘটনা ক্রমশ উদ্বেগ বাড়াচ্ছে। স্থানীয়দের দাবি, গত দু'মাসে জেলায় অন্তত পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে হাতির আক্রমণে। বারবার এমন ঘটনার পরও পরিস্থিতির বিশেষ পরিবর্তন না হওয়ায় ক্ষোভ বাড়ছে গ্রামাঞ্চলে। পরে পুলিশ ও বন দফতরের কর্মীরা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনে মৃতদেহ উদ্ধার করেন। ময়নাতদন্তের জন্য দেহটি ঝাড়গ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ মর্গে পাঠানো হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বন দফতর ও পুলিশ।

বিশ্ব সাইকেল দিবস উদযাপনে পরিবেশ সচেতনতার বার্তা বসিরহাট মহকুমা জুড়ে

দুরন্তবার্তা, সৌরভ দাশ, বসিরহাট, ৭ জুন ঃ সীমান্ত থেকে সুন্দরবন; দূষণমুক্ত, স্বচ্ছ ও পরিবেশবান্ধব সমাজ গড়ার বার্তা নিয়ে বিশ্ব সাইকেল দিবসে অভিনব র্যালির আয়োজন করা হলো বসিরহাট মহকুমা জুড়ে। রাজ্য সরকারের উদ্যোগে এবং বসিরহাট মহকুমা শাসকের দপ্তরের পরিচালনায় এদিন একটি বিশেষ সাইকেল র্যালি অনুষ্ঠিত হয় বসিরহাটে। বসিরহাট টাউন হল মাঠ থেকে শুরু হয়ে ইছামতি বোটঘাট পর্যন্ত বিস্তৃত এই র্যালিতে সাইকেল নিয়ে সামিল হন উপ-মহকুমা শাসক অঞ্জন চৌধুরী, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পিন্টু ঘরামী ও আধিকারিক কল্যাণ বসু সহ দপ্তরের সমস্ত কর্মীবৃন্দ। হাতে ফেস্টুন ও ব্যানার নিয়ে সাইকেল চালানোর মাধ্যমে আধিকারিকরা মহকুমাবাসীকে সুস্থ ও দূষণহীন পরিবেশ গড়ে তোলার আহ্বান জানান। হিঙ্গলগঞ্জের বিডিও অফিসের পক্ষ থেকে বিডিও অফিস থেকে কাটাখালি ব্রিজ পর্যন্ত সাইকেল র্যালির আয়োজন করা হয়। পরিবেশ রক্ষার পাশাপাশি স্বাস্থ্য সচেতনতার লক্ষ্যে এই উদ্যোগ। উপস্থিত ছিলেন হিঙ্গলগঞ্জের বিডিও দেবদাস গাঙ্গুলী সহ অন্যান্নরা। সচেতনতার লক্ষ্যে হাসনাবাদ বিডিও অফিসের তরফেও এক সাইকেল যাত্রার আয়োজন করা হয় হাসনাবাদে।

মাতলার চর বুজিয়ে বৃদ্ধাশ্রম ক্যানিং-এ, পড়লো সরকারি নোটিশ

দুরন্তবার্তা, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্যানিং, ৭ জুন ঃ সওকাত মোল্লার ছেলের পর এবার নদীর চর দখল করে বৃদ্ধাশ্রমের করার অভিযোগ উঠলো ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়কের বিরুদ্ধে। মাতলার চরে বৃদ্ধাশ্রম,ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক পরেশরাম দাসের বৃদ্ধাশ্রমে পড়ল সরকারি নোটিস। শুধু তাই নয় আশপাশে আরও বেশ কয়েকটি এলাকায় নোটিস দেওয়া হয়েছে। মাতলা নদীর চরে এই সমস্ত জায়গাগুলোতে কীভাবে জলাজমি ভরাট করে বাড়িঘর তৈরি করা হল তা জানতে চেয়েছেন ক্যানিং এর মহকুমাশাসক। বিধায়ক পরেশরাম দাসের বৃদ্ধাশ্রম নিয়েও তৈরি হয়েছে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব। উল্লেখ্য, ক্যানিংয়ের মাতলার চরে বেশ কিছুটা জায়গা জুড়ে তৈরি হয় এই বৃদ্ধাশ্রম। ২০১৮ সাল নাগাদ এই বৃদ্ধাশ্রমের কাজ শুরু হয়। তারপর বেশ কিছু বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধা এখানে থাকতে শুরু করেন। তৈরি করা হয় একটি ট্রাস্টি বোর্ড। যে ট্রাস্টি বোর্ডের ৩৬ জন সদস্য সকলেই সরকারের কাছে পাট্টার জমির জন্য আবেদন করেন। আর এই পাঠ্ঠা ট্টার জমিতেই গড়ে ওঠে বৃদ্ধাশ্রম সহ আশপাশ এলাকার উন্নয়ন। ইতিমধ্যেই ওই বৃদ্ধাশ্রমে ২২ জন বৃদ্ধ ও বৃদ্ধারা আছেন। সেই বৃদ্ধাশ্রমে নোটিস পড়ায় আতঙ্কিত বৃদ্ধাশ্রমের আবাসিকরা।

হাওড়ার কাসুন্দিয়ায় প্রাক্তন মেয়রের বাড়ির কাছাকাছি বোমাবাজির ঘটনায় চাঞ্চল্য

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ৭ জুন ঃ শনিবার রাতে হাওড়ার কাসুন্দিয়ায় বোমাবাজির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। হাওড়ার প্রাক্তন মেয়র ডাঃ রথীন চক্রবর্তীর বাড়ির কাছাকাছি এলাকায় ওই ঘটনায় অবিলম্বে দুষ্কৃতকারীদের গ্রেফতারের দাবি উঠেছে। মধ্য হাওড়ার কাসুন্দিয়া এলাকায় স্থানীয় একটি ক্লাবের তরফ থেকে পুকুর ভরাটের প্রতিবাদ করা নিয়েই রাতে দুষ্কৃতকারীরা ওই বোমাবাজি করে বলে অনুমান করছেন এলাকার মানুষ। ক্লাবের সদস্যরা জানান, শনিবার রাতে বোমাবাজির পর গভীর রাতে এসে এলাকার ওই ক্লাবের সিসি ক্যামেরাও ভেঙে দেয় দুষ্কৃতকারীরা। ক্লাব সদস্যদের অভিযোগ, দীর্ঘদিনের পুকুর বুজিয়ে প্রোমোটিং চক্রের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্যই দুষ্কৃতিরা এইভাবে এলাকায় আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করছে। হাওড়ার প্রাক্তন মেয়র ডাঃ রথীন চক্রবর্তী ঘটনার খবর শুনে রাতেই শিবপুর থানা সহ কেন্দ্রীয় বাহিনীকে অভিযোগ জানিয়েছেন। তিনি অবিলম্বে দুষ্কৃতিদের গ্রেফতারির দাবিও জানিয়েছেন। এই ঘটনার বিষয়ে স্থানীয় বাসিন্দা বাবাই মালিক বলেন, শনিবার রাতে এলাকার মানুষের এখানে বোমাবাজি করে। এর পিছনে একটা অসাধু চক্র কাজ করছে। আমরা এর আগে পুকুর বাঁচাও কমিটি তৈরি করেছিলাম। ২০১৯ সালে এলাকার একটি পুকুর বুজে আসছিল। ওই বছরই পুকুরটি রিকভার করার চেষ্টা করি। এলাকার মানুষদের নিয়ে ওই পুকুর বাঁচাও কমিটি তৈরি করা হয়েছিল। যখন আমরা বিভিন্ন জায়গায় চিঠি দিয়ে কাজ শুরু করি ওই সময় হাওড়া পুরোনিগমের চেয়ারপার্সন ছিলেন সুজয় চক্রবর্তী। সেই সময় কাজ হচ্ছিলও। পরবর্তীকালে ক্রমশ কাজ বন্ধ হতে শুরু করে। ২০২৬ সালে আবার সেই কাজ শুরু হয়। এখানে পুকুরটি বুজিয়ে প্রোমোটিং চলছিল। এরপর থেকে প্রতিনিই ক্লাবে থ্রেট আসতে শুরু করে। এর আগেও ক্লাবে ভাঙচুর হয়েছে। সেই সূত্রেই ক্লাবের কাছে বোমা পড়ে। এই ঘটনার পর ভোররাতে আমরা যখন সবাই বাড়ি ফিরে গেছি তারপরেই ক্লাবের সমস্ত সিসি ক্যামেরা ভেঙে দেওয়া হয়। সরকারের কাছে আবেদন যাতে তারা বিষয়টি দেখেন। না হলে আমাদের পক্ষেও আর এই কাজ করা সম্ভব হবে না। অন্যদিকে, এই বিষয়ে হাওড়া পুরনিগমের প্রাক্তন মেয়র ডাঃ রথীন চক্রবর্তী বলেন, আমাদের এই অঞ্চলটি অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ। রাত দশটার পর হঠাৎই মানুষ লক্ষ্য করেন কিছু অজ্ঞাতপরিচয় কিছু যুবক এখানে এসে বোমাবাজি করে। এই ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েন তাঁরা। স্থানীয়রা এর পর পুলিশকে জানানো হয়। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছে শিবপুর থানার পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় বাহিনী। এই ঘটনায় এখনো পর্যন্ত প্রোমোটারি সংঘাতের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এই অঞ্চলের অনেকগুলো পুকুর ছিল। বাম আমল থেকে পুকুর বোজানো শুরু হয়। বর্তমানে পুকুর প্রায় নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে। আমি যতদিন মেয়র ছিলাম ততদিন এই এলাকায় পুকুর রক্ষা করার চেষ্টা করেছি। এই পুকুরটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এলাকার মানুষ এই পুকুরটিকে এখনও জলসম্পদ হিসেবে ব্যবহার করেন।

সাড়ে ৫ ঘণ্টার লুকোচুরি শেষে গ্রেপ্তার কাউন্সিলর, উত্তপ্ত কলেজ স্ট্রিট এলাকা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৭ জুন ঃ ভোর থেকে শুরু হয়েছিল নাটকীয় অভিযান। দরজায় তালা ঝুলিয়ে ঘরের ভিতরে আত্মগোপন করে বসে ছিলেন কাউন্সিলর। বাইরে তখন অপেক্ষা করছে বিশাল পুলিশবাহিনী। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ডাকাডাকি, অনুরোধ এবং অপেক্ষার পরও দরজা না খোলায় শেষমেশ চাবিওয়ালার সাহায্যে তালা খুলে বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করে পুলিশ। দীর্ঘ সাড়ে পাঁচ ঘণ্টার টানটান উত্তেজনার পর অবশেষে কলেজ স্ট্রিটের ৩৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মহম্মদ জসিমউদ্দিনকে গ্রেপ্তার করে জোড়াসাঁকো থানার পুলিশ। রবিবার ভোর সাড়ে পাঁচটা নাগাদ কাউন্সিলরের বাড়িতে পৌঁছয় পুলিশবাহিনী। শুরু হয় তাঁকে বাইরে বের করে আনার চেষ্টা। তবে পুলিশ পৌঁছনোর আগেই বাড়ির মূল ফটক ও ভিতরের একাধিক কোলাপসিবল গেটে তালা ঝুলিয়ে দেন বলে অভিযোগ। আধিকারিকরা নিশ্চিত ছিলেন যে কাউন্সিলর বাড়ির ভিতরেই রয়েছেন। সেই কারণে দীর্ঘ সময় ধরে তাঁরা বাড়ির সামনে অপেক্ষা করেন। কিন্তু কোনও সাড়া না মেলায় শেষ পর্যন্ত চাবিওয়ালাকে ডেকে আনা হয়। একের পর এক তালা খুলে পুলিশ বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করে এবং কাউন্সিলরকে ঘর থেকে বের করে নিয়ে আসে। কাউন্সিলরকে গ্রেপ্তার করে বাড়ির বাইরে আনার সময় এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। খবর ছড়িয়ে পড়তেই তাঁর অনুগামী ও ঘনিষ্ঠরা বাড়ির সামনে জড়ো হতে শুরু করেন। অভিযোগ, তাঁরা পুলিশের গাড়ি ঘিরে ধরে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেন। অন্যদিকে, কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিতে রাস্তায় নেমে পড়েন এলাকার বহু বাসিন্দা। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছয় যে কাউন্সিলরকে লক্ষ্য করে ডিম ছোঁড়া শুরু হয়। উত্তেজিত জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশকে লাঠি উঁচিয়ে তাড়া করতে হয়। কিছু সময়ের জন্য গোটা এলাকা কার্যত রণক্ষেত্রের চেহারা নেয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০২৩ সালে কলেজ স্ট্রিট এলাকায় এক নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগে একটি মামলা দায়ের হয়েছিল। ওই ঘটনায় পকসো আইনে মামলা রুজু হয় কাউন্সিলর এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ আরও আটজনের বিরুদ্ধে। অভিযোগ ছিল, মামলা দায়েরের পর থেকেই অভিযোগ প্রত্যাহার করার জন্য নাবালিকার পরিবারকে বিভিন্নভাবে চাপ দেওয়া হচ্ছিল। দীর্ঘদিন ধরেই এই অভিযোগ ঘিরে এলাকায় ক্ষোভ তৈরি হয়েছিল। নতুন করে বিতর্কের সূত্রপাত হয় শনিবার রাতে। অভিযোগ, সংশ্লিষ্ট তরুণীকে কলাবাগান এলাকার একটি ফাঁকা রাস্তায় একা পেয়ে প্রথমে কটূক্তি করা হয়। পরে প্রতিবাদ করায় তাঁর উপর শারীরিক হামলা চালানো হয়। স্থানীয়দের দাবি, তাঁকে চড় ও লাথি মারা হয় এবং গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। বর্তমানে তিনি মধ্য কলকাতার একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বলে জানা গিয়েছে। এলাকাবাসীর আরও অভিযোগ, ঘটনার পর প্রমাণ নষ্ট করার উদ্দেশ্যে এলাকার একাধিক সিসিটিভি ক্যামেরা ভেঙে ফেলা হয়। এই অভিযোগ সামনে আসার পরই রবিবার সকালে পুলিশ সক্রিয় হয়। তদন্তের স্বার্থে কাউন্সিলরের বাড়ি ঘিরে ফেলে বাহিনী এবং দীর্ঘ লুকোচুরির পর তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, এই ঘটনায় কাউন্সিলর মহম্মদ জসিমউদ্দিন-সহ মোট দুইজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতদের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগের তদন্ত চলছে। গোটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে মধ্য কলকাতার রাজনৈতিক ও সামাজিক মহলে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

এনআইএ হেফাজতে প্রথম রাতেই অস্বস্তি, শওকত মোল্লাকে নিয়ে বিস্ফোরক অভিযোগ পরিবারের

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৭ জুন ঃ ভাঙড়ের বোমাবাজি ও মৃত্যুর ঘটনায় জাতীয় তদন্তকারী সংস্থার (এনআইএ) হাতে গ্রেপ্তার হওয়ার পর প্রথম রাত মোটেও স্বস্তিতে কাটেনি তৃণমূল নেতা তথা প্রাক্তন বিধায়ক শওকত মোল্লার। তদন্তকারী সংস্থার হেফাজতে কার্যত অনিদ্রা ও মানসিক চাপের মধ্যেই রাত কাটিয়েছেন তিনি বলে জানা গিয়েছে। গ্রেপ্তারির পর থেকে তাঁর আচরণেও স্পষ্ট হয়েছে উদ্বেগ ও ক্লান্তির ছাপ। অন্যদিকে এই গ্রেপ্তারিকে ঘিরে নতুন রাজনৈতিক বিতর্কও দানা বাঁধতে শুরু করেছে। শওকত মোল্লার পরিবারের সদস্যরা সরাসরি তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ তুলেছেন। শুক্রবার রাতে শওকত মোল্লাকে গ্রেপ্তার করে এনআইএ। পরদিন তাঁকে বিশেষ আদালতে তোলা হলে আদালতের নির্দেশে তাঁকে তদন্তকারীদের হেফাজতে পাঠানো হয়। বর্তমানে নিউটাউনে এন আই এ-র বিশেষ হেফাজত কেন্দ্রে রাখা হয়েছে ক্যানিং পূর্বের প্রাক্তন এই বিধায়ককে। তদন্তকারী সূত্রে জানা গিয়েছে, গ্রেপ্তার হওয়ার পর থেকেই তিনি খুব বেশি কথা বলছেন না। জিজ্ঞাসাবাদের সময়ও বেশ সংযত রয়েছেন এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোনও মন্তব্য করছেন না। শওকতের ঘনিষ্ঠ সূত্রে খবর, হেফাজতে প্রথম রাতটি তাঁর জন্য অত্যন্ত অস্বস্তিকর ছিল। যে সেলে তাঁকে রাখা হয়েছে, সেটি তাঁর মোটেও পছন্দ হয়নি বলে জানা গিয়েছে। মানসিক চাপে তিনি রাতের খাবারও প্রায় খাননি। কেবলমাত্র একটি রুটি এবং সামান্য তরকারি খেয়েই রাত কাটিয়েছেন। এরপর দীর্ঘ সময় তাঁকে সেলের ভিতরে পায়চারি করতে দেখা যায়। কার্যত গোটা রাত জেগেই কাটান তিনি। দু'চোখের পাতা এক করতে পারেননি বলেই জানা গিয়েছে। ভোররাতের দিকে কিছু সময়ের জন্য ঘুমিয়ে পড়লেও তা ছিল খুবই অল্প সময়ের। রবিবার সকালে তাঁকে চা ও বিস্কুট দেওয়া হয়। তিনি তা গ্রহণ করেছেন বলে জানা গিয়েছে। তবে শারীরিকভাবে সুস্থ থাকলেও মানসিকভাবে চাপে রয়েছেন বলেই মনে করছেন তদন্তের সঙ্গে যুক্ত আধিকারিকদের একাংশ। আদালতে তোলার সময় পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে তাঁর সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎ হয়েছিল। সেই সময় পরিবারের সদস্যরা তাঁর শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিলে তিনি শুধু মৃদুস্বরে বলেন, তভালো আছি।দ তবে তাঁর চোখেমুখে ক্লান্তির ছাপ স্পষ্ট ছিল বলে দাবি পরিবারের। এদিকে গ্রেপ্তারির পর থেকেই ক্ষোভে ফুঁসছে শওকত মোল্লার পরিবার। তাঁদের অভিযোগ, রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের কারণেই আজ এই পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়েছে তাঁকে। পরিবারের দাবি, ক্যানিং পূর্ব কেন্দ্র থেকে দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও তাঁকে সেখান থেকে প্রার্থী করা হয়নি। পরিবর্তে ভাঙড়ে প্রার্থী করা হয়, যেখানে রাজনৈতিক সংঘাত ও উত্তেজনার পরিবেশ দীর্ঘদিন ধরেই বিদ্যমান। পরিবারের সদস্যদের অভিযোগ, শওকত মোল্লা নাকি এই সিদ্ধান্ত নিয়ে আপত্তি জানিয়েছিলেন এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিষয়টি পুনর্বিবেচনার অনুরোধও করেছিলেন। কিন্তু সেই অনুরোধ গুরুত্ব পায়নি। পরিবারের দাবি, ভাঙড়ে রাজনৈতিক সংঘর্ষ, বোমাবাজি এবং অশান্তির ঘটনাগুলির সঙ্গে পরবর্তীকালে শওকত মোল্লার নাম জড়িয়ে পড়ে। তাঁদের অভিযোগ, পরিকল্পিতভাবেই তাঁকে এমন পরিস্থিতির মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়েছে। যদিও এই অভিযোগের সত্যতা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে নানা প্রশ্ন উঠেছে। তবে এনআইএ-র তদন্ত এবং শওকত মোল্লার গ্রেপ্তারিকে কেন্দ্র করে রাজ্যের রাজনৈতিক অন্দরে নতুন করে চাপানউতোর শুরু হয়েছে। তদন্ত যত এগোবে, ততই এই মামলায় নতুন তথ্য সামনে আসতে পারে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

মেসি-কাণ্ডে বাড়ছে চাপ, সোমবারই থানায় হাজিরার নির্দেশ অরূপ বিশ্বাসকে

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৭ জুন ঃ মেসি ইভেন্ট ঘিরে ওঠা বিতর্ক ও একাধিক গুরুতর অভিযোগের জেরে রাজ্যের প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের উপর আইনি চাপ ক্রমশ বাড়ছে। অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে থানায় হাজিরা দেওয়ার জন্য আরও দু'সপ্তাহ সময় চেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু সেই আবেদন কার্যত খারিজ করে দিয়েছে বিধাননগর দক্ষিণ থানার পুলিশ। নতুন নোটিস পাঠিয়ে সোমবার সকাল ১১টার মধ্যে থানায় উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে প্রাক্তন মন্ত্রীকে। ফলে রাজনৈতিক মহলে নতুন করে জল্পনা শুরু হয়েছে;তদন্তের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে কি অরূপ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে আরও কড়া পদক্ষেপের পথে হাঁটতে চলেছে পুলিশ? ঘটনার সূত্রপাত গত ১৭ মে। ওই দিন মেসির ভারত সফর ও সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠানের অন্যতম আয়োজক শতদ্রু দত্ত বিধাননগর দক্ষিণ থানায় অরূপ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে একটি এফ আই আর দায়ের করেন। অভিযোগপত্রে একাধিক গুরুতর অভিযোগ আনা হয় প্রাক্তন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে। ভারতীয় ন্যায় সংহিতার বিভিন্ন ধারায় দায়ের হওয়া সেই মামলায় টিকিট কালোবাজারি, চাঁদাবাজি, প্রতারণা, অপরাধমূলক ভীতি প্রদর্শন এবং অনুষ্ঠানের নিরাপত্তা ব্যবস্থায় গাফিলতির মতো অভিযোগ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অভিযোগকারী শতদ্রু দত্তের দাবি, আন্তর্জাতিক ফুটবল তারকা লিওনেল মেসিকে ঘিরে আয়োজিত অনুষ্ঠানের প্রায় ২২ হাজার টিকিট বেআইনিভাবে কালোবাজারি করা হয়েছিল। তাঁর অভিযোগ, এই পুরো প্রক্রিয়ার সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত ছিলেন অরূপ বিশ্বাস। শুধু তাই নয়, প্রভাব খাটিয়ে অনুষ্ঠানের নিরাপত্তা বলয় ভেঙে মেসির একেবারে কাছাকাছি পৌঁছে যাওয়ার অভিযোগও আনা হয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। অভিযোগকারীর দাবি, প্রয়োজনীয় অনুমতি ছাড়াই মেসির সংস্পর্শে গিয়েছিলেন প্রাক্তন মন্ত্রী এবং নিরাপত্তা প্রোটোকল ভঙ্গ করেছিলেন। এই অভিযোগগুলির ভিত্তিতেই গত ৪ জুন অরূপ বিশ্বাসকে বিধাননগর দক্ষিণ থানায় হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু নির্ধারিত দিনে থানায় উপস্থিত হননি তিনি। পরিবর্তে পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করে জানান, তিনি শারীরিকভাবে অসুস্থ এবং আগামী দু'সপ্তাহের মধ্যে থানায় হাজিরা দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। সেই কারণেই সময় বৃদ্ধির আবেদন করেছিলেন তিনি। তবে তদন্তকারী সংস্থা সেই আবেদন মেনে নিতে রাজি হয়নি। পুলিশের মতে, তদন্তের স্বার্থে দ্রুত জিজ্ঞাসাবাদ প্রয়োজন। ফলে মাত্র দু'দিনের ব্যবধানে আবার নতুন নোটিস পাঠানো হয়। শনিবার জারি হওয়া সেই নোটিসে স্পষ্টভাবে জানানো হয়েছে যে, আগামী ৮ জুন সোমবার সকাল ১১টার মধ্যে তাঁকে বিধাননগর দক্ষিণ থানায় উপস্থিত হয়ে তদন্তে সহযোগিতা করতে হবে। এদিকে এই মামলায় আইনি সুরক্ষার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন প্রাক্তন মন্ত্রী। মেসি-কাণ্ডে সম্ভাব্য গ্রেপ্তারি এড়াতে তিনি প্রথমে বারাসত আদালতে আগাম জামিনের আবেদন করেছিলেন। তবে সেই আবেদন খারিজ হয়ে যায়। এরপর তিনি কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হন। বর্তমানে হাই কোর্টে তাঁর আগাম জামিনের আবেদন বিচারাধীন রয়েছে এবং আগামী ৯ জুন সেই মামলার শুনানি হওয়ার কথা। রাজনৈতিক মহলের মতে, হাই কোর্টের শুনানির মাত্র একদিন আগে পুলিশের এই নতুন তলব অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ আদালতের রায় ঘোষণার আগেই তদন্তকারী সংস্থা তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চাইছে। পরিস্থিতি কোন দিকে মোড় নেয়, তা নিয়ে কৌতূহল বাড়ছে। যদি তিনি সোমবার থানায় হাজিরা দেন, তাহলে দীর্ঘক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হতে পারেন। আবার হাজিরা না দিলে আইনি জটিলতা আরও বাড়তে পারে বলে মনে করছেন আইন বিশেষজ্ঞদের একাংশ। সব মিলিয়ে মেসি ইভেন্টকে ঘিরে শুরু হওয়া বিতর্ক এখন রাজনৈতিক ও আইনি দুই ক্ষেত্রেই গুরুত্বপূর্ণ মোড় নিয়েছে। প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের পরবর্তী পদক্ষেপ এবং পুলিশের অবস্থান; দুইয়ের দিকেই নজর রয়েছে রাজনৈতিক মহল ও সাধারণ মানুষের।

শ্যামপুরে একাধিক পঞ্চায়েতের প্রধানের উপর বিক্ষোভ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, শ্যামপুর, ৭ জুন ঃ নিজস্ব প্রতিবেদক শ্যামপুর রাজ্যের পালা বদলের পর গ্রামীন হাওড়ার বিভিন্ন এলাকায় চলছে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা ও বিভিন্ন পদাধিকারীদের উপর চলছে জন বিক্ষোভ। রবিবার হাওড়া গ্রামীণের শ্যামপুর বিধানসভার অন্তর্গত অইমড়দহ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান এর ওপর স্থানীয় গ্রামবাসীদের জনরোষ আছড়ে পড়ে। স্থানীয় স্থানীয় লোকজনের বক্তব্য তৃণমূলের আমলে ১০০ দিনের কাজের টাকা ,আবাস যোজনা সহ বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের দুর্নীতি ও কাট মানি তোলাবাজি হিসেবে নেওয়ার টাকা পরিশোধ করতে হবে। এই দাবীতে শুরু হয় সীতাপুর দেওয়ানতলা বাজার সংলগ্ন এলাকায় জনগণের বিক্ষোভ।এই বিক্ষোভে বহু মহিলা অংশগ্রহণ করেন,এরপরেই আমড়দহ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মৌসুমী মাইতির উপর শুরু হয় জন বিক্ষোভ এর বহিঃপ্রকাশ। স্থানীয় তৃণমূল নেতাকে মন্ডিত মস্তক করে কোমরে দড়ি দিয়ে ঘোরানো হয়। অপরদিকে একই অভিযোগে শ্যামপুরের খাড়ুবেড়িয়া পঞ্চায়েতের প্রধান শ্যামল সামন্তের বাড়িতে জন বিক্ষোভ শুরু হয়,খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ গিয়ে পঞ্চায়েতের প্রধানকে থানায় নিয়ে যায়।

বীরভূমের বিধায়কদের নিরাপত্তা বাড়ানো হল ৫ ভালো তৃণমূলের

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, বীরভূম, ৭ জুন ঃ বীরভূমের বিধায়কদের ক্ষেত্রে উলটপুরাণ। নিরাপত্তা শিথিল হয়েও ফের নিরাপত্তা বাড়ানো হল ৫ তৃণমূল নেতার। জেলার ১১টি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে মাত্র পাঁচটি আসনই নিজেদের দখলে রাখতে পেরেছে তৃণমূল কংগ্রেস। সরকারের পালাবদল হতেই যখন তৃণমূলের একাধিক নেতা বিধায়কদের একে একে নিরাপত্তা প্রত্যাহার হয়েছে। সেই আবহে বীরভূমের পাঁচ তৃণমূল বিধায়কদের নিরাপত্তা বেড়ে গেল । রাজ্যে পালাবদলের পর থেকেই বদলে যেতে শুরু করেছে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সমীকরণ। একসময়ের ক্ষমতাসীন তৃণমূল কংগ্রেস এখন বিরোধী আসনে। সেখানেও গদি চলমল। অভিষেকের বিরুদ্ধে রব হয়ে ‘হাঁড়ি আলাদা’ করেছে দলের বিধায়কদেরই একাংশ। তার প্রভাব পড়েছে বীরভূম জেলার রাজনীতিতেও। ছাব্বিশের নির্বাচনে রাজ্যের ২৯৪ আসনের মধ্যে ৮০ টিতেই ঘাসফুল ফুটেছে। খোদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে রাজ্যের তাবড়, তাবড় নেতা-মন্ত্রীদের সিংহভাগেরই ধরাশায়ী অবস্থা হয়েছে। তবে ভোটে ভরাডুবির পর তৃণমূলের ফাটলও চওড়া হয়েছে। দল বিরোধী আচরণের জন্য ঋতব্রত-সন্দীপনরা তৃণমূল কংগ্রেস থেকে বাদ পড়তেই বিধায়কদেরই একাংশ নাম লিখিয়েছে ‘ভালো তৃণমূল’ দলে। ৮০ বিধায়কের মধ্যে ৫৮ জন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিরোধী দলনেতা হিসেবে সমর্থনও জানিয়েছেন। পরে আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁকে ওই পদ দেওয়া হয়। ঋতব্রত্ম তকে সমর্থন করা বিধায়কদের মধ্যেই আছে বীরভূমের পাঁচ বিধায়কও। তার পরপরই জেলার ওই পাঁচ বিধায়কের নিরাপত্তা বৃদ্ধি করে রাজ্য সরকার। প্রশাসন সূত্রে খবর, প্রত্যেক বিধায়কের জন্য অতিরিক্ত দু'জন করে সশস্ত্র নিরাপত্তারক্ষী মোতায়েন করা হয়েছে। যাঁদের নিরাপত্তা বৃদ্ধি করা হয়েছে তাঁরা হলেন, বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি তথা হাঁসন বিধায়ক কাজল শেখ, নলহাটি বিধায়ক রাজেন্দ্রপ্রসাদ সিং, মুরারই বিধায়ক মোশারফ হোসেন, প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বোলপুর বিধায়ক চন্দ্রনাথ সিনহা এবং নানুরের বিধায়ক বিধানচন্দ্র মাঝি। তারা অবশ্যই এইটাকে স্বাভাবিক বলেই দাবি করছেন। তবে এই নিয়ে চার বিধায়ক মুখ না খুললেও হাঁসনের বিধায়ক কাজল শেখ বলেন, ‘আমার নিরাপত্তা বাড়িয়েছে প্রশাসন। এটা তো প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত। এক্ষেত্রে আমার কিছু বলার নেই। প্রশাসন বুঝেছে, বাড়িয়েছে’। একইভাবে বীরভূম জেলায় বোলপুর বিধায়ক চন্দ্রনাথ সিনহা, নানুর বিধায়ক বিধান চন্দ্র মাঝি, নলহাটি বিধায়ক রাজেন্দ্র প্রসাদ সিং, মুরারই বিধায়ক মোশারফ হোসেনের নিরাপত্তা বেড়েছে। রাজনৈতিক মহলের মতে ঋতব্রত শিবিরে নাম লেখানোর পরেই কি ভালো তৃণমূল বলে নিরাপত্তা বাড়ানো হল জেলার পাঁচ তৃণমূল বিধায়ককে।

সাধারণ মানুষের কাছে প্রকল্পের সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার কর্মসূচি রাজ্যের

কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে রাজ্য সরকার বিশেষ কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী আজ বিধাননগরের নিউটাউন বিশ্ববাংলা কনভেনশন সেন্টারে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে বলেন ১৫ থেকে ১৭ই জুন রাজ্যের সব ব্লকে সামাজিক জনকল্যাণ শিবিরের আয়োজন করা হবে। এই শিবির থেকে সাধারণ মানুষ রাজ্যে চালু থাকা অন্নপূর্ণা ভান্ডার, জি রাম জি, আয়ুষ্মান ভারত সহ বিভিন্ন প্রকল্প সম্বন্ধে বিস্তারিত জানার পাশাপাশি সেখানে নাম নথিভুক্ত করতে পারবেন। এই শিবির থেকে তাদের সম্পূর্ণ সহযোগিতা করা হবে বলেও মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন।

ম্যারাথন রানে জমল ঝাড়গ্রাম, সাড়া জাগাল ‘মেয়েদের শাড়ি রান’

দুরন্তবার্তা, স্বপ্নীল মজুমদার, ঝাড়গ্রাম, ৭ জুন ঃ ভোরের মনোরম পরিবেশে ক্রীড়াপ্রেমীদের উৎসাহ ও উদ্দীপনায় জমজমাট হয়ে উঠল অরণ্যশহর। ঝাড়গ্রাম জেলা হোটেল ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন এবং খড়গপুর স্পোর্টস ফাউন্ডেশনের যৌথ উদ্যোগে এবং ইন্ডিয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ফাউন্ডেশনের (ইস্ট জোন) সহযোগিতায় রবিবার সফলভাবে অনুষ্ঠিত হল ‘ঝাড়গ্রাম অরণ্য সুন্দরী রান , ২কে২৬’ (সিজন ১)। জঙ্গলমহলের ক্রীড়া সংস্কৃতি ও স্বাস্থ্য সচেতনতাকে ত্বরান্বিত করতে আয়োজিত এই ম্যারাথনে পশ্চিমবঙ্গ ও অন্যান্য প্রান্ত থেকে আসা প্রায় ৫৪০ জন প্রতিযোগী অংশ নেন। এ দিন সকাল ঠিক ৫টা ৪৫ মিনিটে ঝাড়গ্রাম স্টেডিয়াম থেকে এই প্রতিযোগিতার সূচনা হয়। মূল আকর্ষণ ছিল ৮ কিলোমিটারের ‘ম্যারাথন রান সাফারি’, যা স্টেডিয়াম থেকে শুরু হয়ে কলাবনি মোড় পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এর পাশাপাশি সাধারণ ও বিভিন্ন বয়সের দৌড়বিদদের জন্য একটি ৩ কিলোমিটারের রানেরও আয়োজন করা হয়। তবে এ দিনের প্রতিযোগিতায় অন্যতম বিশেষ আকর্ষণ ছিল ‘মেয়েদের শাড়ি রান’। ঐতিহ্যবাহী শাড়ি পরে মহিলাদের এই অভিনব দৌড় উপস্থিত দর্শকদের বিশেষভাবে নজর কাড়ে এবং গোটা অনুষ্ঠান চত্বরে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। প্রতিযোগিতায় নজর কেড়েছেন বিশেষভাবে সক্ষম দৌড়বিদ সৌম্যজিৎ পাল। তাঁর অদম্য ইচ্ছেশক্তি ও ক্রীড়াপ্রেমকে কুর্ণিশ জানিয়ে আয়োজকদের পক্ষ থেকে তাঁকে ‘বিশেষ সম্মাননা’ প্রদান করা হয়। প্রতিযোগিতা শেষে আয়োজকদের পক্ষ থেকে প্রতিটি বিভাগের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীদের হাতে ট্রফি এবং নগদ অর্থ পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। তবে শুধু প্রথম তিন জনই নয়, প্রতিযোগিতার তীব্রতা ও দৌড়বিদদের উৎসাহ বাড়াতে বেশ কিছু ইভেন্টে প্রথম ৫ জন এবং কোনো কোনো বিভাগে প্রথম ১০ জনকেও পুরস্কৃত করা হয়েছে। এ ছাড়া দৌড় সম্পূর্ণ করা প্রতিটি প্রতিযোগীর হাতেই স্মারক মেডেল তুলে দেওয়া হয়। উদ্যোক্তাদের তরফে জানানো হয়েছে, পুলিশ প্রশাসন, স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী, চিকিৎসা সহায়তা দল এবং সহযোগী সংস্থাগুলির তৎপরতায় কোনো রকম অপ্রীতিকর ঘটনা ছাড়াই অত্যন্ত শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে সমগ্র প্রতিযোগিতাটি সম্পন্ন হয়েছে। ঝাড়গ্রামের বুকে এই ধরনের ক্রীড়া উদ্যোগ আগামী দিনে জেলার ক্রীড়া সংস্কৃতির বিকাশ ও পর্যটনে এক ইতিবাচক ভূমিকা নেবে বলে আশাবাদী ওয়াকিবহাল মহল।

বৈদ্যবাটিতে পরিষেবা না দেওয়ায় তৃণমূল কাউন্সিলরের বাড়িতে বিক্ষোভ

দুরন্তবার্তা, প্রীতম সাধুখাঁ, হুগলী, ৭ জুন ঃ রাস্তা নেই নিকাশি নেই, প্রতিবাদে বৈদ্যবাটি ২০ নম্বর ওয়ার্ডের তৃনমূল কাউন্সিলর হরিপদ পালের বাড়ি ঘেরাও। এক মাসের মধ্যে সমস্যার সমাধান না হলে পদত্যাগের আশ্বাস কাউন্সিলর এর। বৈদ্যবাটি কুড়ি নম্বর ওয়ার্ডে গোলাপবাগ নিচু মাঠ এলাকা দীর্ঘদিন ধরে নিকাশির বেহাল অবস্থা সাধারণ বাসিন্দাদের ঘরে জল। অভিযোগ বারবার কাউন্সিলরকে বলেও কোন লাভ হয়নি তাই অবশ্যই সে বিজেপি কর্মীদের নিয়ে কাউন্সিলরের বাড়ি ঘেরাও করে বিক্ষোভ স্থানীয়দের। কাউন্সিলর কে দেখে চোর স্লোগান বিজেপি কর্মীদের। দীর্ঘদিন ধরে জমে থাকা ক্ষোভ উগড়ে দেয় স্থানীয়রা। বারবার জানানো সত্বেও কোন লাভ হয়নি, স্থানীয় কাউন্সিলর সাধারণ বাসিন্দাদের কথা না ভেবে নিজের পকেট ভর্তি ব্যস্ত ছিল অভিযোগ বিজেপি কর্মীদের। দীর্ঘক্ষণ কাউন্সিলর এর বাড়ি ঘেরাও করে চলে স্লোগান অবশেষে এক মাসের মধ্যে সমস্যার সমাধান না হলে কাউন্সির পথ থেকে পদত্যাগ করবেন বলে জানান তিনি। যদিও পরে বিক্ষোভের রেশ বাড়তে দরজা আটকে ঘরের ভেতর চলে যান কাউন্সিলর। ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে জল না নামলে আন্দোলনের কড়া হুঁশিয়ারি দেন বাসিন্দারা। কাউন্সিলর এর দাবি বিজেপি সাধারণ বাসিন্দাদের এইসব করাচ্ছে। এলাকার মানুষ জানে বৈদ্যবাটির ওয়ার্ড এবশ্ব মধ্যে সবথেকে বেশি কাজ আমি করেছি। ক্ষমতায় আসার পর এক মাস হয়ে গেল কোনো রকম কোনো ফান্ড চালু করেনি তাই কেউ কাজ করতে পারছে না। বৈদ্যবাটি পৌরসভায় অনেক কর্মীর বেতন হয়নি এখনো। কুড়ি নম্বর ওয়ার্ডের ভৌগোলিক আকার একটা কড়াই এর মত সারা এলাকার জল কুড়ি নম্বর ওয়ার্ডের উপর দিয়ে যায়। বৃষ্টি হয়েছে তাই জল দাঁড়িয়েছে সেই জল নামতে না সময় দিয়ে এরা বাড়ির সামনে এসে এরা হুজুতী দেখাচ্ছে।

লক্ষাধিক আবর্জনার বালতি মজুতের অভিযোগ, তৃণমূল কাউন্সিলরকে ঘিরে নতুন বিতর্ক

দুরন্তবার্তা, প্রীতম সাধুখাঁ, হুগলী, ৭ জুন ঃ কলকাতা শ্রীরামপুরে সরকারি বালতি ঘিরে বিতর্কের রেশ কাটতে না কাটতেই এবার কলকাতায় সামনে এল আরও বড় অভিযোগ। কলকাতা পুরসভার সাধারণ মানুষের জন্য বরাদ্দ আবর্জনা ফেলার বালতি বছরের পর বছর ধরে একটি ব্যক্তিগত কারখানার চত্বরে মজুত করে রাখার অভিযোগ উঠেছে বেহালার ১১৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর কৃষ্ণা সিংহের বিরুদ্ধে। এই অভিযোগ প্রকাশ্যে আসতেই রাজনৈতিক মহল থেকে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে কাউন্সিলর দাবি করেছেন, ওই বালতিগুলির সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত বা প্রশাসনিক কোনও সম্পর্ক নেই। রবিবার বেহালার একটি শিল্পাঞ্চল সংলগ্ন এলাকায় এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসে। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, একটি কারখানার খোলা জায়গায় দীর্ঘ চার বছর ধরে বিপুল পরিমাণ আবর্জনা ফেলার প্লাস্টিকের বালতি জমা করে রাখা হয়েছে। অভিযোগ, এই বালতিগুলি মূলত কলকাতা পুরসভার পক্ষ থেকে এলাকার সাধারণ মানুষের মধ্যে বণ্টনের জন্য পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু সেগুলি নির্ধারিত উপভোক্তাদের হাতে পৌঁছয়নি। বরং বছরের পর বছর ধরে সেগুলি একটি নির্দিষ্ট জায়গায় মজুত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। স্থানীয় সূত্রের দাবি, কারখানার ভিতরে এখনও প্রায় দেড় থেকে দু'লক্ষ বালতি রাখা রয়েছে। যদিও সঠিক সংখ্যা নিয়ে প্রশাসনিকভাবে কোনও নিশ্চিত তথ্য সামনে আসেনি। তবে ঘটনাস্থলে থাকা বিপুল সংখ্যক বালতির ছবি ও ভিডিও ছড়িয়ে পড়তেই বিষয়টি নিয়ে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। বিশেষভাবে নজর কেড়েছে বালতিগুলির গায়ে লাগানো স্টিকার। সেখানে পূর্বতন রাজ্য সরকারের প্রকল্প ‘আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান’-এর নাম স্পষ্টভাবে লেখা রয়েছে। ফলে এই বালতিগুলি সরকারি প্রকল্পের অংশ বলেই মনে করছেন স্থানীয়রা। কলকাতা পুরসভা কয়েক বছর আগে বর্জ্য ব্যবস্থাপনাকে আরও উন্নত করার লক্ষ্যে দুই ধরনের বালতি বণ্টনের উদ্যোগ নিয়েছিল। নীল রঙের বালতি শুকনো বা কঠিন বর্জ্যের জন্য এবং সবুজ রঙের বালতি ভেজা বর্জ্যের জন্য ব্যবহার করার কথা ছিল। পরিবেশবান্ধব বর্জ্য ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতেই এই প্রকল্প শুরু করা হয়েছিল। সেই প্রকল্পের লক্ষাধিক বালতি দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহার না হয়ে একটি কারখানায় পড়ে থাকার অভিযোগ স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন তুলেছে প্রশাসনিক ভূমিকা নিয়ে। কারখানার মালিকও এ বিষয়ে মুখ খুলেছেন। তাঁর দাবি, প্রায় চার বছর আগে স্থানীয় কাউন্সিলরের অনুগামীরা ওই বালতিগুলি কারখানার খোলা জায়গায় এনে রাখেন। প্রথমদিকে তিনি বিষয়টি নিয়ে আপত্তি না করলেও পরে বারবার বালতিগুলি সরিয়ে নেওয়ার অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু তাতে কোনও ফল হয়নি। তাঁর আরও দাবি, সময়ের সঙ্গে কিছু বালতি সেখান থেকে সরানো হলেও এখনও বিপুল পরিমাণ বালতি কারখানার ভিতরে রয়ে গিয়েছে। জায়গার অভাব এবং অন্যান্য সমস্যার কারণে তিনি বহুবার বিষয়টি সংশ্লিষ্ট মহলের নজরে আনতে চেয়েছেন বলে জানিয়েছেন। এই ঘটনায় নতুন মাত্রা যোগ করেছে এলাকার রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট। বেহালার ওই অঞ্চলে দীর্ঘদিন ধরেই সিংহ পরিবারের রাজনৈতিক প্রভাব রয়েছে। কৃষ্ণা সিংহ ১১৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর। তাঁর ভাই অমিত সিংহ ১১৭ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর এবং তাঁদের বাবা তারক সিংহ ১১৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ছিলেন। পাশাপাশি তিনি কলকাতা পুরসভার মেয়র পারিষদ (নিকাশি) পদেও দায়িত্ব পালন করেছেন। সম্প্রতি তিনি সেই পদ থেকে ইস্তফা দেন এবং দল ও তৎকালীন মেয়র ফিরহাদ হাকিমের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। যদিও তাঁর পদত্যাগপত্র এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত হয়নি বলে জানা গিয়েছে। এই আবহে কৃষ্ণা সিংহের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ রাজনৈতিকভাবে আরও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। তবে কাউন্সিলর নিজে অভিযোগ সম্পূর্ণ খারিজ করেছেন। তাঁর বক্তব্য, যে বালতিগুলি কারখানায় রাখা রয়েছে, সেগুলি শুধুমাত্র তাঁর ওয়ার্ডের নয়, বরং বরো ১৩-র সাতটি ওয়ার্ডের জন্য বরাদ্দ ছিল। তিনি দাবি করেন, পুরসভার এক দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক সেগুলি সেখানে রেখে গিয়েছিলেন। বিষয়টি নিয়ে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকের সঙ্গে বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে এবং সেখানে বালতিগুলি দ্রুত সরিয়ে নেওয়ার অনুরোধ জানানো হবে। উল্লেখযোগ্যভাবে, এই ঘটনার ঠিক আগের দিনই শ্রীরামপুরে সরকারি বালতি ঘিরে বিতর্ক সামনে আসে। সেখানে পঞ্চায়েতের জন্য বরাদ্দ একাধিক প্লাস্টিকের বালতি উদ্ধার হয়, ঘটনায় দুই তৃণমূল নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরপর দু'দিনে সরকারি বালতি নিয়ে বিতর্ক প্রকাশ্যে আসায় প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও সরকারি সম্পদের ব্যবহার নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩১ বর্ষ, দৈনিক ১৮৭ সংখ্যা, সোমবার , ২৪ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩৩

ফুটবল প্রেমিক ভুতোদা

অনেকেই অনুযোগ করেন গোটা ভারত জুড়ে একসময় বাঙালির ফুটবলে দাপট থাকলেও আজ সেই গৌরবময় ইতিহাস প্রায় অস্তমিত। অনেকেই নানা কারণ বলেন। হ্যাঁ অনেক কারণের মধ্যে বাংলার ফুটবল প্রশাসনে টুটু বসু, ধীরেন দে, জ্যোতিষ গুহ যেমন নেই ঠিক তেমন নেই ভুতোদার মত মানুষ। কে ভুতোদা! ময়দানে যাদের নিয়মিত যাতায়াত ছিল তারা নিশ্চিত ভুতোদাকে চিনতেন। পাদপ্রদীপের আলোয় হয়ত সেভাবে ভুতোদারা কখনও সেভাবে আসেননি, অনেকেই হয়ত তাঁর নাম আজ প্রথম জানলেন। কিন্তু ভুতোদা ও ভুতোদার মত আন্তরিক কর্মকর্তারা কলকাতা ফুটবলকে সমৃদ্ধ করেছেন। ১৯৭১ সালে 'খিদিরপুর ক্লাব' বোম্বে মেলে রোভার্স কাপ খেলতে মুম্বই যাচ্ছে। ট্রেনের ১৫ টা বার্থে কিভাবে ২২ জন যাবেন! সিনিয়ররা চিন্তা করছেন। তখন খিদিরপুরের হয়ে ফুটবল খেলেন উদীয়মান ফুটবলার পরবর্তী সময়ে ভারত বিখ্যাত ফুটবলার সুরজিৎ সেনগুপ্ত। দলের সঙ্গে যাচ্ছেন ক্লাবের বিশিষ্ট কর্মকর্তা ভূতনাথ বিশ্বাস । যিনি ফুটবল,ফুটবলারদের ও ক্লাবকে পাগলের মত ভালবাসতেন। সেই ভুতোদা হাওড়া স্টেশন থেকে ট্রেন ছাড়ার পরে দুটো সিটের মাঝখানে নিজের বিছানা পেতে চেঁচিয়ে বললেন, জুনিয়র ছেলেদের বার্তাগুলো ছেড়ে দিয়ে ধেড়েগুলো সব মাটিতে বিছানা পেতে ফ্যাল। কি সুন্দর সমাধান,কি অনায়াস আত্মত্যাগ। কলকাতা ফুটবলে এমন আন্তরিক প্রশাসক আর কতজন ছিলেন হয়ত হাতে গুনে বলা যাবে! সুরজিৎ সেনগুপ্ত নিজে বলেছেন ভুতোদার মত আন্তরিক প্রশাসক কলকাতা ফুটবলে আর তাঁর চোখে পড়েনি। 'খিদিরপুর' ক্লাবে সুরজিৎকে খেলানোর জন্য প্রথম কথা বলেছিলেন ভূতনাথ বিশ্বাস। তাঁর কাছে সুরজিৎকে নিয়ে গিয়েছিলেন প্রাক্তন ফুটবলার নীল ঘোষ। ভুতোদা সরাসরি জানতে চাইলেন, আমার ক্লাবে খেলবি? কোকো বলেছে তোকে নিতে। সুরজিৎ বলেছিলেন, তিনি খেলবেন। এরপর ভুতোদা বললেন শোন নীলে তোদের ক্লাব থেকে সুরজিতের নামটা জুনিয়র বেঙ্গল ট্রায়ালের জন্য পাঠিয়ে দিস। সত্যি বলতে সেদিন চার-পাঁচটি বাক্যে ভুতোদা তরুণ সুরজিৎ সেনগুপ্তের হৃদয় জিতে নিয়েছিলেন। যেদিন জুনিয়র বেঙ্গল টিম নির্বাচন সেদিন ভুতোদা সুরজিৎকে বললেন সন্ধ্যের পরে তুই একটা ফোন করিস জানিয়ে দেব দলে সুযোগ পেয়েছিস কিনা। নীলে ঘোষ অবশ্য আগে বলে রেখেছিলেন ভুতোদার আই এফ এ'তে বেশ ভাল প্রভাব আছে। সন্ধ্যাবেলায় সুখবর এল জুনিয়র বেঙ্গল দলে সুরজিৎ সেনগুপ্ত সুযোগ পেয়েছেন। অবশ্য কিছুটা কৌতূহলবশত ভুতোদার কাছে যখন সুরজিৎ জানতে চেয়েছিলেন তাঁকে দলে ঢোকাতে ভুতোদাকে কী আই এফ এ'তে প্রভাব খাটাতে হয়েছে! কড়া শাসনের সুরে ভুতোদা জানিয়ে দিলেন দলে সুযোগ পেতে হলে প্রতিভাবান যেমন হতে হয় তেমন পারফরমেন্স করতে হয়। কারও প্রভাবে দলে সুযোগ হয়েছে মনে রাখলে জীবনে বড় ফুটবলার হওয়ার সুযোগ ত্যাগ করতে হবে। একজন উদীয়মান ফুটবলারদের জীবনে এমন শিক্ষা কতজন প্রশাসক দিতে পারেন। ভুতোদা সম্পর্কে যারা ওয়াকিবহাল তারা জানেন তিনি আইএফএ ও এআইএফ এ'র সাথে সুসম্পর্ক রাখার চেষ্টা করতেন। এ আই এফ এ'র তৎকালীন সভাপতি জিয়াউদ্দিন সাহেবের ভালবাসা আদায় করেছিলেন। সেইজন্য খিদিরপুর ক্লাব বাংলার বাইরে অনেক বড় টুর্নামেন্টে খেলার সুযোগ পেত। জিয়াউদ্দিন কলকাতায় এলে তাঁর তদারকিতে থাকতেন।

বিপ্লবী লাবণ্যপ্রভা

অগ্নিযুগের ইতিহাসে বহু নারীর আত্মত্যাগ, সাহস ও সংগ্রামের কথা আজও অনুপ্রেরণা জাগায়। সেইসব সাহসিনী নারীদের অন্যতম ছিলেন অগ্নিকন্যা লাবণ্যপ্রভা দত্ত। দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য যিনি নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন নীরবে, অথচ দৃঢ় প্রত্যয়ে। লাবণ্যপ্রভা দত্ত জন্মগ্রহণ করেন ১৮৮৮ সালে। তাঁর জন্ম হয় বহরমপুরে মাতুলালয়ে। পিতা ছিলেন হেমচন্দ্র রায় এবং মাতা কুসুমকুমারী দেবী। যদিও তাঁর পিতৃভূমি ছিল মুর্শিদাবাদের বহরমপুরেই। পরবর্তীকালে তাঁর বিবাহ হয় যতীন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গে। জমিদার পরিবারের সন্তান হয়েও ছোটবেলা থেকেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী মনোভাব গড়ে উঠেছিল তাঁর মধ্যে। বিশেষভাবে তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন তাঁর বড় ভাই সুরেন্দ্রনাথ রায়ের আদর্শে। দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি, ব্রিটিশ শাসকদের অত্যাচার এবং মানুষের দুর্দশা তাঁর মনে গভীর আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। ১৯০৬ সালের স্বদেশী আন্দোলনের সময় থেকেই তিনি সক্রিয়ভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত হন। বিপ্লবী ও স্বদেশী কর্মীদের তিনি গোপনে আর্থিক সাহায্য করতেন। শুধু তাই নয়, নিজের স্বামীকেও স্বদেশী আদর্শে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। দেশের প্রতি তাঁর ভালোবাসা ও আত্মত্যাগ ধীরে ধীরে তাঁকে নারী সমাজের এক অনন্য প্রেরণায় পরিণত করে। ১৯৩০ সালে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন 'আনন্দমঠ' নামে একটি প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সমাজসেবা ও দেশসেবার নানা কর্মকাণ্ড পরিচালিত হতে থাকে। নারীদের সংগঠিত করার ক্ষেত্রেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৩৩ সালে তাঁর উদ্যোগে গঠিত হয় 'নারী সত্যাগ্রহ সমিতি'। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে এই সংগঠন বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল। রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন অত্যন্ত সক্রিয়। দক্ষিণ কলকাতা কংগ্রেসের সেক্রেটারি এবং চব্বিশ পরগনা কংগ্রেসের ভাইস-প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন তিনি। আইন অমান্য আন্দোলনের সময় ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে অংশ নিয়ে গ্রেপ্তারও হন। তাঁকে তিন মাস কারাবাস ভোগ করতে হয়েছিল। কিন্তু কারাবাস কিংবা অত্যাচার তাঁর মনোবল ভাঙতে পারেনি। আজীবন দেশসেবা ও সমাজকল্যাণের কাজে নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন তিনি।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

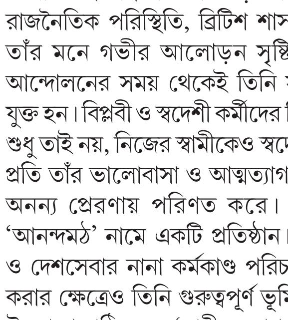

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূল বলেন, ঈশ্বর সবাইকে শক্তি দেন। মানুষের উচিত হচ্ছে সেই শক্তিকে মানব সেবার কাজে লাগানো। মানব সেবার উন্নতির জন্য মানব শক্তির প্রয়োজন। মা সেই মানবশক্তির উৎসকারিনী। তিনি শক্তি দেন মনে, হৃদয়ে। সত্যের প্রকাশ করতে হবে। সত্যকে নিয়ে কাজ করতে হবে। মাতৃ শক্তি এবং মাতৃভক্তিকে সবার মনে জাগরিত করতে হবে। উন্নয়নের কাজ করতে হবে। ভক্তিভরে কাজ করতে হবে। তবেই সিদ্ধ সাধনা লাভ করা সম্ভব। জ্ঞানের বিকাশ করতে হবে। মনকে পরিশুদ্ধ করতে হবে। জ্ঞানের প্রসারতা বৃদ্ধি করতে হবে।

ভগিনী নিবেদিতা

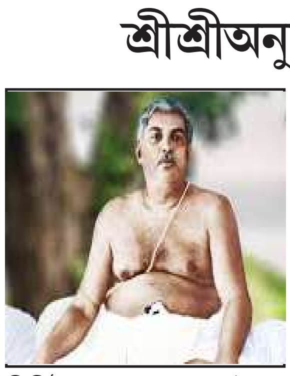

ভগিনী নিবেদিতা বলতেন,, দান এবং ধ্যান করলে সম্পদ কোনও সময় কমে না। তা বৃদ্ধি পেতে থাকে। শিক্ষা দান করলে তা বৃদ্ধি পায়। শিক্ষা দান করলে শিক্ষার উন্নতি লাভ করে। শিক্ষার বিকাশ হয়। জীবনে উন্নতি করা যদি ইচ্ছা হয় তাহলে দান করে যেতে হবে। সেটা শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। অর্থ এবং শিক্ষাকে দান করত হবে। কিছু দান না করলে কোনও কিছু কমে না। আর যিনি ধ্যান করেন তিনি পরম দেবতার সাক্ষাৎ পান। পরম দেবতা শরীরে অবস্থান করেন। তিনি মহান। তাকে কেন্দ্র করে সারা জগত জাগরিত হতে থাকে। মা ভবতারিণীর পুজো করতে হবে। তাঁর আশির্বাদ গ্রহণ করতে হবে। তাকে মনে প্রাণে ডাকতে হবে। তিনি সবার ডাকে সাড়া দিয়ে থাকেন। মা ভবতারিণী হচ্ছেন সেই মধ্যাকর্ষণ। তাঁকে ঘিরে সবাই চলাফেরা করে। কাজ করতে হবে। মহৎ কাজ করতে হবে। নিজের মনকে শুদ্ধ করতে হবে। মানবধর্মের জয় করতে হবে। তার বিকাশ করতে হবে। জগত মাতাই হচ্ছেন শক্তিদাত্রী। তিনি শক্তি দান করে থাকেন। প্রকৃত শিক্ষাই হল মানসিক এবং শারীরিক শক্তি।

কংগ্রেসীদের ভুলেই মুসলিম লিগের শক্তিবৃদ্ধি

রবীন্দ্রকুমার শীল

পূর্ব প্রকাশের পর

(কংগ্রেসের রাজনীতির ভুলে ভারতের জাতীয় সংগ্রামে মুসলিগ লিগ প্রাধান্য লাভ করতে শুরু করেছিল। কংগ্রেস যেভাবে সংকীর্ণ রাজনীতি করতে শুরু করেছিল তাতে দেখতে পাওয়া গেল যে কংগ্রেস তখন মাত্র কয়েকটি মুষ্টিমেয় নেতারা দ্বারা পরিচালিত হচ্ছিল। উদারপন্থী নিরপেক্ষ কংগ্রেস নেতাদের কোনও স্থান নেই। কংগ্রেসী আন্দোলন জনগণের

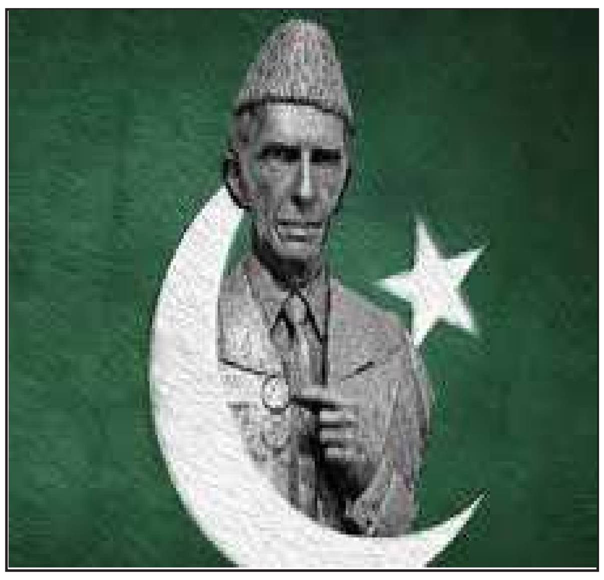

মতামতের ওপরে ভিত্তি করে পরিচালিত না হওয়ার ফলে সেখানে জনতার মতামত অগ্রাহ্য হতে থাকে। কংগ্রেসের ভুল নীতির ফলে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে মুসলিম লিগ প্রাধান্য লাভ করে। মুসলিম লিগের নেতারা কোনও সময়ে ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে অবতীর্ণ হননি। তারা শুধুমাত্র মুসলিম স্বার্থকে বজায় রাখা এবং মুসলিম নিরাপত্তার জন্য একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র নির্মাণ করার দিকে মনোসংযোগ করতে শুরু করে। গান্ধিজি বহুবার জিন্নার সঙ্গে কথা বলেছিলেন যে দ্বিজাতি তত্ত্ব থেকে বের হয়ে এসে অখণ্ড স্বাধীন ভারত আন্দোলন গড়ে তোলার। কিন্তু কংগ্রেসের অন্য সব নেতারা গ্যান্ধিজিকে প্রভাবিত করে এ ব্যাপারে নিরস্ত করার চেষ্টা করে। ফলে গান্ধিজি বহু চেষ্টা করে ভারত ভাগকে রুখতে পারেননি। তিনি তখন প্রভাবশালী কংগ্রেস নেতাদের কাছে বন্দি হয়ে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে তিনি নিজেকে বের করতে পারছিলেন না। ফলে ভারত ভাগ করে পাকিস্তান দেশ স্বাধীন হলো। প্রথমে জিন্না এবং ইকবাল ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টি নিয়ে রাজনীতিতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। কিন্তু পরে পরিস্থিতির চাপে পড়ে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির শিকার হয়ে গেলেন। কংগ্রেস যদি সেই সময়ে হিন্দু এবং মুসলিম সমান সংখ্যক প্রতিনিধিত্ব মেনে নিয়ে কংগ্রেসী নীতি নির্দ্ধারণ করে জাতীয় আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে ব্রিটিশ সরকারের ওপরে চাপ দিয়ে দেশের স্বাধীনতার কথা যদি পাড়তেন তাহলে কিন্তু দেশ ভাগ করে ভারত স্বাধীনতা লাভ করতো না। ১৯০৫ সালে আমরা দেখতে পাই যে হিন্দু মুসলমান এক হয়ে বাংলা ভাগের বিরোধিতা করছে। তখন ব্রিটিশ সরকার মুসলিমদের পক্ষে সাফাই গাইলেও বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন থেকে মুসলিমদের বিচ্ছিন্ন করতে পারেনি। হিন্দু মুসলিম ঐক্যবদ্ধভাবে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী সংগ্রাম করে বাংলাকে আবার জোড়া লাগাতে সক্ষম হয়। সেই সময় থেকেই ব্রিটিশ কূটনীতিবিদেরা অনুমান করতে পেরেছিল যে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে যদি ভারতীয় মুসলিমদের শুধুমাত্র পুতুল করে রেখে দেওয়া যেতে পারে তাহলে কংগ্রেসী আন্দোলন এবং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম বেশ খানিকটা ভোঁতা হয়ে পড়বে। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হওয়ায় ব্রিটিশ শক্তি মেরুদণ্ড ভেঙে পড়তে বাধ্য হয়ে ভারতকে স্বাধীনতা দিলে বাধ্য হল । আর তার পুরো সুযোগটা গ্রহণ করে নিল মুসলিম লিগের নেতারা। তারা কংগ্রেসের ছাতার তলায় থাকার সিদ্ধান্তকে অস্বীকার করে একটি স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্র দাবি করলো। তার ফলে ব্রিটিশ কূটনীতিবিদরা পাকিস্তানকে স্বীকৃতি দিয়ে খণ্ডিত ভারতকে স্বাধীনতা দিল। কংগ্রেসের নেতারা এই খণ্ডিত স্বাধীনতা পেয়ে আহ্লাদে আটখানা হয়ে ১৯৪৭ সালে দিল্লির লালকেল্লায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করলেন। তেত্রিশ কোটি ভারতীয়দের স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। ড. শ্যামা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় তখন একাই এর বিরোধিতা করতে চেষ্টা কবেন। নিজের জীবন বিসর্জন দিয়ে দিলেন খণ্ডিত ভারতের স্বাধীনতা বিরোধিতা করতে গিয়েছিলেন। খণ্ডিত ভারতের দুর্ভোগ বর্তমান প্রজন্মকে ভুগতে হচ্ছে। আগামি দিনে আরও বেশি করে ভুগতে হবে)

সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ বা এআইএমএল ছিল ব্রিটিশ ভারতের একটি রাজনৈতিক দল, যা ১৯০৬ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত মুসলিম স্বার্থের পক্ষে কাজ করত। দলটি আলিগড় আন্দোলন এবং বৃহত্তর ইসলামী আধুনিকতাবাদী ও সাম্প্রদায়িক ঐতিহ্য থেকে উদ্ভূত হয়েছিল, যা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অধিকতর ধর্মনিরপেক্ষ নীতির বিরুদ্ধে মুসলমানদের স্বতন্ত্র সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিচয় রক্ষা করতে চেয়েছিল । ১৯০৬ সালের অক্টোবরে সফল সিমলা প্রতিনিধিদলের পর, ডিসেম্বরে ঢাকায় (আধুনিক ঢাকা) অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় মুহাম্মদান শিক্ষা সম্মেলনের ২০ তম অধিবেশনে সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয় । এটি ভারতীয় পণ্ডিত সৈয়দ আহমদ খানের দ্বি-জাতি তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে পাকিস্তান সৃষ্টির আন্দোলন তৈরি ও নেতৃত্ব দিয়েছিল।

ব্রিটিশ ভারতে মুসলমানদের রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের প্রয়োজনে, বিশেষ করে ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন বিরোধিতার সময়, দলটির উদ্ভব ঘটে। ১৯০৬ সালে ঢাকার আহসান মঞ্জিল প্রাসাদে অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় মুহাম্মদান শিক্ষা সম্মেলনের বার্ষিক সভায়, ঢাকার নবাব খাজা সলিমুল্লাহ ব্রিটিশ ভারতে মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার জন্য একটি রাজনৈতিক দল গঠনের প্রস্তাব পেশ করেন। তিনি রাজনৈতিক দলটির নাম 'সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ' রাখার প্রস্তাব দেন। সম্মেলনে প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়, যার ফলে ঢাকায় সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ আনুষ্ঠানিকভাবে গঠিত হয়। গুড ৬ এটি ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত একটি অভিজাত সংগঠন ছিল, যখন মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর নেতৃত্বে দলটি মুসলিম জনসাধারণকে সংগঠিত করতে শুরু করে, যা লীগকে একটি জনপ্রিয় সংগঠনে পরিণত করে। ১৯৪০-এর দশকে মুসলিম লীগ একটি নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করেছিল, ধর্মীয় ভিত্তিতে ভারত বিভাজন এবং ১৯৪৭ সালে মুসলিম রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তান সৃষ্টির পিছনে চালিকা শক্তি হয়ে ওঠে। ভারত বিভাজন এবং পাকিস্তান সৃষ্টির পর, সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ আনুষ্ঠানিকভাবে বিলুপ্ত করা হয়। দলটির উত্তরসূরি হিসেবে পাকিস্তানে মুসলিম লীগ এবং ভারতে ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন মুসলিম লীগ গঠিত হয় । পাকিস্তানে মুসলিম লীগ ১৯৫৮ সালে নিষিদ্ধ ঘোষিত হলেও ১৯৬২ সালে পাকিস্তান মুসলিম লীগ নামে পুনরুজ্জীবিত হয় এবং তারপর থেকে এটি বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। ভারতে, ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন মুসলিম লীগ কেরালা রাজ্যে সক্রিয় রয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানে, যা এখন বাংলাদেশ, এর উত্তরসূরি হিসেবে অল পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হয়, যা এখন আওয়ামী লীগ।

১৯০৬ সালে ঢাকা নবাব পরিবারের আহসান মঞ্জিল প্রাসাদে অনুষ্ঠিত এআইএমই সম্মেলন মুসলিম লীগের ভিত্তি স্থাপন করেছিল। কংগ্রেসের অগ্রগামীদের অধিবেশনে মুসলমানদের আকৃষ্ট করার আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলে, কয়েকজন পণ্ডিত (যেমন সৈয়দ আহমদ খান এবং সৈয়দ আমীর আলী, যারা ইসলামী শিক্ষা এবং বৈজ্ঞানিক উন্নয়নের উপর বেশি মনোযোগ দিয়েছিলেন) ব্যতীত, অধিকাংশ ইসলামী নেতৃত্ব এই ধারণাটি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন যে ভারতে দুটি স্বতন্ত্র সম্প্রদায় রয়েছে যাদের কংগ্রেস অধিবেশনে আলাদাভাবে প্রতিনিধিত্ব করতে হবে। সৈয়দ আহমদ খান, ১৮৮৮ সালে মিরাটে বলেছিলেন, এই দীর্ঘ ভূমিকার পর, আমি ব্যাখ্যা করতে চাই যে আমার জাতি; না, বরং এই দেশের সমগ্র জনগণের; রাজনৈতিক বিষয়ে কোন পদ্ধতি অনুসরণ করা উচিত। আমি ভারতের রাজনৈতিক প্রশ্নগুলি ক্রমানুসারে আলোচনা করব, যাতে আপনারা সেগুলিতে মনোযোগ দেওয়ার পূর্ণ সুযোগ পান। সর্বপ্রথম প্রশ্নটি হলো ; ভারতের প্রশাসন এবং সাম্রাজ্য কার হাতে থাকবে? এখন, ধরুন যে সমস্ত ইংরেজ এবং সমগ্র ইংরেজ সেনাবাহিনী তাদের সমস্ত কামান, চমৎকার অস্ত্রশস্ত্র এবং সবকিছু নিয়ে ভারত ত্যাগ করল, তাহলে ভারতের শাসক কারা হবে? এটা কি সম্ভব যে এই পরিস্থিতিতে দুটি জাতি; মুসলমান এবং হিন্দু; একই সিংহাসনে বসে ক্ষমতায় সমান থাকতে পারবে? অবশ্যই না। এটা আবশ্যক যে তাদের মধ্যে একজন অন্যজনকে জয় করে ক্ষমতাচ্যুত করবে। উভয়ই সমান থাকতে পারবে এমন আশা করা অসম্ভব এবং অচিন্তনীয় কিছুর আকাঙ্ক্ষা করার সমান।১৮৮৬ সালে, স্যার সৈয়দ সর্বভারতীয় মুহাম্মাদান শিক্ষা সম্মেলন প্রতিষ্ঠা করেন , কিন্তু একটি স্ব-আরোপিত নিষেধাজ্ঞা এটিকে রাজনীতি আলোচনা থেকে বিরত রাখে। এর মূল লক্ষ্য ছিল ভারতের মুসলমানদের মধ্যে (ক্রমশ)

নবদ্বীপের পাঁচালি ঃ চৈতন্য ভক্তরাও রাসে অংশ গ্রহণ করে

নারায়ণ গোস্বামী

চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজোর খ্যাতি যেমন বাংলা ছাড়িয়ে পড়েছিল ঠিক সেই রকম সারা ভারতে প্রসিদ্ধ লাভ করেছিল নবদ্বীপের রাসের মেলা। সারা বিশ্বের সমাদর লাভ করতে শুরু করেছে এখন। নবদ্বীপের সন্তান গবেষক শিক্ষক শান্তিরঞ্জন দেব তাঁর রচিত 'নবদ্বীপের শাক্ত রাস' গ্রন্থে সবিস্তারে সেই কথাই বিস্তারিতভাবে আলোচনা করে গিয়েছেন। **ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ নবদ্বীপের শাক্ত রাসের উদ্ভব**- ১৭২৮ সালে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র সিংহাসনে বসলেন। তাঁর মাথার ওপরে ছিল পিতৃ ঋণের বোঝা। বিশ লক্ষ টাকা ঋণ মাথায় নিয়ে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র সিংহাসনে বসেন। সেই ঋণ পরশোধ করা নিয়ে মহারাজকে গ্রেফতার করে কারাগারে আটকে রেখে দিয়েছিলেন মুর্শিদাবাদের নবাব। মুর্শিদাবাদের নবাব আলিবর্দি খানকে সেই ঋণ পরিশোধ করে দিয়েছিলেন তিনি

তাঁর দেওয়ান রঘুনন্দনের সাহায্য নিয়ে। ১৭৪৫ সালে কারারুদ্ধ এবং বর্গী আক্রমণে মরাহাজ ব্যতিব্যস্ত হতে শুরু করলেন। ১৭৫১ সাল থেকে তিনি এই সব ঝামেলার হাত থেকে রেহাই পেলেন। মুর্শিদাবাদের নবাবের জোর জুলুমের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার পথ খুঁজতে শুরু করে ছিলেন কৃষ্ণচন্দ্র। তিনি ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশির যুদ্ধে ইংরেজদের পক্ষে নিয়েছিলেন নবাবকে পরাস্ত করতে। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজত্বকালের মধ্যে ১৭৫২ থেকে ১৭৫৬ সাল পর্যন্ত বছরগুলিকে 'সুবর্ণযুগ' বলা হয়। এই সময়ে মহারাজ জগদ্ধাত্রী পুজোর আয়োজন করেছিলেন। বিশিষ্ট পুরাতাত্ত্বিক মোহিত রায় বলেছেন যে ১৭৬৪ সালে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র 'বারদোল' প্রবর্তন করেন। ডক্টর অলোক কুমার চক্রবর্তী এই যুক্তিকে খণ্ডন করে তিনি বলেন যে ১৭৫২ থেকে ১৭৫৬ সালের মধ্যে ওই মেলার প্রবর্তন করেছিলেন মহারাজা। মহারাজ অবগত ছিলেন যে কার্তিকী পূর্ণিমাতে নবদ্বীপের শাক্ত পণ্ডিতেরা নিজ নিজ গৃহে শক্তি পুজোর আয়োজন করতেন। মহারাজ ভাবলেন এই পুজোকে যদি নবদ্বীপের চারদিকে ছড়িয়ে দেওয়া যায় তাহলে পরিপূর্ণ উৎসব হিসাবে খ্যাতি লাভ করবে এবং সবাই এই উৎসবে অংশ গ্রহণ করতে পারবে। তারপর থেকে মহারাজ শক্তিশাধনার পৃষ্টপোষকতা করতে শুরু করেন। 'ঘটে' এবং 'যন্ত্রে' পুজোর সঙ্গে মৃন্ময়ী মূর্তি গড়ে তাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে শক্তি পুজোর শুরু হল। নবদ্বীপের রাসের প্রথম মৃন্ময়ী দেবী প্রতিষ্ঠা হল সেটা হল দেয়ারাপাড়ার 'এলানে কালী'। এই পুজোয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র এবং পণ্ডিতপ্রবর শঙ্করনাথ তর্কবাগীশ মহাশয়। দেয়ারাপাড়ার 'এলানে কালী' পুজিত হওয়ার পরে আমপুলিয়ার পাড়ার শবশিবা, ব্যাদড়াপাড়ার শবশিবা ও দণ্ডপাণিতলার মুক্তকেশী'র দেবীর পুজা শুরু হয়। যাঁরা নিজ নিজ ইষ্টদেবতার মূর্তি নির্মাণ করতেন তাদেরকে মহারাজা এক টাকা (ষোল আনা) অনুদান দিতেন। নবদ্বীরে শাক্ত রাসের আড়ঙ শুরু হয় ১৭৫৬ সাল থেকে। আর বর্তমানে রাস কার্নিভ্যাল শুরু হয়েছিল ১৭০০ সাল থেকে। ১৭৫২ সাল থেকে মৃন্ময়ী মূর্তি তৈরি করে পুজো শুরু হয়। ১৭৫৬ সালে পোড়ামাতলায় প্রতিমাগুলি নিয়ে এসে শ্রেষ্ঠ শিল্পীকে পুরস্কৃত করে শোভাযাত্রার (আড়ঙ) সঙ্গে প্রতিমা বিসর্জন শুরু হয়। **সপ্তম অধ্যায় ঃ নবদ্বীপের শাক্ত রাস বৈষ্ণব বিরোধী নয়**- মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের কুলদেবতা হলেন নারায়ণ। নবদ্বীরে রাসের একটি সুমান রয়েছে।

ছবি ঃ বুদ্ধদেব মিশ্র

বিশ্বখ্যাত বাঙালি বিজ্ঞানী বিদুষী বিভা চৌধুরী স্মরণে

চিত্তজিৎ দত্ত

পদার্থবিজ্ঞানী বিদুষী বিভা চৌধুরী জন্ম গ্রহণ করেন ১৯১৩ সালে। হোমি ভাবা ও বিক্রম সারাভাইয়ের সঙ্গে কাজ করেছিলেন বিভা চৌধুরী। নোবলজয়ী বৈজ্ঞানিক ব্ল্যাকেটের ল্যাবেও কাজ করেছেন তিনি। আজীবন গবেষণার সঙ্গে যুক্ত থাকা বিভাদেবীর পেপার প্রকাশ পেয়েছে নেচার সহ দেশ-বিদেশের বিভিন্ন খ্যাতনামা প্রকাশনায়। তাঁর সম্মানার্থে প্যারিসের 'ইন্টারন্যাশনাল অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইউনিয়ন' একটি নতুন খুঁজে পাওয়া তারার নাম রেখেছে 'বিভা লাইটবিম'। পৃথিবী থেকে ৩৪০ আলোকবর্ষ দূরে ঝিকমিক করছে এই হলদে-সাদা খুদে নক্ষত্রটি। সেক্সটান নক্ষত্র পূঞ্জের মধ্যে উপস্থিত বিভা। এই তারাটির যে গ্রহ বা এক্সোপ্ল্যানেট তার নাম রাখা হয়েছে সংস্কৃত শব্দ সান্তামাসা, যার অর্থ মেঘে ঢাকা। ভারতের আকাশ থেকে দুটিকেই দেখা যায়।

বিজ্ঞানী বিভার জন্ম কলকাতায়। তাঁর বাবা বঙ্কুবিহারী চৌধুরী ছিলেন ডাক্তার। মায়ের নাম ঊর্মিলা। মা ঊর্মিলার দিদি নির্মলা ছিলেন বিখ্যাত ডাক্তার নীলরতন সরকারের স্ত্রী। বঙ্কুবিহারী ছিলেন হুগলি জেলার ভাণ্ডারহাটি গ্রামের জমিদার পরিবারের সন্তান। তিনি মেডিক্যাল কলেজে ডাক্তারি পড়ার সময় ঊর্মিলাকে বিয়ে করার জন্য ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তাই তিনি গ্রামের বাড়িতে থাকতে পারেননি, পৈতৃক সম্পত্তি থেকেও তাঁকে বঞ্চিত হতে হয়। নবদম্পতি কলকাতায় ব্রড স্ট্রিটে বসবাস শুরু করেন।

বিভা ছিলেন পাঁচ বোন এবং এক ভাইয়ের মধ্যে তৃতীয়। এক বোন ছোটোবেলায় মারা যায়, বাকিরা সবাই পড়াশোনায় বিশেষ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। বিভা কলকাতার বেথুন স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করে স্কটিশ চার্চ কলেজে পদার্থবিজ্ঞানে অনার্স নিয়ে পড়াশোনা করেন, এরপর ১৯৩৪ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সায়েন্স কলেজে জন্য ভর্তি হন। ১৯৩৬ সালে সেখান থেকে পদার্থবিজ্ঞানে এম.এস.সি পাস করলেন। তাঁর আগে মাত্র দু'জন

মহিলা এই কৃতিত্বের অধিকারী। এম.এস.সি পাস করার পরে ইচ্ছা গবেষণা করবেন। সেজন্য একটা সকালের স্কুলে চাকরি নিলেন যাতে গবেষণার জন্য সময় দিতে পারেন। গেলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান দেবেন্দ্রমোহন বোসের কাছে। তিনিও বেশ নামকরা বিজ্ঞানী, তাঁকে দেশবিদেশে সবাই ডি.এম. বোস বলেই চেনে। তিনি ছিলেন বিভার আত্মীয়, তাঁর মাসি নির্মলার বড়ো মেয়ে নলিনী ছিলেন ডি.এম. বোসের স্ত্রী। তিনি পদার্থবিদ্যা বিভাগের সবচেয়ে সম্মানজনক পদ স্যার তারকনাথ পালিত অধ্যাপক হয়েছেন তিনবছর আগে। তাঁর আগে সেই পদে ছিলেন চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রমন। ডি.এম. বোস প্রথমে রাজি হলেন না, বললেন, কোনও মহিলাকে দেওয়ার মতো কাজ তাঁর কাছে নেই। হাল ছাড়লেন না বিভা। শেষপর্যন্ত তাঁর আগ্রহে মাস্টারমশাই নরম হলেন, বিভা শুরু করলেন তাঁর অধীনে মহাজাগতিক রশ্মি নিয়ে গবেষণার কাজ। তাঁর আগে কোনও বাঙালি মহিলা আধুনিক বিজ্ঞানে গবেষণা শুরু করেননি।

দেবেন্দ্র মোহন বোসের তত্ত্বাবধানে গবেষণা শুরু করেন বিভাদেবী। তখনই ডিএম বোসের সঙ্গে পরপর তিনটি পেপার তাঁর নেচার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ফোটোগ্রাফিক প্লেট ব্যবহার করে মেসন আবিষ্কার করেন তিনি। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এমালশন প্লেটের অভাব হওয়ায় তাঁর কাজ আটকে গিয়েছিল। ম্যানচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি করে প্ল্যান্কেটের ল্যাবে যোগ দেন তিনি। এরপর প্রায় আট বছর টিআইএফআরে কে-মেসন সংক্রান্ত গবেষণা করেন বিভাদেবী। ৬০-এর দশকে কেজিএফ প্রজেক্টে গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল তাঁর। স্বেচ্ছাবসর নিয়ে কলকাতায় ফিরে নিজে থেকেই গবেষণায় ব্রতী হন তিনি।

মাটির কাছে মহাজাগতিক রশ্মি আসে কম, বায়ুমণ্ডল তাদের বাধা দেয়। বিভারা দার্জিলিং, সন্দকফু এবং ভুটান সীমান্তের কাছে ফারি জং, এই তিন জায়গায় প্লেটগুলো রেখেছিলেন। এই জায়গাগুলো ২২০০ মিটার থেকে ৪৪০০ মিটার উঁচু। কোথাও তাঁরা প্লেটগুলো রাখলেন বায়ুতে, কোথাও জলের তলায়, কোথাও বা কাদা আর কাঠ দিয়ে তৈরি কাঠামোর নিচে। কয়েকমাস পরে প্লেটগুলো নিয়ে এসে পরীক্ষা করা হল।

বিভা ও দেবেন্দ্রমোহন দুই ধরনের ভর পেলেন। একটা মান হল ইলেকট্রনের ভরের দুশো গুণের কাছাকাছি, অন্য একটা মান তিনশো গুণের কাছাকাছি। তাঁরা দুই ধরনের কণা দেখেছেন। কিন্তু তাদের পুরোপুরি আলাদা করতে তাঁরা পারেননি, ভর নির্ণয়েও অনেকটা ত্রুটি ছিল। পর পর কয়েকটি গবেষণাপত্র তাঁরা প্রকাশ করলেন। কয়েক বছর পরে ১৯৪৭ সালে ব্রিটেনে সিসিল পাওয়েল ফটোগ্রাফিক প্লেট ব্যবহার করে দুই ধরনের মেসন আলাদা করে পান। ভর মাপার জন্য তিনি বিভাদের আবিষ্কৃত পদ্ধতিই ব্যবহার করেন, তবে পদ্ধতিটা তিনি নিজেই বার করেছিলেন। আধুনিক যুগের ভাষায় আমরা বলি বিভাদের ফটোগ্রাফিক প্লেটেই প্রথম ধরা দিয়েছিল পায়ন ও মিউয়ন, এই দুই ধরনের কণা। পায়নের ভর ইলেকট্রনের ভরের ২৭৩ গুণের কাছাকাছি, অন্যদিকে মিউয়নের ভর হল ইলেকট্রনের ভরের ২০৭ গুণ। পায়ন হল ইউকাওয়ার প্রস্তাবিত কণা, সে নিউক্লিয়াসের সঙ্গে পীন বলের মাধ্যমে ক্রিয়া করে। মিউয়নরা পীন বলে অংশগ্রহণ করে না। পাওয়েল এও দেখালেন যে পায়ন ভেঙে মিউয়নের জন্ম হয়। ১৯৫০ সালে তিনি পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পান। ফটোগ্রাফিক প্লেটের সাহায্যে নিউক্লিয় বিক্রিয়া বিষয়ে গবেষণার পদ্ধতির উন্নতি ঘটানো ও তার সাহায্যে বিভিন্ন ধরনের মেসন আবিষ্কারে জন্য তাঁকে এই পুরস্কার দেওয়া হয়।

পাওয়েল ফটোগ্রাফিক প্লেট ব্যবহার শুরু করেছিলেন ১৯৩৯ সালে, বিভাদেরই সঙ্গে একই সময়ে। তিনি জানতেন যে বিভারা একই ধরনের কাজ করেছেন। তাঁর এক বইতে তিনি লিখেছিলেন যে ১৯৪১ সালেই বোস ও চৌধুরীর প্লেটে ইলেকট্রনের থেকে ২০০ গুণ বেশি ভরের কণাদের খুঁজে পেয়েছিলেন।

অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

শঙ্করলাল কর্মকার

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকার এবং গবেষক অধ্যাপক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ১৫ মে, ২০০৩) । তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, নয় খণ্ডে প্রকাশিত বাংলা সাহিত্যের বিস্তারিত ইতিহাসগ্রন্থ। এই গ্রন্থখানির জন্য তিনি সারস্বত সমাজে বিশেষ শ্রদ্ধার আসন অধিকার করেন। এই গ্রন্থের দুটি সহজপাঠ্য সংস্করণ বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত ও বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত

ইতিবৃত্তও তাঁর রচনা। তাঁর রচিত অন্যান্য গ্রন্থগুলি বাংলার নবজাগরণ বিষয়ে রচিত। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য, বাংলা সাহিত্যে বিদ্যাসাগর, সাহিত্য জিজ্ঞাসায় রবীন্দ্রনাথ ইত্যাদি। তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ গল্প শ্রেষ্ঠ লেখক, জীবনের গল্প গল্পের জীবন, সত্যেন্দ্র রচনাবলী, বিদ্যাসাগর রচনাবলী, সঞ্জীব রচনাবলী উল্লেখযোগ্য। স্মৃতি বিস্মৃতির দর্পনে নামে তাঁর একটি আত্মকথাও রয়েছে।

সম্মাননা ঃ- পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির সভাপতিত্ব করা ছাড়াও তিনি এশিয়াটিক সোসাইটির বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গবেষক ছিলেন। একাধিকবার সম্মেলন উপলক্ষ্যে ও অতিথি-অধ্যাপনার জন্য বিদেশেও গিয়েছেন। ১৯৮১ সালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক বুদ্ধমহাভাব মহাসম্মেলনে যোগ দেন এবং ১৯৯৬ সালে অ্যারিজোনা বিশ্ববিদ্যালয়ে অতিথি অধ্যাপক হিসাবে ভাষণ দেন। এছাড়াও নানা পুরস্কার ও সম্মানে ভূষিত হন অসিতকুমার। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম বর্তমান উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার বনগাঁ মহকুমার নকফুলে। পিতা অক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা চারুবালা দেবী। ১৯২৫ থেকে তাঁরা হাওড়ায় বসবাস করতে থাকেন। ১৯৩৮ সালে হাওড়া জিলা স্কুল থেকে বাংলায় ৭৭ নম্বর সহ জেলায় এই বিষয়ে প্রথম হয়ে ম্যাট্রিক পাশ করেন। এরপর রিপন কলেজ (অধুনা সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) থেকে আইএ পরীক্ষায় বাংলা ও আসামের পরীক্ষার্থীদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেন। তারপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা সাহিত্য নিয়ে বিএ ও এমএ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে স্বর্ণপদক লাভ করেন। ১৯৪১-৪২ সালে সায়গনে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর বক্তৃতাগুলো বঙ্গানুবাদ করে ফরোয়ার্ড পত্রিকায়। ছাপতে থাকেন। ছাত্রাবস্থাতেই

তৃণমূল নেতাকে জুতোর মালা পরিয়ে, মাথা কামিয়ে পাড়াময় ঘোরালেন গ্রামবাসীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া, ৭ জুনঃ ১০০ দিনের কাজের টাকা আত্মসাতের অভিযোগে এক তৃণমূল নেতাকে গণধোলাই দিয়ে, মাথা কামিয়ে এবং গলায় জুতোর মালা পরিয়ে পাড়াময় ঘোরানোর ঘটনা ঘটল হাওড়ার শ্যামপুরে। রবিবার এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র উত্তেজনা ছড়ায় শ্যামপুরের আমরদহ এলাকায়। অভিযুক্ত নেতার কোমরে কাপ। বেঁধে উত্তেজিত জনতাকে টানাহেঁচড়া করতেও দেখা যায়। পরিস্থিতি সামাল দিতে শেষে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় শ্যামপুর থানার পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আক্রান্ত নেতার নাম সন্ন্যাসী মান্না। তিনি দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় তৃণমূলের সক্রিয় কর্মী ও নেতা হিসেবে পরিচিত। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, গরিব মানুষের হকের ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পের টাকা দেদার লুঠ ও তছরূপ করেছেন তিনি। এই নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই এলাকায় তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষোভ জমছিল। রবিবার সেই পুঞ্জীভূত অসন্তোষেরই চরম বহিঃপ্রকাশ ঘটে। গ্রামবাসীরা একজোট হয়ে প্রথমে সন্ন্যাসী মান্নাকে ঘিরে ধরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। স্লোগান দেওয়ার পাশাপাশি একপর্যায়ে উত্তেজিত জনতা তাঁর গায়ে হাত তোলে বলেও অভিযোগ। অভিযুক্ত নেতার ওপর জনরোষের যে ছবি সামনে এসেছে, তা এককথায় বেনজির। ক্ষুর দিয়ে ওই তৃণমূল নেতার মাথার একাংশ কামিয়ে দেওয়া হয়। এরপর তাঁর গলায়

ঝুলিয়ে দেওয়া হয় পুরনো ও ছেঁড়া জুতোর মালা। নিগৃহীত নেতার পরনে ছিল খাটো করে পরা একটি লুঙি এবং আদুল গা। তাঁর কোমরে একটি ছেঁড়া কাপড়ের অংশ পাকিয়ে দড়ির মতো করে বেঁধে দেওয়া হয়। সেই কাপড়ের দুই প্রান্ত ধরে সামনে এবং পিছন থেকে টানতে টানতে তাঁকে গোটা এলাকা ঘোরানো হতে থাকে। উত্তেজিত জনতার স্পষ্ট দাবি, গরিব মানুষের হকের টাকা যিনি আত্মসাৎ করেছেন, তাঁর শাস্তি এই পথেই হওয়া উচিত। তৃণমূল নেতার ওপর এই চরম নিগ্রহের খবর পেয়েই দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় শ্যামপুর থানার পুলিশ বাহিনী। তবে উত্তেজিত বাসিন্দাদের বুঝিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে এবং জনতার হাত থেকে অভিযুক্তকে মুক্ত করতে পুলিশকে রীতিমতো বেগ পেতে হয়। দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর শেষমেশ সন্ন্যাসী মান্নাকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায় পুলিশ। পুলিশ প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ওই নেতার বিরুদ্ধে বা নিগ্রহের ঘটনায় কোনও লিখিত অভিযোগ জমা পড়েনি। তবে পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখে সমস্ত দিক খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

গ্রেফতার হবেন কেষ্ট? রাজ্যে পালাবদল হতেই দায়ের এফআইআর

নিজস্ব প্রতিনিধি, বোলপুর, ৭ জুনঃ এবার অনুব্রত মণ্ডলের বিরুদ্ধেও দায়ের এফআইআর। ২০২১ সালের ভোট-পরবর্তী হিংসার ঘটনায় তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডল-সহ ১৩ জনের বিরুদ্ধে শান্তিনিকেতন থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন ইটভাটা মালিক শুভেন্দু বিকাশ মণ্ডল। তা নিয়েই জেলার রাজনৈতিক মহলে নতুন করে শুরু হয়েছে চর্চা। তাঁর গ্রেফতারি নিয়ে পুরোদমে চলছে চাপানউতোর। ২০২১ সালের নির্বাচনে বিপুল সংখ্যা গরিষ্ঠতায় জিতেছিল রাজ্যের প্রাক্তন শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস। অভিযোগ, ২০২১ সালে ভোটের ফল ঘোষণার পর কংকালীতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ-প্রধান মামন শেখের নেতৃত্বে প্রায় ১০০টি ট্রাক্টর নিয়ে হামলা চালানো হয়। হামলা চালানো হয় সশস্ত্র লোকজন নিয়েও। হামলা তলে আদিত্যপুরের লায়ন ব্রিক ফিল্ডে। ইটভাটার মালিকের

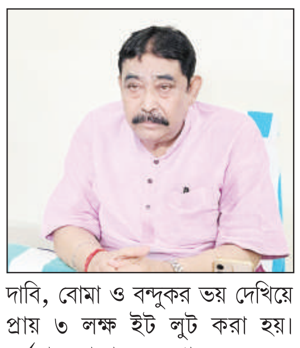

দাবি, বোমা ও বন্দুকর ভয় দেখিয়ে প্রায় ৩ লক্ষ ইট লুট করা হয়। বর্তমান বাজারমূল্য প্রায় ৩০ লক্ষ টাকার বেশি। তাঁর অভিযোগ, পুরো ঘটনাটিই ঘটেছিল তৎকালীন বীরভূমের বেতাজ বাদশা অনুব্রত মণ্ডলের নেতৃত্বে। শুভেন্দু বিকাশ মণ্ডলের আরও অভিযোগ, সেই সময় তিনি থানার দ্বারস্থা হয়েছিলেন। দ্বারস্থ হয়েছিলেন প্রশাসনের উচ্চপদস্থ কর্তাদের কাছেও। কিন্তু অভিযোগ জানিয়েও কোনও সুরাহা মেলেনি। এবার রাজ্যে পালবদল হতেই জোরকদমে ধড়পাকড় শুরু করেছে পুলিশ। রেহাই পাচ্ছেন না তৃণমূলের দুর্নীতিবাজ নেতারা। এই আবহে এবার ফের অনুব্রতর শাস্তির দাবিতে সরব হয়েছেন ইট ভাটার মালিক। ফের শান্তিনিকেতন থানায় অভিযোগ দাযের অনুব্রত নামের। সূত্রের খবর, অভিযোগ পেতেই একাধিক ধারায় মামলা রুজু করে জোরকদমে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। স্থানীয় স্তরে পুরোদমে চলছে খোঁজখবর।

চায়ের দোকানে মদ বিক্রি! আবিরের স্টার্ট-আপ দেখে ভ্যাবাচাকা পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঘাটাল, ৭ জুনঃ বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে নেহাতই এক সাদামাটা চায়ের দোকান। উনুনে কেটলি ফুটছে,

সামনে বিস্কুটের বয়াম সাজানো। কিন্তু একটু ইশারা করলেই চায়ের বদলে হাতে চলে আসতো মদের বোতল! এমনই এক অভিনব ব্যবসা খুলে বসেছিলেন পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল থানার নিশ্চিন্দিপুর এলাকার এক চা-বিক্রেতা আবির দোলই। দীর্ঘদিন ধরেই নাকি এই ডুয়েল বিজনেস রমরমিয়ে চলছিল। এলাকার মানুষ অবাক হয়ে ভাবতেন, সন্ধ্যা হলেই ওই চায়ের দোকানে এত ভিড় কেন? সবাই কি হঠাৎ এত চা-প্রেমী হয়ে গেল! আসলে চা তো ছিল শুধুই বাহানা, আসল আকর্ষণ ছিল ভিতরের সিক্রেট বোতল। দুধ-লিকারের আড়ালে দিব্যি বিক্রি হচ্ছিল বিদেশি মদের বোতল! দিনেরবেলাতেও ভিড় নেহাৎ কম ছিল না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সব পর্দাফাঁস। গোপন সূত্রে এই অভিনব চায়ের দোকানের খবর চলে যায় ঘাটাল থানায়। শনিবার সন্ধ্যায় আচমকাই পুলিশ গিয়ে হাজির হয় নিশ্চিন্দিপুরের ওই স্পেশাল চায়ের দোকানে। পুলিশি তল্লাশি শুরু হতেই দোকানের আসল রূপ বেরিয়ে পড়ে। চায়ের কেটলির পাশ থেকেই জাদুর মতো উদ্ধার হতে থাকে একের পর এক মদের বোতল! এই ঘটনা জানাজানি হতেই এলাকায় রীতিমতো শোরগোল পড়ে যায়। চা বিক্রির নাম করে বেআইনিভাবে মদের কারবার চালানোর অভিযোগে পুলিশ হাতেনাতে গ্রেফতার করেছে দোকানের মালিক আবির দোলইকে। এদিনই তাঁকে আদালতে তোলা হয়। পুলিশ তাঁকে হেফাজতে নিয়ে আরও জিজ্ঞাসাবাদ করতে চাইছে। এই ঘটনার সঙ্গে আর কেউ যুক্ত আছে কিনা তাও জানার চেষ্টা পুলিশ।

চিকিৎসকের অ্যাকাউন্টে অন্নপূর্ণার টাকা, ফেরানোর নির্দেশ প্রশাসনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৃষ্ণনগর, ৭ জুনঃ 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার'-এর টাকা ঢুকছিল 'অলক্ষ্মী'র অ্যাকাউন্টে। মুর্শিদাবাদ ও পশ্চিম মেদিনীপুরের সেই ঘটনায় হইচই শুরু হয়েছিল রাজ্যে। এ বার 'অন্নপূর্ণা যোজনা'র তিন হাজার টাকা ঢুকল নদিয়ার ভীমপুরের চাঁদপুর গ্রামের গ্রামীণ চিকিৎসক সঞ্জি বিশ্বাসের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে। শনিবার বিষয়টি জানতে পেরে অবাক সঞ্জিত ও তাঁর পড়শিরাও। তবে ষাটোর্ধ্ব সঞ্জিত কিন্তু সততার পরিচয় দিয়েছেন।

নিজের প্রাপ্য নয় বলে ওই টাকা তিনি তোলেননি। বিষয়টি প্রশাসনকেও জানান। কিন্তু, কী ভাবে এমনটা ঘটল? তদন্তে নেমেই কারণ খুঁজে পেয়েছেন কৃষ্ণনগর-১-এর বিডিও রঞ্জন সর্দার। তিনি জানান, সঞ্জিতের মেয়ে শেফালি বিশ্বাস এত দিন 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার'-এর টাকা পাচ্ছিলেন। ওই প্রকল্পে অর্থ পেতে আধার কার্ড বাধ্যতামূলক ছিল না। টাকা সরাসরি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ঢুকত। নতুন প্রকল্পে আবেদনের নথিতে শেফালি তাঁর বাবার আধার কার্ডের নম্বরও দিয়েছিলেন। সেই আধার নম্বরের কারণে সঞ্জিতের অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকেছে। বিডিও বলেন, ''ওই টাকা ফেরত দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।''

ফেসবুকে পোস্ট করে আত্মঘাতী কোচবিহারের তৃণমূল নেতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার, ৭ জুনঃ কোচবিহারে তৃণমূল নেতা দিলীপ দেবনাথের আত্মহত্যার ঘটনায় চাঞ্চল্য। তিনি কোচবিহারের গুড়িয়াহাটি ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য লক্ষ্মী দেবনাথের স্বামী ছিলেন। শনিবার তিনি নিজের ফেসবুকে একটি পোস্ট করে এলাকারই কয়েকজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়েছিলেন। এর পরে রবিবার সকালে শীতলখুচির গোসাইয়ের হাট বাজারে গিয়ে তিনি আত্মহত্যা করেন। ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। সূত্রের খবর, দিলীপ নিজেও তৃণমূল একজন সক্রিয় নেতা ছিলেন। ভোটের ফলাফল প্রকাশের পরে তিনি নিজের এলাকা ছেড়ে শীতলখুচিতে শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে কাটমানি নেওয়া-সহ একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ ছিল। পুলিশ ইতিমধ্যেই ওই তৃণমূল নেতার দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। একই সঙ্গে একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। দিলীপ দেবনাথের মেয়ে মধুমিতা দেবনাথ বলেন, ''বাবার উপর মানসিক নির্যাতন করা হয়েছে। বাবা অনেকদিন ধরে বাড়িছাড়া ছিল। মিথ্যা অভিযোগ তোলা হয়েছে বাবার বিরুদ্ধে। আমাদের বাড়িতেও ভাঙচুর করা হয়েছে।'' কোচবিহার তৃণমূল নেতা আব্দুল জলিল আহমেদ বলেন, ''বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে পুলিশ প্রশাসন তদন্ত করে দেখুক।'' বিজেপির জেলা সাধারণ সম্পাদক সঞ্জয় চক্রবর্তী বলেন, ''দিলীপ দেবনাথের ফেসবুকে যাঁদের নাম রয়েছে, তিনি নিজেই সে নামগুলো লিখেছেন তার কোনও প্রমাণ নেই। এলাকার মানুষ সব জানে এবং সবাই সব বুঝতে পারছে। প্রশাসনকে বিব্রত করতেই এই সমস্ত কাজ করা হচ্ছে।''

কবে মিলবে বকেয়া, দুশ্চিন্তায় ঠিকাদাররা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তমলুক, ৭ জুনঃ তমলুক পুর-এলাকায় একাধিক রাস্তা, ড্রেন ও অন্য উন্নয়নমূলক প্রকল্পের কাজ শুরু হলেও তা এখনও শেষ হয়নি। ফলে, ভোগান্তির মুখে পড়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। কাজের বিল আটকে যাওয়ায় অনিশ্চয়তায় দিন কাটাচ্ছেন ঠিকাদাররাও। পুরসভার দাবি, রাজ্য পুর ও নগর উন্নয়ন দপ্তরের নির্দেশেই আপাতত জরুরি পরিষেবা ছাড়া অন্য উন্নয়নমূলক প্রকল্পের অর্থ বরাদ্দ ও পেমেন্ট স্থগিত রাখা হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, তমলুক পুরসভায় মোট ২০টি ওয়ার্ড রয়েছে। তার মধ্যে দু'টি ওয়ার্ড বিজেপির দখলে থাকলেও বাকি ১৮টি ওয়ার্ড তৃণমূলের। রাজ্যে পালাবদলের পরে বিভিন্ন পঞ্চায়েত ও পুরসভায় পদত্যাগের ঘটনা ঘটলেও তমলুক পুরসভায় এখনও তৃণমূল পরিচালিত বোর্ডই বহাল আছে। চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যান নিয়মিত পুরসভায় এলেও বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের অর্থ আটকে থাকায় বহু প্রকল্প থমকে রয়েছে। তমলুক শহরের বাসিন্দা শোভনলাল মাইতি জানান, মাসখানেক আগে এলাকায় রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু হলেও তা এখনও শেষ হয়নি। রাস্তায় অসংখ্য গর্ত তৈরি হয়েছে। সাইকেল ও

মোটরবাইক চালাতে সমস্যার মুখে পড়তে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। তাঁর আশঙ্কা, বর্ষাকালে পরিস্থিতি আরও খারাপ হবে। দ্রুত রাস্তার কাজ শেষ করা জরুরি। অন্য দিকে, সমস্যায় পড়েছেন প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত ঠিকাদাররাও। তাঁদের অভিযোগ, ''পথশ্রী-৪-এর কাজ না নিলে ভবিষ্যতে আর কাজ দেওয়া হবে না বলে চাপ সৃষ্টি করা হয়েছিল। সে জন্য অনেকেই বাধ্য হয়ে কাজ শুরু করেছিলেন। কিন্তু পেমেন্ট বন্ধ হয়ে যাওয়ায় আমরাও অত্যন্ত উদ্বেগের মধ্যে আছি।'' ঠিকাদার চিত্তরঞ্জন ঘড়া জানান, তমলুকের ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের শালগেছিয়া এলাকায় 'পথশ্রী-৪'-এর আওতায় প্রায় ৪৩ লক্ষ টাকার কাজ (দু'কিলোমিটার রাস্তা সংস্কার) নিয়েছিলেন। ইতিমধ্যে প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকার কাজও হয়ে গিছে। কিন্তু সরকার পরিবর্তনের পরে কাজের বিল বন্ধ। ফলে, বকেয়া টাকা কী ভাবে পাওয়া যাবে তা নিয়ে তিনিও উদ্বিগ্ন। ঠিকাদার দিলীপ মালাকার তমলুকের মালিজঙ্গলপাড়া এলাকায় প্রায় ৭০ লক্ষ টাকার কাজ নিয়েছিলেন তিনি। ২০ লক্ষ টাকার কাজ শেষ হয়েছে। বাকি কাজ আদৌ হবে কি না ও শেষ হওয়া কাজের অর্থ কী ভাবে পাওয়া যাবে, তা নিয়ে তিনি দুশ্চিন্তায় আছেন। তমলুক পুরসভার চেয়ারম্যান বৈদ্যনাথ সিনহা বলেন, ''রাজ্য সরকারের নগর উন্নয়ন ও পৌর বিষয়ক দপ্তর থেকে নির্দেশ এসেছে যে, বর্ষার আগে ড্রেন পরিষ্কার, পানীয় জল সরবরাহের মতো জরুরি পরিষেবা চালু থাকবে। তবে, নতুন রাস্তা বা ড্রেন নির্মাণ-সহ অন্য উন্নয়নমূলক প্রকল্পের পেমেন্ট আপাতত বন্ধ রাখার কথা বলা হয়েছে। আগামী দিনে রাজ্য সরকারের যেমন নির্দেশ আসবে, সেই অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে।''

অশোক ভট্টাচার্যকে ফোন মুখ্যমন্ত্রীর!

শারীরিক অবস্থার খোঁজ নেওয়ার পাশাপাশি আশীর্বাদ প্রার্থনা শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৭ জুনঃ বাড়িতে পড়ে গিয়ে গুরুতর জখম হয়েছেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্য। বর্তমানে শিলিগুড়ির একটি নার্সিংহোমে চিকিৎসাধীন রয়েছেন তিনি। রবিবার সকালে শিলিগুড়ির প্রাক্তন মেয়রকে দেখতে যান মন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ। প্রাক্তন মন্ত্রীর শারীর কেমন রয়েছে, সে বিষয়ে কর্তব্যরত চিকিৎসকদের সঙ্গে বিস্তারিত কথা বলেন তিনি। অন্য দিকে, বামনেতার দুর্ঘটনার খবর পেয়েই তাঁর স্বাস্থ্যের খোঁজ নিতে সরাসরি ফোনে যোগাযোগ করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ফোনালাপে প্রবীণ নেতার শারীরিক অবস্থার খোঁজ নেওয়ার পাশাপাশি তাঁর কাছে আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন মুখ্যমন্ত্রী। শুভেন্দুবাবু জানান, আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই তাঁর পাহাড়ে আসার একটি সরকারি পরিকল্পনা রয়েছে।

সেই সময় উত্তরবঙ্গ তথা পাহাড় সফরে এলে তিনি নিজে এসে অশোক ভট্টাচার্যের সঙ্গে সশরীরে দেখা করবেন। শনিবার নিজের বাড়িতে পড়ে যান শিলিগুড়ি পুরসভার প্রাক্তন মেয়র। পরিবার সূত্রে খবর, পড়ে গিয়ে তাঁর মাথায় আঘাত লাগে এবং ক্ষতস্থানে বেশ কয়েকটি সেলাই করতে হয়। প্রথমে তাঁকে স্থানীয় একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে চিকিৎসকদের পরামর্শে মাটিগাড়া সংলগ্ন অন্য একটি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। বর্তমানে সেখানেই চিকিৎসাধীন রয়েছেন তিনি। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, অশোক ভট্টাচার্যের সিটি স্ক্যান-সহ একাধিক স্বাস্থ্যপরীক্ষা করা হয়েছে। প্রাথমিক রিপোর্টে উদ্বেগের কোনও কারণ মেলেনি বলে হাসপাতাল সূত্রের দাবি। যদিও শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল, তবু সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে তাঁকে চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে বামফ্রন্টের জেলা আহ্বায়ক জীবেশ সরকার বলেন, ''অশোকবাবুর অবস্থা স্থিতিশীল। মাথার সামনের দিকে ছ'টি সেলাই পড়েছে। তবে কোনও অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণের প্রমাণ মেলেনি। হৃদযন্ত্রের কার্যকারিতাও স্বাভাবিক রয়েছে। আপাতত চিকিৎসকদের নজরদারিতেই রাখা হয়েছে তাঁকে।''

দুটি বাইকের সংঘর্ষে মৃত ৪

নিজস্ব প্রতিনিধি, কালীগঞ্জ, ৭ জুনঃ রবিবার সাত-সকালে ভয়ঙ্কর ঘটনা। দু'টি বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হয়েছে চারজনের। আশঙ্কাজনক অবস্থায় রয়েছেন ২ জন। জানা যাচ্ছে, দু'টি বাইকে মোট ছ'জন যাত্রী ছিল। গাড়ির গতি থাকার কারণে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে এই দুর্ঘটনা বলে প্রাথমিক অনুমান পুলিশের। মৃতদেহগুলি উদ্ধার করে ময়না তদন্তে পাঠায় পুলিশ। ঘটনাটি কালীগঞ্জ-পলাশি গ্রামীণ সড়কে। স্থানীয় সূত্রে খবর, শনিবার রাতে ভুরুলিয়া মাঠপাড়া এলাকায় দু'টি মোটরবাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে। সেখানেই মৃত্যু হয় চারজনের। পুলিশ সূত্রে খবর, মৃতদের নাম অমর ফারুক (১৮), আরিফ মল্লিক (১৮) এছাড়া রয়েছেন, নাকাশিপাড়ার আকন্দডাঙা গ্রামের মনিরুল মল্লিক (২৯), জাকির মল্লিক (২৫) সহ মোট ছয় জন। স্থানীয় বাসিন্দারা আহতদের উদ্ধার করে পলাশি হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানেই মৃত বলে ঘোষণা করেন। আশঙ্কাজনক অবস্থায় আরিফ মল্লিককে বহরমপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। তবে পথেই তাঁরও মৃত্যু হয় বলে জানা গিয়েছে। অন্যদিকে, গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি বড়কুলবেড়িয়ার ইনমহম্মদ শেখ এবং আকন্দডাঙার সুমন মল্লিক। বর্তমানে বহরমপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

তিস্তায় গাড়ি পড়ে মৃত ৪

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৭ জুনঃ সিকিম থেকে শিলিগুড়ি আসার পথে তিস্তা নদীতে গাড়ি দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল একই পরিবারের চারজনের। শুক্রবার নিখোঁজ হওয়ার পর শুরু হয় উদ্ধারকার্য, উদ্ধার হয়েছে গাড়ি। সেবক কালীবাড়ি সংলগ্ন তিস্তা নদী থেকে উদ্ধার করা হয় তাঁদের গাড়ি। গাড়ির ভিতর থেকেই উদ্ধার হয় শিশু-সহ চারজনের দেহ। জানা গিয়েছে, সিকিমের ওই পরিবারটি শুক্রবার ব্যক্তিগত গাড়ি করে শিলিগুড়িতে চিকিৎসাধীন এক আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা করতে আসছিলেন। ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে আসার সময় রোম্বি ও বাঘপুলের মাঝামাঝি ভেলাবাড়ি এলাকায় বিকেলের দিকে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে তাদের শেষবার যোগাযোগ হয়। এরপর থেকেই তাদেরমোবাইলফোন বন্ধ হয়ে যায় এবং পরিবারের সঙ্গে আর কোনও যোগাযোগ সম্ভব হয়নি। প্রাথমিক তদন্তে অনুমান, ওই সময় এলাকায় প্রবল বৃষ্টি ও পাহাড়ি ধসের কারণে রাস্তার পরিস্থিতি অত্যন্ত বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। পাহাড় থেকে নেমে আসা ধস ও ঝরনার জলে গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তিস্তার খাদে পড়ে যায়। পরিবারের সদস্যরা নিখোঁজ হওয়ার খবর পাওয়ার পর শুক্রবার রাত থেকেই খোঁজ শুরু হয়। অভিযোগের ভিত্তিতে শনিবার সকালে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ, সিকিম প্রশাসন এবং এনডিআরএফ-এর যৌথ উদ্যোগে ব্যাপক তল্লাশি অভিযান চালানো হয়। ডেপুটি কমান্ড্যান্ট সঞ্জয় রঞ্জনের নেতৃত্বে উদ্ধারকারীরা নদীর ধারে প্রথমে গাড়ির ব্যাটারি এবং কিছু ভাঙা যন্ত্রাংশ উদ্ধার করেন। এরপর তল্লাশি জোরদার করা হলে নদীগর্ভ থেকে দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িটি উদ্ধার করা হয়। গাড়ির ভেতর থেকেই চারজনের দেহ উদ্ধার করা হয়। নিহতরা হলেন- সব্য নিউপানে (২৭), স্মারিকা নিউপানে (২৯), টিকা মায়া দাহাল (৩১) এবং পাঁচ বছরের শিশু দিত্য ছেত্রী।

কাগজের ঠোঙায় খাবার বিক্রিতে নিষেধাজ্ঞা! শীঘ্রই অভিযানে নামতে চলেছে রাজ্য প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্ব মেদিনীপুর, ৭ জুনঃ কেন্দ্রীয় প্রশাসনের নির্দেশে খাবার বিক্রি বা পরিবেশনের ক্ষেত্রে খবরের কাগজের ঠোঙা ও মোড়ক ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, খবরের কাগজের কালি ও বিভিন্ন রাসায়নিক উপাদান খাবারের সঙ্গে মিশে শরীরের ক্ষতি করতে পারে। সেই কারণেই খাদ্য সুরক্ষার স্বার্থে এই নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে। সূত্রের খবর, পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মেছোদা, তমলুক, কাঁথি, হলদিয়া, দীঘা-সহ বিভিন্ন এলাকায় এখনও বহু খাবারের দোকানে খবরের কাগজের ঠোঙা ব্যবহার করতে দেখা যাচ্ছে। জেলা খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের আধিকারিকদের পক্ষ থেকে জানা গিয়েছে, কেন্দ্র ও রাজ্যের খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে খুব শীঘ্রই বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালানো হবে। নিয়ম না মানলে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপও করা হতে পারে। এদিকে দোকানদারদের একাংশ জানিয়েছেন, খবরের কাগজের কালি যে স্বাস্থ্যের পক্ষে এতটা ক্ষতিকর, তা তাঁদের জানা ছিল না। অনেকেই জানিয়েছেন, এই পদ্ধতি বন্ধ হলে ভালই হবে। তবে বিকল্প হিসেবে কম খরচে কী ধরনের

প্যাকেট ব্যবহার করা যায়, সে বিষয়ে সরকারের তরফে নির্দেশিকা বা সহায়তা পেলে তাঁদের সুবিধা হবে। আবার কয়েকজন ব্যবসায়ী জানিয়েছেন, তাঁদের কাছে এখনও প্রচুর পরিমাণে খবরের কাগজের ঠোঙা মজুত রয়েছে। সেগুলি শেষ হয়ে গেলে ধীরে ধীরে এই ব্যবহার বন্ধ করবেন বলে দাবি করেছেন তাঁরা। যদিও নিষেধাজ্ঞা জারির পরও কেন এখনই তা সম্পূর্ণ বন্ধ করা হচ্ছে না, সেই বিষয়ে স্পষ্ট জবাব দিতে পারেননি অধিকাংশ দোকানদার। বিশেষজ্ঞদের মতে, খবরের কাগজে ব্যবহৃত কালি ও কাগজে বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক পদার্থ, রং, মিনারেল অয়েল ও প্রিন্টিং কেমিক্যাল থাকে। গরম বা তেলযুক্ত খাবার খবরের কাগজে রাখা হলে সেই রাসায়নিক ধীরে ধীরে খাবারের সঙ্গে মিশে যেতে পারে। বিশেষ করে মিনারেল অয়েল, সীসা ও অন্যান্য বিষাক্ত উপাদান শরীরে প্রবেশ করলে লিভার, কিডনি ও হজমের সমস্যার ঝুঁকি বাড়ে। দীর্ঘদিন এভাবে দূষিত খাবার খেলে ক্যানসারের সম্ভাবনাও তৈরি হতে পারে বলে বিশেষজ্ঞদের মত।

মিউটেশন আবেদনকারী রায়তের নামঃ
Sanghomitra Ghosh, Shib Shankar Bhuti
আমোক্তারনামা দাতাঃ NNCP Developers, Biplab Kr. Bhattacharjee
ঠিকানাঃ Mohanta Para, Jalpaiguri
গ্রহীতাঃ Sanghomitra Ghosh and Shib Shankar Bhuti
আমোক্তারনামা নং ও সনঃ 2379 নং বহি 23.05.2016 নং বহি
আমোক্তারনামা বলে দলিল নং ও সনঃ 1854/2020
উক্ত আমোক্তারনামা বলে দলিল অনুযায়ী উপরোক্ত মিউটেশন এর বিষয়ে বক্তব্য / আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হবার এক মাসের মধ্যে সদর সমষ্টি ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকের করণে লিখিত আকারে তা পেশ করবেন। অন্যথায় আইন অনুযায়ী আবেদনটি নিষ্পত্তি করা হবে।
দলিলে বর্ণিত তলশিল সম্পত্তির বিবরণ ও পরিমাণ এবং খতিয়ান-সহ ক্রেতা / গ্রহীতা ও বিক্রেতা / দাতার নাম ও ঠিকানা নিম্নরূপঃ
Mouza, Kharia, Sheet No-22, L.R.- 40, 798, 520. 514, 192, 597, 434, 1068, 315, RS-163 Daag

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA TENDER NOTICE
e-NIT No. KMDA/EM/EE/ED-IV/ e-NIT-03/ 2026-27
Online Tender is invited by the Executive Engineer, Electrical Division-IV, EM Sector, KMDA, 3rd floor, Block-L, Unnayan Bhavan, Salt Lake, Kolkata-700091, from eligible agencies, for the work, **Name of Works, Estimated Value of work, Earnest Money Deposit, Time of Completion,** Annual Comprehensive Maintenance of Electrical Installations and Allied work installed at Mahesweta Devi Museum., Rs.4,25,773/-, Rs.8,515/-, 12 Months, **Last date & time of online Tender submission:** 19.06.2026 upto 13.00 hrs. for details contact the above office or visit both websites. **(KMDA-85)**
www.kmda.wb.gov.in
www.wbtenders.gov.in ICA-T9515(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING e-TENDER
NO.-: WBIW/EE/CID/e-NIT-06/2026-27. Tender Id– 2026_IWD_1026577_1 to 44 of The Executive Engineer, Contai Irrigation Division invites online tender for 44(Forty four) nos. of work under chargeable head "SDS / MAINTENANCE FUND" within the District Purba Medinipur.. Tender forms and other details can be obtained from the departmental website: www.wbiwd.gov.in and http://etender.wb.nic.in Last date of submission of Bid is 15.06.2026 up to 17:00 Hrs. Sd/- Executive Engineer, Contai Irrigation Division Irrigation & Waterways Dte. ICA-T9529(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA TENDER NOTICE
e-NIT No: EE(E/M)SWTP/T-02 of 2026-27
Online percentage base two part e-tender is invited by the Executive Engineer (E/M)/SWTP, E/M Sector, KMDA, Thakurbati Street, Serampore, Hooghly-712201, from reliable, resourceful, bonafied and experienced agencies, for the work, **Name of work, Estimated Amount, Earnest Money to be deposited, Time of Completion**, Supply & installation of 400 mm Dismantling joint and overhauling of 400 mm dia Butterfly valve at RWPS of 27 MLD WTP at Serampore along with renovation of vacuum pump-motor foundation base frame at RWPS of SWTP under KMDA, Rs.2,36,436/-, Rs.5,000/-, 15 days, **Last date & time of online Tender submission:** 15.06.2026 upto 14.00 hours., for details contact the above office or visit both websites. **(KMDA-81)**
www.kmda.wb.gov.in
www.wbtenders.gov.in ICA-T9512(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA TENDER NOTICE
e-Tender Notice No: 03/EE/O&M-IB/ W&S/KMDA/2026-27
Two parts e-tender is invited by the Executive Engineer, Division-O&M-1B, W&S Sector, KMDA, from reliable, experienced, bonafied and resourceful manufacturer / authorized dealer / bonafied supplier, for the work, **Name of the Work, Estimated Amount put to Tender, Earnest Money, Time of Completion,** Repairing seepage from the bottom dome portion of the Elevated Service Reservoir (ESR NO:-6) at Central School along with repairing damaged overflow pipe from the spout on emergency basis under HMC Ward No47.within Howrah District., Rs.4,93,433/-, Rs.9,869/-, 45 days, **Last date & time of Online Bid submission:** 25.06.2026 at 18.00 hrs., for details contact the above office or visit both websites.
www.kmda.wb.gov.in **(KMDA-84)**
www.wbtenders.gov.in ICA-T9514(1)/2026

WBEIDC
Webel Bhavan, Sector-V, Salt Lake, Kolkata 700 091.
Notice Inviting e-Tender No : WEBEL/EOT/W/25-26 /000165 (RE-TENDER: 2nd Call), Dated : 03-06-26
Name of work : Replacement of Soil Pipes Network & Miscellaneous Civil Works at SDF Building.
Value of work : Rs 5,35,418.38/- (Approx.)
Due date of Submission : 7 days from publication
Interested parties may go through website https://wbtenders.gov.in and https://www.webel.in
For details contact : 9432137382
ICA-T9524(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA TENDER NOTICE
e-NIT No. : EE(E/M)/JNNURM-II/T-03 of 2026-27
Online two-part above/below percentage basis e-tender is invited by the Executive Engineer(E/M)/JNNURM-II, E/M Sector, KMDA., 6th Floor, Unnayan Bhavan, Salt Lake City, Kolkata-700091, from reliable, resourceful, bonafide and experienced agencies, for the work, **Name of Work, Estimated Amount, Earnest Money to be deposited, Time of completion,** Overhauling & repairing of Backwash (04 nos.) and recirculation (02 nos.) starter panels located inside annex building of filter bed at 30 MGD WTP, Padmapukur, Howrah, under JNNURM-II division, KMDA., Rs.4,59,095/-, Rs.9,182/- Note: Excess amount (If tenderer quote above the **estimated value** to be deposited before issuing of work order), 15 days, **Last date & time of Online Tender submission:** 25/06/2026, 14:00 hrs. for details contact the above office or visit both websites.
www.kmda.wb.gov.in **(KMDA-78)**
www.wbtenders.gov.in ICA-T9510(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
THE DURGAPUR PROJECTS LIMITED
(A Govt. of West Bengal Enterprise)
CIN NO. U40102WB1961SGC025250
NOTICE INVITING TENDER (NIT)
NIT No. (1) WBDPL/DPPS/PUR/NIT (E) - 008 DJ/85/2026-27. Tender ID 2026_ DPL_ 1026122_1 for Procurement of Refrigerant Gas R-134A for AC Plants of Unit-7. Bid Submission end date 13.06.2026. Bid Opening date 19.06.2026. NIT No. (2) WBDPL/DPPS/PUR/NIT (E) - 009 DJ/86/2026-27. Tender ID2026_ DPL_ 1026257_1 for Procurement of Fan Coil Units for Technical Building Central AC System of Unit-7. Bid Submission end date 13.06.2026. Bid Opening date 19.06.2026. NIT No. (3) WBDPL/PP/T/GM(PP) -12013(12)/1/2026 /BMD/E/058. Tender ID 2026_ DPL_ 1026313_1. for Repairing of unloading pump with supply of required spares and repairing of Coal Mill gate of Unit 7&8. Bid Submission end date 13.06.2026. Bid Opening date 17.06.2026. NIT No. (4) WBDPL/PP/T/ GM(PP) -12013(12)/27/ 2026 /BMD/E/059. Tender ID 2026_DPL_1026314_1 for On line sealing of high pressure steam and feed water leakage of U#7 &8 for Turbine, Boiler & Auxiliaries, DPL. Bid Submission end date 13.06.2026. Bid Opening date 17.06.2026. NIT No. (5) WBDPL/ PP/T/GM(PP) -12021 (18)/6/2026 /EMOPH/E/060. Tender ID 2026_DPL_1026315_1 for Preventive & Break-down Maintenance of Room AC Units. Bid Submission end date 13.06.2026. Bid Opening date 17.06.2026. Visit https://wbtenders.gov.in / www.dpl.net.in ICA-T9519(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Notice Inviting E-Tender
Bid reference no. - WBMSCL/ NIT- 430/2026, Dated–01/06/2026
West Bengal Medical Services Corporation Ltd. is inviting online bids for "Comprehensive annual maintenance contract of fire protection system and detection system at Domkol SSH, Murshidabad for the year 2025-26 2nd call." Last date of submission of bid (online) – 25/06/2026 12:00 P.M. The tender document can be downloaded from www.wbmsc.gov.in and www.wbtenders.gov.in on or after 10/06/2026 11:00 A.M. Clarification requests, if any may be sent to eewbmscl.krishnajit@gmail.com or contact with Sri Krishnajit Banerjee, Executive Engineer (Civil), WEST BENGAL MEDICAL SERVICES CORPORATION LIMITED, Swasthya Sathi, GN-29, Sector-V, Salt Lake, Kolkata–700091, Land no : 033-40340359. Sd/- General Manager, WBMSCL & Addl. Secretary, H&FWD, Govt. of West Bengal. ICA-T9501(1)/2026

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

পেট্রোলের যুগ কি শেষের পথে? ভারতে চালু ই৮৫ জ্বালানি

বিশ্বজুড়ে জ্বালানি বাজারে অস্থিরতা, মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ পরিস্থিতি এবং ক্রমবর্ধমান তেলের দামের চাপের মধ্যে বিকল্প জ্বালানির দিকে দ্রুত এগোচ্ছে ভারত। সেই পথেই আরও এক বড় পদক্ষেপ নিল কেন্দ্র সরকার। রাজধানী দিল্লিতে আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হল 'ইথানল ৮৫' বা ই৮৫ জ্বালানি। কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী নিজে একটি পেট্রোল পাম্পে গিয়ে. এই নতুন জ্বালানির উদ্বোধন করেন। সরকারের দাবি, এই উদ্যোগ একদিকে যেমন আমদানি করা অপরিশোধিত তেলের ওপর দেশের নির্ভরতা কমাবে, অন্যদিকে সাধারণ মানুষের জ্বালানি খরচও উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করবে। তবে ই৮৫ বাজারে আসার পরই সাধারণ গাড়ির মালিকদের মধ্যে নতুন আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। বহু মানুষ প্রশ্ন তুলছেন, তাহলে কি এখনকার পেট্রোলচালিত গাড়িগুলি ধীরে ধীরে অচল হয়ে যাবে? লাখ লাখ টাকা খরচ করে কেনা গাড়ি কি ভবিষ্যতে স্ক্র্যাপের স্তূপে পরিণত হবে? সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এই নিয়ে.নানা আলোচনা শুরু হয়েছে। এই জল্পনার মাঝেই কেন্দ্র সরকার স্পষ্ট বার্তা দিয়েছে-এখনই কোনও পুরনো গাড়ি বাতিল করা হচ্ছে না। সাধারণ মানুষের উদ্বেগ দূর করতে সরকার জানিয়েছে, ই৮৫ একটি বিশেষ ধরনের জ্বালানি এবং এটি সব গাড়ির জন্য নয়। ফলে বর্তমানে যে গাড়িগুলি রাস্তায় চলছে, তাদের মালিকদের চিন্তার কোনও কারণ নেই। আসলে ই৮৫ হল এমন একটি জ্বালানি যাতে ৮০ থেকে ৮৫ শতাংশ পর্যন্ত ইথানল এবং মাত্র ১৪ থেকে ১৯ শতাংশ পেট্রোল থাকে। ইথানল মূলত আখ, ভুট্টা এবং অন্যান্য কৃষিজ ফসল থেকে তৈরি একটি জৈব জ্বালানি। এটি তুলনামূলকভাবে পরিবেশবান্ধব এবং জীবাশ্ম জ্বালানির বিকল্প হিসেবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ব্যবহৃত হচ্ছে।

কিন্তু এই উচ্চমাত্রার ইথানল মিশ্রিত জ্বালানি ব্যবহার করার জন্য বিশেষ প্রযুক্তির গাড়ি প্রয়োজন। এই গাড়িগুলিকে বলা হয.' ফুয়েল্ ভেহিকল'। এমন গাড়ির ইঞ্জিন ও জ্বালানি সরবরাহ ব্যবস্থা বিশেষভাবে তৈরি করা হয় যাতে উচ্চমাত্রার ইথানল ব্যবহারে কোনও প্রযুক্তিগত সমস্যা না হয়। বর্তমানে ভারতের বাজারে কয়েকটি ফ্লেক্স ফুয়েল মডেল ইতিমধ্যেই এসেছে। এর মধ্যে রয়েছে হিরো স্পেল্ডার প্লাস ফ্লেক্স ফুয়েল, হিরো এইচএফ ডিলাক্স ফ্লেক্স এবং মারুতি সুজুকির ওয়াগনআর ফ্লেক্স ফুয়েল্ সংস্করণ। এছাড়াও টাটা মোটরসসহ আরও কয়েকটি বড় সংস্থা আগামী দিনে এই প্রযুক্তির গাড়ি বাজারে আনার পরিকল্পনা করছে। নতুন জ্বালানির অন্যতম বড় আকর্ষণ এর দাম। সরকার ক্ক৮৫-এর মূল্য নির্ধারণ করেছে প্রতি লিটার ৮২.১২ টাকা। বর্তমান বাজারদরের পেট্রোলের তুলনায় এটি উল্লেখযোগ্যভাবে সস্তা। ফলে যারা ভবিষ্যতে ফ্লেক্স ফুয়েল গাড়ি ব্যবহার করবেন, তাঁদের জ্বালানি খরচ অনেকটাই কমতে পারে। সরকারি পরিকল্পনা অনুযায়ী, প্রথম পর্যায়ে দেশের ৮৫টি সরকারি পেট্রোল পাম্পে ক্ক৮৫ সরবরাহ করা হবে। ২০২৬ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে এই সংখ্যা ৫০০-তে উন্নীত করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। দীর্ঘমেয়াদে দেশের প্রায় ৫,০০০ পাম্পে এই জ্বালানি পৌঁছে দেওয়ার পরিকল্পনাও রয়েছে। তবে সাধারণ পেট্রোলচালিত গাড়ির ক্ষেত্রে কোনও পরিবর্তন আসছে না। বর্তমানে দেশের অধিকাংশ যানবাহন ই২০ জ্বালানির জন্য উপযোগী। ই২০-তে সর্বোচ্চ ২০ শতাংশ ইথানল মেশানো থাকে এবং তা বহু বছর ধরেই ধাপে ধাপে চালু করা হচ্ছে। এই গাড়িগুলি আগের মতোই ক্ক২০ পেট্রোল ব্যবহার করবে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী স্পষ্ট জানিয়েছেন, কোনও পাম্পে জোর করে ই৮৫ বিক্রি করা হবে না। প্রতিটি পাম্পে স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকবে কোন জ্বালানি ই২০ এবং কোনটি ই৮৫। ফলে ভুলবশত সাধারণ গাড়িতে ই৮৫ ভরে দেওয়ার আশঙ্কাও থাকবে না। বিশেষজ্ঞদের মতে, ই৮৫ শুধু সস্তা জ্বালানি নয়, এটি পরিবেশ সুরক্ষার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। ইথানল ব্যবহারে কার্বন নির্গমন তুলনামূলকভাবে কম হয়, ফলে বায়ুদূষণ কমাতে সাহায্য করবে। পাশাপাশি দেশের কৃষকরাও লাভবান হতে পারেন, কারণ ইথানল উপাদনের জন্য কৃষিজ ফসলের চাহিদা বাড়বে। সব মিলিয়ে ই৮৫ ভারতের জ্বালানি খাতে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করল। তবে এর অর্থ এই নয় যে বর্তমান পেট্রোলচালিত গাড়িগুলির দিন শেষ। বরং আগামী কয়েক বছর ধরে প্রচলিত জ্বালানি এবং নতুন প্রজন্মের ইথানলভিত্তিক জ্বালানি-দুই ব্যবস্থাই পাশাপাশি চলবে। ফলে সাধারণ গাড়ির মালিকদের জন্য এখনই উদ্বিগ্ন হওয়ার কোনও কারণ নেই। বরং ভবিষ্যতের সাশ্রয়ী ও পরিবেশবান্ধব পরিবহণ ব্যবস্থার দিকে এগিয়ে যাওয়ার পথে এটিকে একটি বড় পদক্ষেপ বলেই মনে করা হচ্ছে।

২৪ ঘণ্টার দিন ইতিহাস হবে! ধীরে ধীরে কমছে পৃথিবীর গতি, ভবিষ্যতে একদিন হবে ২৫ ঘণ্টার

বিশেষ প্রতিবেদক ঃ দিন যেন ফুরোতেই চায় না, আবার অনেকের কাছে ২৪ ঘণ্টাও যথেষ্ট নয়। কাজ, পড়াশোনা, পরিবার, বিনোদন-সব সামলে দিনের শেষে মনে হয়, যদি আর একটু সময় পাওয়া যেত! আশ্চর্যের বিষয়, বিজ্ঞানীরা বলছেন, ভবিষ্যতে সত্যিই দিনের দৈর্ঘ্য বাড়বে। এমন এক সময় আসবে, যখন পৃথিবীতে একদিনের হিসাব হবে ২৫ ঘণ্টায়। তবে সেই পরিবর্তন দেখতে মানুষের এখনও অপেক্ষা করতে হবে কয়েকশো মিলিয়ন বছর।সম্প্রতি মহাকাশ গবেষণা ও পৃথিবীর ঘূর্ণন সংক্রান্ত বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে উঠে এসেছে, পৃথিবীর নিজ অক্ষের উপর ঘূর্ণনের গতি ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে। বর্তমানে পৃথিবী প্রায় ২৪ ঘণ্টায় একবার নিজের অক্ষে সম্পূর্ণ ঘূর্ণন সম্পন্ন করে। কিন্তু এই সময়সীমা চিরকাল একই ছিল না এবং ভবিষ্যতেও একই থাকবে না। বিজ্ঞানীদের মতে, পৃথিবীর ঘূর্ণন ধীর হয়ে যাওয়ার প্রধান কারণ চাঁদ এবং পৃথিবীর মধ্যকার মহাকর্ষীয় পারস্পরিক ক্রিয়া। পৃথিবী যেমন চাঁদের উপর মহাকর্ষীয় প্রভাব বিস্তার করে, তেমনই চাঁদও পৃথিবীর উপর প্রভাব ফেলে। এই মহাজাগতিক টানাপোড়েনের ফলেই পৃথিবীর ঘূর্ণন ধীরে ধীরে মন্থর হয়ে আসছে।গবেষণায় দেখা গেছে, প্রতি শতাব্দীতে পৃথিবীর দিনের দৈর্ঘ্য গড়ে প্রায় ১.৭ মিলিসেকেন্ড করে বাড়ছে। শুনতে এই সংখ্যা খুবই ছোট মনে হলেও কয়েক কোটি বা কয়েকশো কোটি বছরের হিসেবে এটি বিশাল পরিবর্তন ডেকে আনতে পারে। বিজ্ঞানীদের হিসাব অনুযায়ী, বর্তমান প্রবণতা অব্যাহত থাকলে প্রায় ২০ কোটি বছর পরে পৃথিবীতে একদিনের দৈর্ঘ্য ২৪ ঘণ্টা থেকে বেড়ে ২৫ ঘণ্টায় পৌঁছতে পারে।এই তথ্য অনেকের কাছেই অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে। কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাসে তাকালে বোঝা যায়, দিনের দৈর্ঘ্য সবসময় একই ছিল না। গবেষকরা জানাচ্ছেন, প্রায় ১০০ কোটি বছর আগে পৃথিবীর একদিনের দৈর্ঘ্য ছিল মাত্র ১৯ ঘণ্টা। অর্থাৎ তখন পৃথিবী অনেক দ্রুত ঘুরত। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই গতি কমেছে এবং ধীরে ধীরে দিনের দৈর্ঘ্য

বেড়ে আজকের ২৪ ঘণ্টায় এসে পৌঁছেছে। অর্থাৎ, ২৪ ঘণ্টার দিন কোনও চিরস্থায়ী নিয়ম নয়। এটি পৃথিবীর বিবর্তনের একটি নির্দিষ্ট পর্যায় মাত্র। ভবিষ্যতে পৃথিবীর ঘূর্ণন আরও ধীর হলে দিনের দৈর্ঘ্যও বাড়তে থাকবে। তবে এই পরিবর্তন নিয়ে আতঙ্কিত হওয়ার কোনও কারণ নেই। কারণ এটি এমন কোনও ঘটনা নয় যা আগামী কয়েক বছর বা কয়েক হাজার বছরের মধ্যে ঘটবে। পরিবর্তনটি হবে অত্যন্ত ধীরগতিতে এবং লক্ষ লক্ষ বছর ধরে। ফলে পৃথিবীর জীবজগৎ সেই পরিবর্তনের সঙ্গে ধীরে ধীরে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পারবে। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, দিনের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পেলে পৃথিবীর পরিবেশ, জলবায়ু এবং জীববৈচিত্র্যের উপর দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব পড়তে পারে। মানুষের ঘুমের অভ্যাস, দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, কাজের সময়সূচি এবং জীববৈজ্ঞানিক ঘড়িতেও পরিবর্তন আসতে পারে। শুধু মানুষ নয়, উদ্ভিদ ও প্রাণীদের জীবনচক্রও সূর্যালোক এবং অন্ধকারের সময়ের উপর নির্ভরশীল। দিনের দৈর্ঘ্য পরিবর্তিত হলে তাদের আচরণ, খাদ্যাভ্যাস, প্রজনন প্রক্রিয়া এবং বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্যেও প্রভাব পড়তে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে, পৃথিবীর ঘূর্ণন গতি কমার সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রের জোয়ার-ভাটা, বায়ুমণ্ডলের প্রবাহ এবং আবহাওয়ার দীর্ঘমেয়াদি ধরণেও পরিবর্তন দেখা দিতে পারে। যদিও এই পরিবর্তনগুলি এত ধীরে ঘটবে যে তাৎক্ষণিকভাবে কোনও প্রভাব অনুভূত হবে না। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন পরিবর্তন নতুন নয়। অতীতেও মহাজাগতিক প্রভাব, ভূতাত্ত্বিক পরিবর্তন এবং প্রাকৃতিক বিবর্তনের কারণে পৃথিবীর পরিবেশ বহুবার বদলেছে। বর্তমানে যে পৃথিবীকে আমরা চিনি, সেটিও কোটি কোটি বছরের পরিবর্তনের ফল।বিজ্ঞানীদের মতে, এই গবেষণা আমাদের শুধু ভবিষ্যতের একটি সম্ভাব্য চিত্রই দেখায় না, বরং পৃথিবী এবং মহাবিশ্বের জটিল সম্পর্ক সম্পর্কেও নতুন ধারণা দেয়। চাঁদ, পৃথিবী এবং সূর্যের পারস্পরিক প্রভাব যে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সময় গণনার মতো বিষয়কেও প্রভাবিত করতে পারে, সেটাই এই গবেষণার সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিক। সব মিলিয়ে, আগামীকাল বা আগামী প্রজন্মের জীবনে ২৫ ঘণ্টার দিন আসছে না। কিন্তু মহাজাগতিক সময়ের বিচারে পৃথিবী ধীরে ধীরে সেই দিকেই এগিয়ে চলেছে। কোটি কোটি বছর পরে যখন পৃথিবীতে একদিন ২৫ ঘণ্টার হবে, তখন হয়তো এই গ্রহের জীবজগৎও সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপ ধারণ করবে। আর সেই পরিবর্তনের বীজ বোনা হচ্ছে আজই, পৃথিবীর অতি ধীর কিন্তু অবিরাম ঘূর্ণনের মধ্যে।

অস্ত্রভাণ্ডারে টান, চাপে তেহরান! ইরানের শক্তি ফুরিয়ে আসছে দাবি ট্রাম্পের

৭ জুন ঃ মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনা এখনও পুরোপুরি প্রশমিত হয়নি। সংঘর্ষবিরতির পর কিছুটা শান্ত পরিস্থিতি তৈরি হলেও ফের মুখোমুখি হয়েছে ইরান ও আমেরিকা। তবে দীর্ঘদিনের সংঘাত এবং ধারাবাহিক সামরিক অভিযানের ধাক্কায় ইরানের সামরিক সক্ষমতা বড়সড় চাপে পড়েছে বলে দাবি করেছেন মার্কিন প্রেসিডেঃট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তাঁর বক্তব্য ঘিরে নতুন করে শুরু হয়েছে আন্তর্জাতিক মহলে জল্পনা-তাহলে কি যুদ্ধক্ষেত্রে ধীরে ধীরে কোণঠাসা হয়ে পড়ছে তেহরান? শুক্রবার এক মার্কিন সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প দাবি করেন, ইরানের সামরিক অবকাঠামোর বড় অংশ ইতিমধ্যেই ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। তাঁর কথায়, আমেরিকার ধারাবাহিক অভিযানে ইরানের অস্ত্র উপাদন ব্যবস্থা এবং ড্রোন তৈরির একাধিক কারখানা ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়েছে। ফলে নতুন করে অস্ত্র উপাদনের সক্ষমতাও অনেকটাই কমে এসেছে। ট্রাম্প বলেন, আমাদের সামরিক অভিযানের ফলে ইরানের অস্ত্রভাণ্ডার উল্লেখযোগ্যভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বর্তমানে তাদের হাতে খুব সীমিত সংখ্যক ক্ষেপণাস্ত্র অবশিষ্ট রয়েছে। যুদ্ধ শুরুর আগে যে পরিমাণ মজুত ছিল, তার তুলনায় এখন পরিস্থিতি সম্পূর্ণ আলাদা। বেশিরভাগ সামরিক উপাদন কেন্দ্র ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। যদিও কিছু ড্রোন এখনও তাদের হাতে রয়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্টের দাবি অনুযায়ী, ইরানের হাতে বর্তমানে আগের তুলনায় অনেক কম পরিমাণ ক্ষেপণাস্ত্র রয়েছে। যদিও এই দাবির স্বাধীন কোনও আন্তর্জাতিক যাচাই এখনও প্রকাশ্যে আসেনি। তবুও তাঁর মন্তব্য আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক মহলে যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়েছে। কারণ, দীর্ঘদিন ধরে পশ্চিম এশিয়ার অন্যতম সামরিক শক্তি হিসেবে পরিচিত ইরানের অস্ত্রভাণ্ডার ও ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচি নিয়ে বহু দেশ উদ্বেগ প্রকাশ করে এসেছে। বিশেষজ্ঞদের একাংশ মনে করছেন, যদি সত্যিই ইরানের সামরিক উপাদন ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে, তাহলে ভবিষ্যতে তাদের প্রতিরক্ষা কৌশলে বড় পরিবর্তন আসতে পারে। একই সঙ্গে যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হলে অস্ত্র ও রসদের ঘাটতি আরও প্রকট হওয়ার আশঙ্কাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। তবে অন্যদিকে, যুদ্ধ পরিস্থিতি নিয়ে নিজ দেশেও বাড়ছে চাপের মুখে পড়ছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প।

সাইক্লোথনে অংশগ্রহণকারী অন্যদের সাথে উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী উদয় বরওয়ানকর।

অতিমারীর বিরুদ্ধে যুগান্তকারী অস্ত্র! এআই-এর সাহায্যে তৈরি 'সুপার ভ্যাকসিন'

নয়াদিল্লি, ৭ জুন ঃ করোনা মহামারী গোটা বিশ্বকে শিখিয়েছিল একটি কঠিন সত্য-সংক্রামক রোগের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আগে থেকে প্রস্তুত থাকা ছাড়া কোনও বিকল্প নেই। লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণহানি, স্বাস্থ্যব্যবস্থার বিপর্যয় এবং বিশ্ব অর্থনীতির অভূতপূর্ব ক্ষতি মানবসভ্যতাকে নতুন করে ভাবতে বাধ্য করেছে। সেই অভিজ্ঞতা থেকেই বিজ্ঞানীরা বহুদিন ধরেই এমন একটি টিকার সন্ধান করছেন, যা শুধু একটি নির্দিষ্ট ভাইরাস নয়, বরং একাধিক ভাইরাস ও তাদের পরিবর্তিত রূপের বিরুদ্ধেও কার্যকর হতে পারে। এবার সেই স্বপ্নপূরণের দিকেই বড় পদক্ষেপের দাবি করলেন গবেষকরা। ইংল্যান্ডের কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল বিজ্ঞানী কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই)-এর সাহায্যে এমন একটি বিশেষ টিকা তৈরির কথা ঘোষণা করেছেন, যা ভবিষ্যতের সম্ভাব্য অতিমারী মোকাবিলায. গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। গবেষকদের দেওয়া নাম অনুযায়ী, এটি একটি ' এমন এক টিকা, যা বহু ধরনের ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সক্ষম হতে পারে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ইতিমধ্যেই বহুবার সতর্ক করেছে যে ভবিষ্যতে নতুন ধরনের সংক্রামক রোগ বা তথাকথিত ' এক্স' মানবজাতির সামনে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াতে পারে। বিজ্ঞানীদের আশঙ্কা, এমন কোনও অজানা রোগজীবাণু আবির্ভূত হতে পারে, যা করোনা ভাইরাসের তুলনায় আরও দ্রুত ছড়াতে পারে এবং আরও বেশি ক্ষয়ক্ষতি ডেকে আনতে পারে। সেই কারণেই বর্তমানে বিশ্বজুড়ে গবেষণার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হলো এমন প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলা, যা সম্ভাব্য মহামারীর আগেই মানুষকে সুরক্ষা দিতে পারে। সাধারণত প্রতিটি সংক্রামক রোগের জন্য আলাদা টিকা তৈরি করা হয়। নির্দিষ্ট ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়ার গঠন বিশ্লেষণ করে তার বিরুদ্ধে শরীরে অ্যান্টিবডি তৈরি করার জন্য ভ্যাকসিন তৈরি করা হয়। কিন্তু সমস্যা হল, অনেক ভাইরাস সময়ের সঙ্গে নিজেদের রূপ পরিবর্তন করে। ফলে পুরনো টিকার কার্যকারিতা কমে যেতে পারে। করোনা মহামারীর সময়ও বিভিন্ন ভ্যারিয়েন্টের আবির্ভাব সেই সমস্যাকে স্পষ্টভাবে সামনে এনেছিল। কেমব্রিজের গবেষকদের দাবি, তাঁদের নতুন টিকার মূল শক্তি লুকিয়ে রয়েছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার উন্নত বিশ্লেষণ ক্ষমতায়। এআই প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিশ্বের বিভিন্ন ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া এবং তাদের অসংখ্য প্রজাতি ও উপপ্রজাতির ডিএনএ ও আরএনএ-সংক্রান্ত বিপুল পরিমাণ তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এরপর সেই তথ্য বিশ্লেষণ করে এমন কিছু সাধারণ জিনগত বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করা হয়েছে, যা বহু রোগজীবাণুর মধ্যেই বিদ্যমান। এই বিশ্লেষণের ভিত্তিতে গবেষকরা একটি বিশেষ ধরনের ' তৈরি করেছেন। সেই অ্যান্টিজেন ব্যবহার করেই তৈরি হয়েছে নতুন প্রজন্মের এই টিকা। গবেষকদের মতে, টিকাটি শরীরের রোগপ্রতিরোধ ব্যবস্থাকে এমনভাবে প্রশিক্ষণ দেয. যাতে তা বিভিন্ন ধরনের সংক্রমণকারী জীবাণুকে দ্রুত শনাক্ত করতে পারে। শুধু তাই নয়, কোনও ভাইরাস যদি সময়ের সঙ্গে রূপ পরিবর্তনও করে, তাহলেও তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার ক্ষমতা বজায় রাখতে পারে এই প্রযুক্তি। গবেষণা দলের নেতৃত্বে থাকা অধ্যাপক অ্যান্ডি পোলার্ড জানিয়েছেন, প্রাথমিক পর্যায়ে যাঁদের শরীরে এই টিকা প্রয়োগ করা হয়েছে, তাঁদের মধ্যে আশাব্যঞ্জক ফলাফল দেখা গেছে। পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিদের শরীরে শক্তিশালী রোগপ্রতিরোধী প্রতিক্রিয়া এবং অ্যান্টিবডি উৎপাদনের প্রমাণ মিলেছে বলে দাবি গবেষকদের। যদিও বৃহত্তর পরিসরে আরও ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল এবং দীর্ঘমেয়াদি পর্যবেক্ষণের প্রয়োজন রয়েছে, তবুও প্রাথমিক ফলাফল বিজ্ঞানীদের আশাবাদী করে তুলেছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, যদি ভবিষ্যতের পরীক্ষাগুলিতেও এই টিকা সফল হয়, তাহলে চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইতিহাসে এটি একটি যুগান্তকারী আবিষ্কার হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। কারণ একক টিকার মাধ্যমে বহু ধরনের সংক্রামক রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার ধারণা এতদিন মূলত গবেষণাগারের সীমার মধ্যেই ছিল। বাস্তবে তা কার্যকর করা গেলে মহামারী মোকাবিলার কৌশল আমূল বদলে যেতে পারে। এআই-এর ব্যবহার ইতিমধ্যেই চিকিৎসা, ওষুধ আবিষ্কার, রোগ নির্ণয় এবং জিনগত গবেষণায় বিপ্লব ঘটিয়েছে। এবার সেই প্রযুক্তি যদি সত্যিই সর্বজনীন বা বহুমুখী ভ্যাকসিন তৈরিতে সফল হয়, তাহলে মানবস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে এক নতুন যুগের সূচনা হতে পারে। বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস, ভবিষ্যতের অজানা রোগের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা হতে পারে মানবজাতির অন্যতম শক্তিশালী সহযোদ্ধা। তবে গবেষকরা সতর্ক করে দিচ্ছেন, এখনও এই প্রযুক্তির পথচলা শেষ হয়নি। নিরাপত্তা, কার্যকারিতা এবং দীর্ঘমেয়াদি সুরক্ষার বিষয়গুলি নিশ্চিত করতে আরও বিস্তৃত পরীক্ষা প্রয়োজন। তবুও বলা যায়, অতিমারীর ভয়াবহ স্মৃতি থেকে শিক্ষা নিয়ে মানবসভ্যতা যে আরও প্রস্তুত ভবিষ্য গড়ার পথে এগোচ্ছে, এই ' তারই এক সম্ভাবনাময় দৃষ্টান্ত।

NAME CHANGE

I, Manosi Mandal (Old Name) W/O–Mihir Kumar Sarkar resident of Vill & Po-Raghunthpur , Ps-Tehatta , Dist-Nadia , West Bengal, Pin-741160 do hereby declared that I have changed my name from Manosi Mandal to Manasi Sarkar and henceforth I shall be known as Manasi Sarkar (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 05/06/2026. My name Manasi Sarkar & Manosi Mandal both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Profulla Biswas (Old Name) S/O–Balaram Biswas resident of Dharendrapur , Purba Nowapara , Ranaghat , Nadia , West Bengal, Pin- 741501 do hereby declared that I have changed my name from Profulla Biswas to Prafulla Biswas and henceforth I shall be known as Prafulla Biswas (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 05/06/2026. My name Prafulla Biswas & Profulla Biswas both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Mir Mahammad (Old Name) S/O– Nur Mahammad Sekh resident of Vill & Po-Matiari , Ps-Kaliganj , Dist-Nadia , West Bengal, Pin-741153 do hereby declared that I have changed my name from Mir Mahammad to Mir Mahammad Sekh and henceforth I shall be known as Mir Mahammad Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 05/06/2026. My name Mir Mahammad Sekh & Mir Mahammad both are same and one identical person

NAME CHANGE

I, Kadar Sk (Old Name) S/O-Sukchand Sekh resident of Vill & Po-Gantla , Ps-Kandi , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742136 do hereby declared that I have changed my name from Kadar Sk to Kadar Ali and henceforth I shall be known as Kadar Ali (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 05/06/2026. My name Kadar Ali & Kadar Sk both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Sheikh Kamrul Hassan S/O Mosab Ali residing at Darjiptti, P.O + P.S Bolpur, Birbhum, WB 731204 shall henceforth be known as Sekh Kamrul Hassan S/O Sekh Mosab Ali as declared before the Judicial Magistrate, Bolpur Court vide Affidavit no. 5222 dated 06.06.2024. In my wife's passport (No. N2032287), my name is mentioned as Sekh Kamrul Hassan instead of Sheikh Kamrul Hassan. I solemnly declare that Sheikh Kamrul Hassan and Sekh Kamrul Hassan is one and identical same person

NAME CHANGE

I, SEIKH SHABLU S/o SEIKH MERAJUDDIN Residing at Vill-Ichhakhali, P.O.-Kulgachi, P.S.-Raghu nathganj, Dist-Murshidabad, Pin-742213 WB do hereby solemnly affirm and declare my & my father's actual name SEIKH SHABLU S/o SEIKH MERAJUDDIN(New Name) instead of SHABLU SEIKH S/o MERAJUDDIN(Old Name), vide an affidavit sworn before the S.D.E.M./J.M. 1st Class at Jangipur, Murshidabad on 30/04/2026. That SHABLU SEIKH S/o MERAJUDDIN(Old Name) and SEIKH SHABLU S/o SEIKH MERAJUD DIN(New Name) both are same one and identical person.

NAME CHANGE

I, Sanat Das (old name) S/o- Prasanta Das residing at Sunuti, Sunuti, Bharatpur, Dist-Murshidabad, Pin-742401 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from SANAT DAS to SANAT KUMAR DAS and henceforth I shall be known as SANAT KUMAR DAS (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary public at Murshidabad dated 05/06/2026. SANAT DAS (old name) and SANAT KUMAR DAS (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Khusbu Parvin (old name) W/o-Rabiul Haque residing at Baliya Hosaainnagar, Kolan Radhakantapur, Bhagwangola, Dist-Murshidabad, Pin-742123 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from KHUSBU PARVIN to KHUSHABU PARVEEN and henceforth I shall be known as KHUSHABU PARVEEN (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary public at Murshidabad dated 06/06/2026. KHUSBU PARVIN (old name) and KHUSHABU PARVEEN (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Nurasha Bibi (old name) W/o-Emaul Haque residing at Baliya Hosaainnagar, Kolan Radhakantapur, Bhagwangola, Dist-Murshidabad, Pin-742123 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from NURASHA BIBI to NURESHA BIBI and henceforth I shall be known as NURESHA BIBI (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary public at Murshidabad dated 06/06/2026. NURASHA BIBI (old name) and NURESHA BIBI (new name) both are same and one identical person.

পণ্য পরিবহনে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ধারাবাহিক পারফরম্যান্স

মালিগাঁও, ৭জুনঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে২০২৬-এর মে মাসে পণ্য পরিবহনে তাদের শক্তিশালী পারফরম্যান্স অব্যাহত রেখেছে এবং পণ্য আনলোডিং কার্যক্রমে এক উল্লেখযোগ্য মাইলফলক অর্জন করেছে। মাসটিতে সমগ্র জোন জুড়ে ১০৩৪টি পণ্য পরিবাহী রেক আনলোডিং করা হয়েছে, যা ২০২৬-২৭ অর্থবছরে এই জোনের জন্য একটি স্থিতিশীল সূচনার ইঙ্গিত বহন করে। সমগ্র মাসজুড়ে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েখাদ্যশস্য, খাদ্যোপযোগী সামগ্রী, সার, চিনি, এসএনটিপি - কয়লা, লবণ, ট্যাংক এবং অন্যান্য পণ্য সামগ্রীসহ অত্যাবশ্যকীয় ও শিল্পজাত সামগ্রীর সুগম পরিবহন নিশ্চিত করেছে। এর অধীনের বিভিন্ন পণ্য শেডে এই চালানগুলো দক্ষতার সাথে পরিচালনা করা হয়েছিল, যা যথাসময়ে সরবরাহ এবং পরিচালনগত নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করেছে। পণ্য সামগ্রী পরিবহনের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলোর চাহিদা মেটানোর জন্য উৎসর্গীকৃত ছিল। আসামে সার্বাধিক ৫৫৭টি রেক আনলোড করা হযেছে,যার মধ্যে ২৭১টি রেক ছিল অত্যাবশ্যকীয.পণ্যের এবং ২৮৬টি রেক ছিল আবশ্যকীয় পণ্যের এটি পাবলিক ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম, ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাক্টিভিটিস এবং দৈনঃদিন উপভোক্তার চাহিদা পূরণে রেলওয়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকেই তুলে ধরে। একই সময়ে ত্রিপুরায় ৭৪টি, নাগাল্যান্ডে ৩৪টি, মণিপুরে ২০টি, অরুণাচল প্রদেশে ১০টি, মিজোরামে ৮টি এবং মেঘালয়ে ১টি রেক আনলোড করা হয়েছে। এছাড়াও, পশ্চিমবঙ্গে ১৯৬টি রেক থেকে পণ্য সামগ্রী আনলোড করা হয়েছে অন্যদিকে বিহারে ১৩৪টি রেক থেকে পণ্য সামগ্রী আনলোড করা হয়েছে, যার মধ্যে অত্যাবশ্যকীয় ও আবশ্যকীয় - উভয় প্রকার পণ্যই অন্তর্ভুক্ত ছিল। এর ফলে এই সমগ্র অঞ্চলে আঞ্চলিক সরবরাহ শৃঙ্খল, বাণিজ্যিক সংযোগ এবং অর্থনৈতিক কাম-কাজ আরও সুদৃঢ় হয়েছে। সমগ্র অঞ্চল জুড়ে জনসাধারণের চাহিদা পূরণ এবং অর্থনৈতিক কাম-কাজকে সুগম রাখার ক্ষেত্রে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য ও শিল্পসামগ্রীর চলাচল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ক্ষেত্র পর্যায়ের ইউনিটগুলোর সুগম পর্যবেক্ষণ ও সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েপণ্যবাহী ট্রেনগুলোর টার্নঅ্যারাউন্ড সময় এবং পণ্য আনলোডিং-এর দক্ষতা উন্নত করেছে এর মধ্য দিয়ে তারা নির্ভরযোগ্য পণ্য পরিবহন কার্যক্রম এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের প্রতি তাদের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছে।

ইবোলার থাবা কি দুর্বল হচ্ছে? কঙ্গোয় আক্রান্ত কমলেও স্বস্তি নেই, নতুন বিপদের আশঙ্কায় সতর্ক বিশেষজ্ঞরা

নয়াদিল্লি, ৭ জুন ঃ আফ্রিকার একাধিক দেশে ফের মাথাচাড়া দিয়ে ওঠা ইবোলা সংক্রমণ নিয়ে বিশ্বজুড়ে উদ্বেগের আবহ তৈরি হয়েছিল। বিশেষ করে গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্রে আক্রান্তের সংখ্যা দ্রুত বাড়তে থাকায় আতঙ্ক ছড়িয়েছিল আন্তর্জাতিক মহলে। তবে সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান কিছুটা আশার আলো দেখাচ্ছে। একসময় যেখানে সম্ভাব্য আক্রান্তের সংখ্যা এক হাজারেরও বেশি বলে মনে করা হচ্ছিল, সেখানে বর্তমানে নিশ্চিত আক্রান্তের সংখ্যা অনেকটাই কমে এসেছে। তবুও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এসেছে বলে মনে করতে নারাজ বিশেষজ্ঞরা। তাঁদের মতে, সংক্রমণের গতি কিছুটা কমলেও বিপদ এখনও পুরোপুরি কাটেনি। বর্তমানে কঙ্গোয় মোট ৩৮০ জন ইবোলা আক্রান্তের খবর পাওয়া গেছে। এর মধ্যে অন্তত ৬০ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। একই সঙ্গে প্রতিবেশী দেশ উগান্ডাতেও সংক্রমণের প্রভাব দেখা যাচ্ছে। সেখানে এখনও পর্যন্ত ১৫ জন আক্রান্ত হয়েছেন এবং একজনের মৃত্যুর খবর মিলেছে। ফলে সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলিতে স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের উদ্বেগ এখনও অব্যাহত। বিশেষজ্ঞদের মতে, বর্তমান পরিসংখ্যানকে ইতিবাচক হিসেবে দেখা গেলেও এর পিছনের বাস্তবতা বোঝা জরুরি। আগে যাঁদের শুধুমাত্র উপসর্গের ভিত্তিতে সংঃদহভাজন হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছিল, এখন মূলত পরীক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিত হওয়া আক্রান্তদের সংখ্যাই সরকারি হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। ফলে আক্রান্তের সংখ্যা কমে যাওয়ার অর্থ এই নয় যে ইবোলা ভাইরাসের সংক্রমণ ক্ষমতা বা ঝুঁকি হঠাৎ করে হ্রাস পেয়েছে। সবচেয়ে বড় উদ্বেগের বিষয় হলো, আক্রান্ত ব্যক্তিদের সংস্পর্শে আসা সকলকে এখনও শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের তথ্য অনুযায়ী, আক্রান্তদের সংস্পর্শে আসা ব্যক্তিদের মধ্যে মাত্র প্রায় ৪৫ শতাংশকে চিহ্নিত করা গেছে। অর্থাৎ অর্ধেকেরও বেশি সম্ভাব্য সংস্পর্শকারীর অবস্থান এখনও অজানা। এই পরিস্থিতিতে নতুন করে সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, প্রাথমিক পর্যায়ে অনেক জ্বরাক্রান্ত ব্যক্তিকেও সম্ভাব্য ইবোলা রোগী হিসেবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল। কিন্তু পরে পরীক্ষার মাধ্যমে দেখা

যায়, তাঁদের অনেকেই আসলে ম্যালেরিয়া বা অন্যান্য সংক্রামক রোগে আক্রান্ত ছিলেন। কঙ্গো অঞ্চলে ম্যালেরিয়া অত্যন্ত সাধারণ একটি রোগ হওয়ায় উপসর্গের মিলের কারণে বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছিল। ফলে সন্দেহভাজন রোগীর সংখ্যা কমে এলেও তা সংক্রমণ পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে এসেছে-এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছনো ঠিক হবে না। আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো, কঙ্গো ও উগান্ডার সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলির সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি। বহু বছর ধরে এই এলাকাগুলি সংঘাত, সহিংসতা, বাস্তুচ্যুতি এবং দুর্বল স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর সমস্যায় ভুগছে। এর ফলে অনেক ক্ষেত্রেই আক্রান্তদের দ্রুত শনাক্ত করা বা চিকিসার আওতায় আনা সম্ভব হয় না। যুদ্ধ এবং গৃহহীনতার কারণে বহু মানুষ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে চলে যেতে বাধ্য হন, যা সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণের কাজকে আরও কঠিন করে তোলে। বিশ্ব স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা, এমন পরিস্থিতিতে বহু সংক্রমণ এখনও নজরের বাইরে থেকে যেতে পারে। ফলে সরকারি পরিসংখ্যান বাস্তব পরিস্থিতির তুলনায় কমও হতে পারে। সংক্রমণের চেইন পুরোপুরি ভাঙতে না পারলে ভবিষ্যতে নতুন করে সংক্রমণ বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা থেকেই যাচ্ছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু) ইতিমধ্যেই পরিস্থিতির উপর নিবিড় নজর রাখছে। সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, কঙ্গোর ইতুরি প্রদেশে একাধিক নিশ্চিত এবং সংঃ দহভাজন সংক্রমণের ঘটনা সামনে এসেছে। পাশাপাশি মৃত্যুর সংখ্যাও উদ্বেগ বাড়াচ্ছে। শুধু সীমান্তবর্তী এলাকাতেই নয়, উগান্ডার রাজধানী কাম্পালাতেও পৃথকভাবে সংক্রমণ শনাক্ত হয়েছে। উদ্বেগের বিষয় হলো, এই সংক্রমণগুলির মধ্যে সরাসরি কোনও যোগসূত্র এখনও খুঁজে পাওয়া যায়নি। জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতে, সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে আনতে হলে দ্রুত আক্রান্তদের শনাক্ত করা, তাঁদের সংস্পর্শে আসা ব্যক্তিদের খুঁজে বের করা এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসা ও নজরদারির ব্যবস্থা করা অত্যন্ত জরুরি। পাশাপাশি সীমান্তবর্তী অঞ্চলে স্বাস্থ্য পরিকাঠামো আরও শক্তিশালী করা এবং স্থানীয় মানুষকে সচেতন করাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। সব মিলিয়ে কঙ্গোয় ইবোলা সংক্রমণের পরিসংখ্যানে কিছুটা ইতিবাচক পরিবর্তন দেখা গেলেও পরিস্থিতি এখনও পুরোপুরি স্বাভাবিক হয়নি। আক্রান্তের সংখ্যা কমার খবর স্বস্তিদায়ক হলেও সংক্রমণের ঝুঁকি রয়ে গেছে। তাই বিশেষজ্ঞদের বার্তা স্পষ্ট-এখনই আত্মতুষ্টির সময় নয়, বরং আরও সতর্কতা এবং নজরদারির মাধ্যমেই এই মারণ ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যেতে হবে।

'আমরা উত্তর-দক্ষিণ করতে চাই না, গোটা বাংলাজুড়ে উন্নয়ন হবে', বার্তা অগ্নিমিত্রার

নিজস্ব সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি, ৭ জুন ঃ উত্তরবঙ্গ বঞ্চিত। রাজ্যে বিরোধী দল থাকাকালীন বারবার এই অভিযোগ তুলেছিল বিজেপি। ভোটের আগে প্রচারে এসেছে উত্তরবঙ্গ বঞ্চনা ইস্যুতেই শান দিয়েছিলেন খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর থেকেই বিজেপির বিভিন্ন নেতা-মন্ত্রীদের মুখে শোনা গিয়েছে উত্তরবঙ্গে বঞ্চনা দূর করাই তাঁদের প্রধান লক্ষ্য। এবার সেই উত্তরবঙ্গে দাঁড়িয়েই অন্যভাবে এক অবহেলা বঞ্চনার প্রসঙ্গ তুললেন পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। তবে, একইসঙ্গে বার্তা দিলেন, উত্তর বা দক্ষিণ ভাগাভাগির উন্নয়ন করার মতো দল বিজেপি নয়। গোটা রাজ্যেই উন্নয়ন হবে।

বঞ্চিত উত্তরবঙ্গে প্রতিশ্রুতি অগ্নিমিত্রার- রবিবার উত্তরবঙ্গে পুর প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করেন পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। তারপর উত্তরকন্যায় সাংবাদিক বৈঠক করেন। সেখানেই,গত ১৫ বছরে বাংলাকে বিশেষ করে উত্তরবঙ্গকে কীভাবে বঞ্চিত করেছে তৃণমূল, তা তুলে ধরেন। অগ্নিমিত্রা বলেন, আমাদের সরকারের কেন আনা হয়েছে? ১৫ বছর বাংলার মানুষ, উত্তরবঙ্গের মানুষ কোনও পরিষেবা পায়নি। উত্তরবঙ্গের মানুষ তো পুরোপুরি বঞ্চিত। তৃণমূলের সুপ্রিমো প্রতিশ্রুতি দিয়ে গিয়েছেন, ঠকিয়েছেন। আমরা যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, তার প্রত্যেকটার কথা রাখব, আর সেটা দেখতে পাচ্ছেন বাংলার মানুষ।

গোটা রাজ্যের উন্নয়নের বার্তা দিয়ে অগ্নিমিত্রা বলেন, এরকম ভাবার কোনও কারণ নেই উত্তরবঙ্গ বঞ্চিত থাকবে বা দক্ষিণবঙ্গের শুধু উন্নয়ন হবে। আমরা উত্তর-দক্ষিণ এভাবে করতে চাই না। পুরো বাংলা জুড়ে একইভাবে উন্নয়ন হবে। আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে প্রথম প্রায়োরিটি হল উন্নয়ন।

ভোটের সময় প্রচারে এসে তৃণমূলকে ' উত্তরবঙ্গ' বলেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তাঁর অভিযোগ ছিল, তৃণমূল সরকার ইচ্ছাকৃত ভাবে উত্তরবঙ্গকে অবহেলা করেছে। একাধিক কেন্দ্রীয় প্রকল্প থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। চা বাগানগুলিকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছে তৃণমূল। তবে, রাজ্যে ক্ষমতায় এসেই উত্তরবঙ্গের বঞ্চনা দূর করতে ময়দানে নেমে পড়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। উত্তরবঙ্গে গিয়ে একাধিক বৈঠক করেছেন। সম্প্রতি, শুভেন্দু অধিকারীর মন্ত্রিসভাতেও জায়গা করে নিয়েছেন উত্তরবঙ্গের একাধিক বিধায়ক। মন্ত্রিসভায় ৩৫ জন সদস্যের মধ্যে ৯জনই উত্তরবঙ্গের। তৃণমূল আমলে এতজন মন্ত্রী আগে উত্তরবঙ্গ পায়নি। অবশেষে উত্তরবঙ্গের বঞ্চনা কাটল বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

উল্লেখ্য, রবিবারের বৈঠকে উত্তরবঙ্গ বন্যা নিয়ন্ত্রণে বলতে শোনা যায় অগ্নিমিত্রাকে। মন্ত্রী বলেন, আগেরবার বন্যা, ধ্বস দেখেছিলাম। মৃত্যু দেখেছিলাম উত্তরবঙ্গে। এবার তাই বিপর্যয় মোকাবিলায় আগাম বৈঠক। মন্ত্রীর দাবি, যেভাবে তাঁরা কাজে নেমেছেন, তাতে তাঁদের ধারণা বর্ষাকাল উতরে দিতে পারবেন তাঁরা।

ফেসবুকে লিখে তৃণমূল ছাড়লেন বলাগড়ের রুনা খাতুন দাস

বনস্পতি দে, বলাগড়, ৭ জুন ঃ এ বার ফেসবুকে লিখে তৃণমূল ছাড়লেন হুগলির বলাগড়ের রুনা খাতুন দাস। হুগলি জেলা পরিষদের সদস্য রুনা হুগলির ছাত্র-যুব রাজনীতির আঙিনায় অতি পরিচিত নাম বলাগড় বিধানসভারই শ্রীপুরের মেয়ে তিনি। ২০১৩ সাল থেকে টানা তিন বার হুগলি জেলা পরিষদের সদস্য রুনা। ২০১৯ সালে প্রচারের মুখপাত্র হিসাবে ত্রিপুরা ও অসমে কাজও করেন তিনি। ২০২১ সালের ১৬ অগস্ট জেলার যুব সভানেত্রী করা হয় রুনাকে। টানা আড়াই বছর সেই পদে ছিলেন। স্বামী অরিজিৎ দাস এখনও বলাগড়ের সিজা কামালপুর পঞ্চায়েতের তৃণমূলের উপপ্রধান। ২০২৪ সালে বলাগড়ের প্রাক্তন বিধায়ক মনোরঞ্জন ব্যাপারীর সঙ্গে তাঁর ঝামেলা নিয়ে সংবাদমাধ্যমে কম শিরোনাম হয়নি। পরিস্থিতি এমন হয়, তা সামাল দিতে শীর্ষ নেতৃত্বকে ময়দানে নামতে হয়। সেই রুনা এ দিন দল ছাড়ার কথা ঘোষণা করেন। রুনার অনুগামীদের দাবি, সুবক্তা রুনা জেলা পরিষদের সভাধিপতি হওয়ার দাবিদার ছিলেন। বিধায়কের টিকিটও পেতে পারতেন তিনি। তাঁকে দল যথাযথ মর্যাদা দিতে পারেনি। যদিও তৃণমূলেরই আর এক পক্ষের দাবি, সকলেই টিকিট বা পদ পাবেন, কোনও রাজনৈতিক দলেই তা হয় না। বরং দল হেরে গেলে, অনেকেই দল ছাড়তে চান।রুনা জানান, মানুষের রায়কে মানতে হবে। সরকারের পরিবর্তন হয়েছে। তাদের কাজের জন্য পরিসর দেওয়া উচিত। উন্নয়ন হোক। মানুষের ইচ্ছা পূরণ হওয়া উচিত। মানুষের কাজ করতে গেলে রাজনীতি করতেই হবে, তার মানে নেই। হয়ত বেশি সংখ্যক মানুষের কাছে যাওয়ার জন্য রাজনীতি একটা প্ল্যাটফর্ম। তবে সেটাই একমাত্র পথ নয়। রুনার কথায়, 'আমি ঠিক করেছি, তৃণমূল কংগ্রেস আর করব না। তৃণমূলের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করলাম। এ বার দেখা যাক। আলাদা করে কিছু ভাবিনি। পথই পথ দেখাবে।'

৬ ঘণ্টায় দিল্লি-শিলিগুড়ি-বুলেট ট্রেন করিডোরে উচ্ছ্বসিত উত্তরবঙ্গ

নিজস্ব সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি, ৭ জুন ঃ শিলিগুড়ি থেকে দিল্লি মাত্র ছয় ঘণ্টায়! কয়েক বছর আগেও এমন কথা কল্পবিজ্ঞানের গল্প বলেই মনে হতো। কিন্তু দেশের দ্বিতীয় বুলেট ট্রেন করিডোর হিসেবে দিল্লি-শিলিগুড়ি রুটের ঘোষণা সামনে আসতেই নতুন আশায় বুক বাঁধতে শুরু করেছেন উত্তরবঙ্গের মানুষ। বহু বছরের যাতায়াত-যন্ত্রণা এবং দীর্ঘ ভ্রমণের অবসান ঘটতে পারে বলেই মনে করছেন সাধারণ যাত্রী থেকে ব্যবসায়ী মহল। শনিবার রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করে জানান, মুম্বই-আমেদাবাদ বুলেট ট্রেন প্রকল্পের পর দেশের দ্বিতীয় উচ্চগতির রেল করিডোর গ।ে তোলা হবে দিল্লি থেকে শিলিগুড়ি পর্যন্ত। এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে উত্তরবঙ্গের যোগাযোগ ব্যবস্থায় যুগান্তকারী পরিবর্তন আসতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। বর্তমানে নিউ জলপাইগুড়ি (এনজেপি) দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রেল জংশন। প্রতিদিন প্রায় ৪০ জোড়া ট্রেন এখান দিয়ে যাতায়াত করে। উত্তরবঙ্গ, সিকিম এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের যাত্রীরা দিল্লি-সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে যাওয়ার জন্য এনজেপির উপর নির্ভরশীল। কিন্তু দিল্লি পৌঁছতে সাধারণ ট্রেনে প্রায় একদিন বা তারও বেশি সময় লেগে যায়। ফলে সময় বাঁচাতে অনেককেই বাধ্য হয়ে বিমানে যাতায়াত করতে হয়, যা সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে। প্রস্তাবিত বুলেট ট্রেন চালু হলে সেই চিত্র সম্পূর্ণ বদলে যেতে পারে। পরিকল্পনা অনুযায়ী, নিউ জলপাইগু।ি থেকে ট্রেনটি পাটনা, বারাণসী এবং লখনৌ হয়ে সরাসরি দিল্লি পৌঁছবে। উচ্চগতির এই রেল পরিষেবার ফলে যাত্রার সময় উল্লেখযোগ্যভাবে কমে আসবে এবং উত্তরবঙ্গের সঙ্গে দেশের রাজধানীর সংযোগ আরও শক্তিশালী হবে। শুধু যাত্রী পরিবহণ নয়, এই প্রকল্প উত্তরবঙ্গের অর্থনীতি, পর্যটন এবং বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিতে পারে। ব্যবসায়ীদের মতে, দ্রুত যোগাযোগ ব্যবস্থা গ।ে উঠলে শিল্প বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে এবং উত্তরবঙ্গের পণ্য দেশের বিভিন্ন বাজারে আরও দ্রুত পৌঁছতে পারবে। একইসঙ্গে দার্জিলিং, ডুয়ার্স, কালিম্পং ও সিকিমমুখী পর্যটনেরও নতুন গতি আসতে পারে। উত্তরবঙ্গের কৌশলগত গুরুত্ব বিবেচনা করে কেন্দ্রীয় সরকার ইতিমধ্যেই একাধিক রেল অবকাঠামো প্রকল্পের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। বিশেষ করে ' নেক' নামে পরিচিত সংবেদনশীল শিলিগুড়ি করিডরের নিরাপত্তা এবং বিকল্প যোগাযোগ ব্যবস্থা শক্তিশালী করার দিকে জোর দেওয়া হচ্ছে। রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, নিউ জলপাইগুড়িকে কেন্দ্র করে প্রায় ২০ কিলোমিটার দীর্ঘ ভূগর্ভস্থ রেলপথ নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে। পাশাপাশি এনজেপি থেকে আলুয়াবাড়ি পর্যন্ত রেলপথকে আরও আধুনিক ও শক্তিশালী করা হবে। বাগডোগরা পর্যন্ত রেল সংযোগও দ্বিমুখী বা ডাবল লাইনে উন্নীত করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এই সমস্ত প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে উত্তরবঙ্গের সামগ্রিক রেল পরিকাঠামো আরও শক্তিশালী হবে। দার্জিলিংয়ের সাংসদ Raju Bista দাবি করেছেন, শিলিগুড়িকে কেন্দ্র করে রেল অবকাঠামো উন্নয়নের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা অনেক আগেই তৈরি হয়েছিল। এখন প্রশাসনিক সমন্বয় বৃদ্ধির ফলে সেই প্রকল্পগুলির বাস্তবায়নের পথ আরও সহজ হয়েছে। রেল মন্ত্রকের সূত্র অনুযায়ী, সংশ্লিষ্ট প্রকল্পগুলির বিস্তারিত প্রকল্প প্রতিবেদন (ডিপিআর) তৈরির কাজ চলছে। সেই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হওয়ার পর নির্মাণকাজ দ্রুত শুরু করার পরিকল্পনা রয়েছে। যদিও প্রকল্প বাস্তবায়নের সময়সীমা ও আর্থিক ব্যয়ের বিষয়ে এখনও বিস্তারিত কিছু জানানো হয়নি, তবুও ঘোষণার পর থেকেই উত্তরবঙ্গে আশাবাদের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। সব মিলিয়ে, দিল্লি-শিলিগুড়ি বুলেট ট্রেন প্রকল্প শুধুমাত্র একটি নতুন রেল পরিষেবা নয় এটি উত্তরবঙ্গের যোগাযোগ, অর্থনীতি এবং উন্নয়নের ভবিষ্যৎকে নতুন মাত্রা দিতে পারে। এখন নজর থাকবে, ঘোষণার পর বাস্তবায়নের পথে কত দ্রুত এগোয় এই বহুল প্রত্যাশিত প্রকল্প।

ঐতিহ্যের নতুন ঠিকানা! তিন কোটি টাকায় শিলিগুড়ি টাউন স্টেশনের আমূল সংস্কারে রেলের উদ্যোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি, ৭ জুন ঃ উত্তরবঙ্গের রেল ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী শিলিগুড়ি টাউন স্টেশন নতুন করে প্রাণ ফিরে পেতে চলেছে। বহুদিনের অবহেলা, জীর্ণতা এবং দখলদারির অভিযোগের পর অবশেষে ঐতিহাসিক এই স্টেশনের সংস্কারে হাত দিয়েছে রেল কর্তৃপক্ষ। ইতিমধ্যেই প্রকল্পের জন্য প্রায় তিন কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। স্টেশনের ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ রেখে আধুনিকীকরণের পাশাপাশি এখানে একটি বিশেষ মিউজিয়াম তৈরিরও পরিকল্পনা রয়েছে। রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, স্টেশনের পুরনো কাঠামো সংরক্ষণ করেই সংস্কারের কাজ এগোবে। দীর্ঘদিন ধরে ক্ষতিগ্রস্ত টিনের ছাউনি, বিশালাকার স্টেশন ভবনের দেওয়াল এবং অন্যান্য অবকাঠামো মেরামত করা হবে। একইসঙ্গে স্টেশনের ঐতিহাসিক গুরুত্ব তুলে ধরতে একটি রেল-ঐতিহ্য সংগ্রহশালা বা মিউজিয়াম গড়ে তোলার পরিকল্পনাও নেওয়া হয়েছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক জানিয়েছেন, রেল মন্ত্রকের নির্দেশে ইতিমধ্যেই সংস্কার প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। ভবিষ্যতে স্টেশনকে কেংদ্র করে আরও একাধিক উন্নয়নমূলক উদ্যোগ নেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে।দীর্ঘদিন ধরে প্রায় অচল অবস্থায় প।ে থাকা এই স্টেশনকে ঘিরে স্থানীয় মানুষের মধ্যে এক ধরনের হতাশা তৈরি হয়েছিল। স্টেশন চত্বরে বহিরাগতদের আনাগোনা, আড্ডা এবং অসামাজিক কার্যকলাপের অভিযোগও ছিল। সেই সমস্যা মোকাবিলায় প্রথম ধাপে গোটা

স্টেশন এলাকা ঘিরে ফেলার পরিকল্পনা করা হয়েছে। এর ফলে নিরাপত্তা বাড়বে এবং সংস্কারকাজও নির্বিঘ্নে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে বলে মনে করছে রেল।শিলিগুড়ির বাসিন্দাদের কাছে এই স্টেশন শুধু একটি রেল অবকাঠামো নয়, বরং শহরের ইতিহাস ও আবেগের অংশ। ১৮৭৯ সালে প্রতিষ্ঠিত এই স্টেশন উত্তরবঙ্গের যোগাযোগ ব্যবস্থার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। প্রায় একই সময় চালু হয়েছিল বিখ্যাত Darjeeling Himalayan Railway বা টয় ট্রেন পরিষেবা। সেই সময় পাহাড় থেকে টয় ট্রেনে নেমে যাত্রীরা শিলিগুড়ি টাউন স্টেশন থেকেই কলকাতার উদ্দেশে রওনা দিতেন।ঐতিহাসিকদের মতে, শিলিগুড়ির আধুনিক বিকাশের পেছনেও এই স্টেশনের বড় ভূমিকা রয়েছে। সাহিত্যিক Gourishankar Bhattacharya মনে করেন, স্টেশনটির সঙ্গে উত্তরবঙ্গের ইতিহাস ও সংস্কৃতির গভীর সম্পর্ক রয়েছে। তাঁর মতে, এই ঐতিহ্য সংরক্ষণ ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।লেখক Debashis Chakraborty-র বক্তব্য, দীর্ঘদিন ধরে অবহেলায় প।ে থাকার ফলে স্টেশনটি অনেকাংশে দখলদারদের কবলে চলে গিয়েছিল। সেই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে এসে যদি ঐতিহাসিক স্থাপনাটিকে নতুনভাবে সংরক্ষণ করা যায়, তাহলে তা শিলিগুড়ির জন্য একটি বড় অর্জন হবে। শুধু রেল ইতিহাস নয়, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন এবং জাতীয় জীবনের বহু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সঙ্গেও জ।য়ে রয়েছে এই স্টেশন। বিভিন্ন সময়ে এখানে পদার্পণ করেছেন Rabindranath Tagore, Mahatma Gandhi, Subhas Chandra Bose, Chittaranjan Das এবং বিপ্লবী Bagha Jatin-এর মতো ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বরা। এমনকি বিখ্যাত মার্কিন লেখক Mark Twain-এর সফরের স্মৃতিও জড়িয়ে আছে এই স্টেশনের সঙ্গে। ইতিহাসবিদদের মতে, ব্রিটিশ শাসনামলে এই স্টেশন এবং তার আশপাশের এলাকা বিপ্লবীদের গোপন কর্মকাণ্ডের অন্যতম কেন্দ্র ছিল। ইংরেজ সেনাদের গতিবিধির উপর নজর রাখার জন্য বিপ্লবীরা এই অঞ্চলে সক্রিয় ছিলেন। সব মিলিয়ে, তিন কোটি টাকার এই সংস্কার প্রকল্প শুধুমাত্র একটি পুরনো স্টেশনকে নতুন রূপ দেওয়ার উদ্যোগ নয় এটি উত্তরবঙ্গের ঐতিহ্য, ইতিহাস এবং সাংস্কৃতিক স্মৃতিকে পুনরুজ্জীবিত করার এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এখন শহরবাসীর আশা, শিলিগুড়ি টাউন স্টেশন আবারও অতীতের গৌরব ফিরে পাবে এবং পর্যটন ও ঐতিহ্যের নতুন কেন্দ্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে।

দুর্গাপুরের হোটেলে কিশোরীকে গণধর্ষণের অভিযোগ, ঘটনাস্থলে পুলিশ ও ফরেন্সিক টিম

নিজস্ব সংবাদদাতা,দুর্গাপুর , ৭ জুন ঃ এক কিশোরীকে গণধর্ষণের অভিযোগ উঠল দুর্গাপুরে। কিশোরীর পরিবারের তরফে ইতিমধ্যেই দুর্গাপুর মহিলা থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। তার ভিত্তিতেই তদন্ত শুরু করেছে সিটিসেন্টার ফাঁড়ির পুলিশ। রবিবার সকালে

তদন্তকারীরা কিশোরীকে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান মেডিক্যাল পরীক্ষা করানোর জন্য। আপাতত হাসপাতালেই ভর্তি ওই কিশোরী। পরে ঘটনাস্থলেও গিয়েছে তদন্তকারী দল এবং ফরেন্সিক টিম। তদন্তকারীদের একটি সূত্রে খবর, শনিবার দুপুরে দুই যুবক সিটিসেন্টার এলাকার একটি হোটেলে তাঁদের বান্ধবীদের নিয়ে গিয়েছিলেন। হোটেলের চারতলায় দু'টি ঘর ভাড়া নেন তাঁরা। এর পরে দুই যুবক তাঁদের বান্ধবীদের নিয়ে নিজেদের ঘরে চলে যান। সন্ধ্যা নাগাদ এক যুবক তাঁর বান্ধবীকে ঘরে রেখে পাশের রুমে যান। যে ঘরে আর এক যুগল ছিল। অভিযোগ, ওই ঘরে থাকা কিশোরীকেই দুই যুবক মিলে ধর্ষণ করেছেন। এর পরে চার জনেই রাত সাড়ে ৯টা নাগাদ হোটেল ছেড়ে বেরিয়ে যান। পুলিশ সূত্রে খবর, ' পরিবারের অভিযোগ, রাতে বাড়ি ফিরে কিশোরী অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। পরে বাড়ির লোকেদের কাছে সে সব কথা খুলে বলে। তার পরেই পুলিশের দ্বারস্থ হয় পরিবার। তদন্তকারীদের সূত্রে জানা গিয়েছে, হোটেলের রেজিস্টার বুক এবং সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখান হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য হোটেলের মালিককেও ডাকা হয়েছিল ফাঁড়িতে। মালিকই তদন্তকারীদের জানিয়েছেন, দুই যুগল নিজেদের প্রাপ্তবয়স্ক বলে পরিচয় দিয়েছিল। সেই মতো পরিচয়পত্রও দেখিয়েছিলেন সকলে। পরে মেডিক্যাল পরীক্ষার সময়ে কিশোরীর বয়স ১৭ বলে উল্লেখ করা হয়। তদন্তকারীদের সূত্রে খবর, ইতিমধ্যেই অভিযুক্ত দুই যুবকের নাম-পরিচয় জানা গিয়েছে। তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন, তাঁরা পূর্ব বর্ধমান জেলার বাসিন্দা। তাঁদের ডেকে জিজ্ঞাসাবাদের ব্যবস্থা হচ্ছে। প্রাথমিক ভাবে 'যে বয়ান মিলেছে, তার সঙ্গে হোটেল এবং অভিযুক্তদের বয়ান মিলিয়ে দেখা হবে।

ট্যাঙ্কার ফেটে মৃত্যু এক ব্যক্তির

নিজস্ব সংবাদদাতা, ইলামবাজার, ৭ জুন ঃ বীরভূমের ইলামবাজার চেকপোস্ট সংলগ্ন এলাকায় রবিবার এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম সুবোধ বিশ্বাস। তিনি একটি হাওয়া মেশিনের ট্যাঙ্কারে হাওয়া ভরার কাজ করছিলেন। সেই সময় আচমকাই বিকট শব্দে ট্যাঙ্কারটি বিস্ফোরিত হয়। বিস্ফোরণের জেরে গুরুতর জখম হন সুবোধ বিশ্বাস। স্থানীয়রা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

তৃণমূলের নতুন কমিটিতে উত্তরবঙ্গ কার্যত ব্রাত্য! গৌতম দেব ছাড়া কাউকেই জায়গা না দেওয়ায় ক্ষোভ দলের অন্দরেই

নিজস্ব সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি, ৭ জুন ঃ দলের সাংগঠনিক পুনর্গঠনের লক্ষ্যে এক ঝটকায় সমস্ত কমিটি ভেঙে দিয়ে নতুন কাঠামো ঘোষণা করেছেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু নতুন কমিটি প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই উত্তরবঙ্গের তৃণমূল নেতৃত্বের একাংশের মধ্যে ক্ষোভ ও অসন্তোষের সুর শোনা যাচ্ছে। অভিযোগ, রাজ্যের নতুন সাংগঠনিক কাঠামোয় উত্তরবঙ্গের নেতাদের কার্যত উপেক্ষা করা হয়েছে। নতুন ঘোষিত কোর কমিটিতে উত্তরবঙ্গ থেকে একমাত্র জায়গা পেয়েছেন গৌতম দেব। এর বাইরে দলের কোনও গুরুত্বপূর্ণ শাখা সংগঠন বা রাজ্যস্তরের কমিটিতেও উত্তরবঙ্গের কোনও নেতাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ উঠেছে। ফলে রাজনৈতিক মহলে প্রশ্ন উঠেছে, উত্তরবঙ্গে সাংগঠনিক দুর্বলতার দায় কি শুধুমাত্র সেখানকার নেতাদের কাঁধেই চাপানো হচ্ছে? সাম্প্রতিক নির্বাচনে উত্তরবঙ্গের অধিকাংশ জেলাতেই তৃণমূল প্রত্যাশিত ফল করতে পারেনি। আটটি জেলার মোট আসনের তুলনায় দলের সাফল্য ছিল সীমিত। তবে দলের একাংশের মতে, শুধুমাত্র উত্তরবঙ্গ নয়, রাজ্যের আরও বহু জেলাতেই ফল আশানুরূপ হয়নি। তা সত্ত্বেও অন্যান্য জেলার বহু নেতাই নতুন কমিটিতে গুরুত্বপূর্ণ পদ পেয়েছেন। সেই জায়গায় উত্তরবঙ্গের প্রায় সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই অসন্তোষ তৈরি হয়েছে। এই ক্ষোভ সবচেয়ে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছেন কোচবিহারের প্রাক্তন সাংসদ পার্থ প্রতিম রায়। সামাজিক মাধ্যমে করা এক পোস্টে তিনি উত্তরবঙ্গের

প্রতিনিধিত্ব না থাকার বিষয়টি নিয়ে তীব্র প্রশ্ন তোলেন। তাঁর বক্তব্য, উত্তরবঙ্গের আটটি জেলার মধ্যে কি একজনও যোগ্য নেতা নেই, যিনি রাজ্য কমিটিতে জায়গা পাওয়ার দাবিদার? রাজবংশী, আদিবাসী, সংখ্যালঘু কিংবা অন্যান্য সম্প্রদায়ের নেতাদেরও উপেক্ষা করা হয়েছে বলে তিনি অভিযোগ করেন। তাঁর এই মন্তব্য রাজনৈতিক মহলে যথেষ্ট আলোড়ন ফেলেছে। প্রকাশ্যে না বললেও, দলের বহু নেতা-কর্মী ব্যক্তিগত আলোচনায় একই ধরনের অসন্তোষ প্রকাশ করছেন বলে জানা যাচ্ছে। উত্তরবঙ্গের একমাত্র তৃণমূল সাংসদ জগদীশ চন্দ্র বার্মা বাসুনিয়া অবশ্য বিষয়টি নিয়ে সংযত প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন। তিনি বলেন, দল যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সেটাই চূড়ান্ত। তবে একইসঙ্গে ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য করে জানান, উত্তরবঙ্গে দলের ফল প্রত্যাশিত না হওয়ায় হয়তো নেতৃত্ব এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অন্যদিকে, বর্ষীয়ান নেতা রবীন্দ্রনাথ ঘোষ অপেক্ষাকৃত সতর্ক অবস্থান নিয়েছেন। তাঁর মতে, বর্তমান কমিটি তুলনামূলকভাবে ছোট আকারে গঠন করা হয়েছে। ভবিষ্যতে কমিটির বিস্তার ঘটলে উত্তরবঙ্গের আরও নেতাকে দায়িত্ব দেওয়া হতে পারে। তবে উত্তর দিনাজপুরের নেতারা বিশেষভাবে হতাশ। কারণ উত্তরবঙ্গের মধ্যে সবচেয়ে ভালো ফল করেছে এই জেলাই। নয়টি আসনের মধ্যে পাঁচটিতে জয় পেয়েছে তৃণমূল। বিশেষ করে ইসলামপুর মহকুমার চারটি আসনই দলের দখলে এসেছে। সেই প্রেক্ষাপটে জেলা থেকে কাউকে রাজ্য কমিটিতে জায়গা না দেওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন চোপড়ার বিধায়ক হামিদুল রহমান। তাঁর মতে, উত্তর দিনাজপুর কঠিন পরিস্থিতিতেও দলের সম্মান রক্ষা করেছে। তাই জেলা থেকে অন্তত একজন নেতাকে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া উচিত ছিল। দক্ষিণ দিনাজপুরের কুমারগঞ্জ কেন্দ্র থেকে জয়ী তোরাপ হোসেন মন্ডল-ও মনে করেন, উত্তরবঙ্গের প্রতিনিধিত্ব থাকলে ভালো হতো। তবে তিনি দলনেত্রীর সিদ্ধান্তের প্রতি আস্থা রেখেছেন। উল্লেখযোগ্যভাবে, উত্তরবঙ্গের প্রবীণ নেত্রীসাবিনা আসমিন এবং নেতা বিপ্লব মিত্র-যাঁরা নির্বাচনে জয়ী হয়েছেন-তাঁরাও প্রকাশ্যে কোনও মন্তব্য করতে চাননি। একইভাবে নতুন কোর কমিটিতে জায়গা পাওয়া একমাত্র উত্তরবঙ্গের নেতা গৌতম দেবও এই বিতর্কে মুখ খোলেননি। সব মিলিয়ে, তৃণমূলের নতুন সাংগঠনিক কাঠামো ঘোষণার পর উত্তরবঙ্গের প্রতিনিধিত্ব নিয়ে যে প্রশ্ন উঠেছে, তা আগামী দিনে দলের অন্দরমহলে আরও বড় রাজনৈতিক আলোচনার বিষয় হয়ে উঠতে পারে। বিশেষত যখন উত্তরবঙ্গে সাংগঠনিক ভিত্তি পুনর্গঠনের চ্যালেঞ্জের মুখে দল, তখন নেতৃত্বের এই সিদ্ধান্ত কতটা কার্যকর হয়, সেদিকেই নজর রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের।

জয়পুরে ব্যতিক্রমী উদ্যোগ - 'একটি গাছ মায়ের নামে' কর্মসূচিতে বৃক্ষপূজা

নিজস্ব সংবাদদাতা, জয়পুর, ৭ জুন ঃ বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে বৃহস্পতিবার বাঁকুড়ার জয়পুর ব্লকে দেখা গেল এক ব্যতিক্রমী ও অভিনব উদ্যোগ। 'একটি গাছ মায়ের নামে' কর্মসূচিকে সামনে রেখে গাছের গোড়ায় ফুল ও জল অর্পণ করে ব্রাহ্মণ দ্বারা পূজার মাধ্যমে শুরু হয় .পরিবেশ দিবসের অনুষ্ঠান।অনুষ্ঠানের মূল লক্ষ্য ছিল পরিবেশ সংরক্ষণের বার্তা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া এবং বৃক্ষরোপণের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা। এদিন সারা বছর ধরে গাছ লাগানো, পরিচর্যা করা এবং পরিবেশ রক্ষায় বিশেষ ভূমিকা পালনকারী বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তি ও সমাজসেবীদের সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।শুধু বিশিষ্ট ব্যক্তিরাই নন, জয়পুর ব্লকের বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং সাধারণ মানুষের হাতেও তুলে দেওয়া হয় চারা গাছ। আয়োজকদের পক্ষ থেকে একটাই বার্তা তুলে ধরা হয়-একটি গাছ মায়ের নামে। অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, পরিবেশ রক্ষার ক্ষেত্রে প্রত্যেক মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণ জরুরি। দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আহ্বানে অনুপ্রাণিত হয়ে এই কর্মসূচির মাধ্যমে মানুষকে একটি করে গাছ রোপণ ও তার পরিচর্যার দায়িত্ব নেওয়ার আবেদন জানানো হয়। তাঁদের বক্তব্য, একটি গাছ শুধু প্রকৃতিকে সবুজ করে না, ভবিষ্য প্রজন্মের জন্য একটি সুস্থ ও নিরাপদ পরিবেশ গড়ে তুলতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জয়পুর ব্লকের বিডিও বিষ্ণুপদ রায়, জয়েন্ট বিডিও শুভজি শিকারি, জয়পুর বনদপ্তরের রেঞ্জ আধিকারিক রাজেশ দাস, কোতুলপুর বিধানসভার বিধায়কের প্রতিনিধি ও বিশিষ্ট সমাজসেবী তথা কোতুলপুর মণ্ডল-৩ বিজেপির সভাপতি নবকুমার চক্রবর্তী, জয়পুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ, ব্লকের একাধিক প্রশাসনিক আধিকারিক, জনপ্রতিনিধি, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ। অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে উপস্থিত অতিথি ও অংশগ্রহণকারীরা বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে অংশ নেন। সবুজ পৃথিবী গড়ার অঙ্গীকারের মধ্য দিয়ে বিশ্ব পরিবেশ দিবসের এই বিশেষ অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

বিশ্ব সাইকেল দিবস পালনে স্কুল পড়ুয়ারা

নিজস্ব সংবাদদাতা,জয়নগর,৭ রবিবার সারা রাজ্যে জুড়ে পালন করা হলো বিশ্ব সাইকেল দিবস।পরিবেশ দূষণের হাত থেকে পৃথিবীকে বাঁচাতে এই পদক্ষেপ সারা বিশ্ব জুড়ে। আর এদিন স্কুল প।ড়য়ারা সাইকেলে চেপে সচেতনতার বার্তা দিলেন প্রতিটা ব্লকে ব্লকে। দক্ষিন ২৪ পরগনার ৩১ টি ব্লকেই পালন করা হয় এই দিনটি। জয়নগর ১,২,কুলতলি, বারুইপুর, সোনারপুর,মথুরাপুর ১,২, ক্যানিং, গোসাবা, বাসন্তী সহ একাধিক ব্লকে বিডিওর উপস্থিতিতে এই দিনটি পালন করা হয়।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Director General (S&D), KMC** invites e-tender online item wise rate / percentage rate two bid system for the following works :

(1) NIT No. : KMC/GRBU/T2/26-27 (1st Call)

Name of the Work: **Complete repairing, servicing and overhauling of 100 LPS DWF Pump No. 3 at Begore Khal DPS under GRBU.** . Estimated Cost : **Rate to be quoted**. Earnest Money: **Rs. 6,200.00**. Period of Completion: **10 days.** Last date and time of submission of bid **: 15.06.2026 - 6 p.m.;** The bid forms and other details are available on and from **08.06.2026 at 6 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**

(2) NIT No. : KMC/MDPS/DB/CLG/01/26-27 (1st Call)

Name of the Work: **Engagement of manpower for removing floating and clog materials from pump impeller, sump chamber and screen during 1 year of both DWF and SWF pump room at Duttabagan DPS under MDPS.** Estimated Cost : **Rs. 1,42,620.08**. Earnest Money: **Rs. 2,860.00**. Period of Completion: **365 days.** Last date and time of submission of bid **: 17.06.2026 up to 5 p.m;** The bid forms and other details are available on and from **09.06.2026 at 5 p.m.** from the website **https://www.wbtenders.gov.in.** For corrigendum etc., if any, the same website has to be seen. **[For Sl. No. 1 & 2].**

The **Dy. C.E. (M)/S&D , KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :

(1) NIT No. : KMC/S_D/ADPS/H3/26-27 (1st Call)

Name of the Work: **Repairing and servicing with replacement of worn out components of 3 nos. two ton capacity indef baby link chain electric hoist at Ambedkar Drainage Pumping Station**. Estimated Cost: **Quotation**. Earnest Money: **2% of quoted rate**. Period of Completion : **18 days;**

(2) NIT No. : KMC/S_D/TDPSA/FLOAT/26-27 (1st Call)

Name of the Work: **Cleaning and lifting of floating and foreign materials from pump sump chamber at Ambedkar and Topsia Point 'A' Drainage Pumping Station**. Estimated Cost: **Rs. 2,76,239.00**. Earnest Money: **Rs. 5,800.00**. Period of Completion : **153 days;** Last date and time of submission of bid: **18.06.2026 - 5 p.m. [For Sl. No. 1 & 2].;** The bid forms and other details are available on and from **09.06.2026 - 5 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in [For Sl. No. 1 & 2].** For corrigendum etc., if any, the same website has to be seen. **[For Sl. No. 1 & 2].**

(3) NIT No. : KMC/GRBU/KABI/02/26-27 (1st Call)

Name of the Work: **Contractual arrangement for cleaning of screens at Kabitirtha DPS Under GRBU**. Estimated Cost: **Rs. 1,00,630.00**. Earnest Money: **Rs. 2,100.00**. Period of Completion : **153 days;**

(4) NIT No. : KMC/GRBU/JOKA/03/26-27 (1st Call)

Name of the Work: **De-clogging of DWF Pump Unit with other allied works at Joka DPS Under GRBU**. Estimated Cost: **Rs. 1,24,654.00**. Earnest Money: **Rs. 2,600.00**. Period of Completion : **153 days;**

(5) NIT No. : KMC/GRBU/JOKA/02/26-27 (1st Call)

Name of the Work: **Removal of floating materials from screen chamber and sump chamber by engagement of diver to ensure trouble free operation of Pump Units at Joka DPS Under GRBU**. Estimated Cost: **Rs. 1,30,128.00**. Earnest Money: **Rs. 2,700.00**. Period of Completion : **153 days;** Last date and time of submission of bid: **19.06.2026 at 5 p.m. [For Sl. No. 3 to 5].;** The bid forms and other details are available on and from **09.06.2026 at 5 p.m. [For Sl. No. 3 to 5].**

(6) NIT No. : KMC/GRBU/JOKA/06/26-27 (1st Call)

Name of the Work: **Contractual arrangement for cleaning of screens at Joka Combined Drainage Pumping Station under GRBU;** Estimated Cost: **Rs. 2,95,970.00**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion : **153 days;** Last date and time of submission of bid: **20.06.2026 at 5 p.m.;** The bid forms and other details are available on and from **10.06.2026 at 5 p.m.** From the **website : https://wbtenders.gov.in [For Sl. No. 3 to 6].**

78/26-27

১৫ বছরের বিস্ময় বালক বৈভবের পাশে বিসিসিআই

মুম্বই, ৭ জুন ঃ ভারতীয় ক্রিকেটে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছেন কিশোর প্রতিভা বৈভব সূর্যবংশী। মাত্র ১৫ বছর বয়সেই জাতীয় দলের দরজায় কড়া নাড়ার পাশাপাশি ইতিহাস গড়ে দেশের অন্যতম কনিষ্ঠ ক্রিকেটার হিসেবে জাতীয় দলে জায়গা করে নিয়েছেন তিনি। আর এই বিশেষ মুহূর্তে বৈভবকে ঘিরে এক ব্যতিক্রমী এবং মানবিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। বোর্ড সূত্রে জানা গিয়েছে, ইংল্যান্ড ও আয়ারল্যান্ড সফরে জাতীয় দলের সঙ্গে বৈভবের মা-বাবাও যেতে পারবেন। শুধু অনুমতি নয়, তাঁদের যাবতীয় যাতায়াত, থাকা-খাওয়া এবং অন্যান্য খরচও বহন করবে বিসিসিআই। ভারতীয় ক্রিকেটের ইতিহাসে এমন সিদ্ধান্ত অত্যন্ত বিরল বলেই মনে করছেন ক্রীড়া মহলের অনেকেই। সাধারণত কোনও ক্রিকেটারের পরিবারের সদস্যদের বিদেশ সফরে সঙ্গে নেওয়ার ক্ষেত্রে বোর্ড আর্থিক দায়িত্ব নেয় না। জাতীয় দলের ক্রিকেটারদের অভিভাবকদের সফর ব্যয় ব্যক্তিগতভাবেই বহন করতে হয়। কিন্তু বৈভবের বয়স এবং মানসিক বিকাশের বিষয়টি বিবেচনা করেই এই বিশেষ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। সম্প্রতি ঘরোয়া ক্রিকেট এবং আইপিএলে নিজের বিস্ফোরক ব্যাটিংয়ে নজর কেড়েছেন বৈভব। বয়স মাত্র ১৫ হলেও তাঁর ব্যাটিংয়ে দেখা গিয়েছে অদম্য আত্মবিশ্বাস এবং ভয়ডরহীন মানসিকতা। মাঠে নেমে প্রতিপক্ষ বোলারদের বিরুদ্ধে স্বাভাবিক আক্রমণাত্মক ক্রিকেট খেলাই তাঁর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সেই পারফরম্যান্সের পুরস্কার হিসেবেই জাতীয় দলের নির্বাচকদের আস্থা অর্জন করেছেন এই তরুণ ক্রিকেটার। তবে জাতীয় দলের পরিবেশ এবং আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের বাস্তবতা ঘরোয়া বা ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটের থেকে অনেকটাই আলাদা। বিদেশ সফরে দীর্ঘ সময় পরিবারের বাইরে থাকা, নতুন পরিবেশে মানিয়ে নেওয়া, সিনিয়র ক্রিকেটারদের সঙ্গে ড্রেসিংরুম ভাগ করে নেওয়া-সবকিছুই একজন কিশোরের জন্য বড় মানসিক চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠতে পারে। তার ওপর বৈভবকে এক বা দুই ম্যাচের জন্য নয়, একাধিক সিরিজের পরিকল্পনার অংশ হিসেবে ভাবা হচ্ছে। ফলে তাঁকে দীর্ঘ সময় জাতীয় দলের আবহে থাকতে হবে। ক্রিকেট বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রথম একাদশে নিয়মিত সুযোগ পাওয়া নিয়েও শুরুতে অনিশ্চয়তা থাকতে পারে। দলে অভিজ্ঞ ওপেনারদের উপস্থিতিতে প্রথম কয়েকটি ম্যাচে হয়তো বেঞ্চেই বসে থাকতে হতে পারে বৈভবকে। এমন পরিস্থিতি একজন অল্পবয়সি ক্রিকেটারের আত্মবিশ্বাসে প্রভাব ফেলতে পারে। এই কারণেই বিসিসিআই চায়, বৈভব যেন মানসিকভাবে স্বচ্ছন্দ থাকে এবং আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের চাপ সামলাতে পারে। তাঁর পরিবারের উপস্থিতি সেই অভিযোজন প্রক্রিয়াকে অনেক সহজ করে তুলবে বলেই মনে করছে বোর্ড। এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমকে বিসিসিআই সচিব দেবজিৎ সাইকিয়া জানিয়েছেন, বৈভব এখনও বয়সে খুবই ছোট। তাই বোর্ড মনে করেছে, বিদেশ সফরে তাঁর বাবা-মায়ের উপস্থিতি প্রয়োজন। পরিবারের সদস্যরা পাশে থাকলে নতুন পরিবেশ, ড্রেসিংরুম সংস্কৃতি এবং আন্তর্জাতিক সফরের নানা চ্যালেঞ্জের সঙ্গে মানিয়ে নিতে সুবিধা হবে। ক্রিকেট মহলের একাংশ মনে করছে, এই সিদ্ধান্ত শুধু বৈভবের জন্য নয়, ভবিষ্যতে উঠে আসা অল্পবয়সি প্রতিভাদের জন্যও একটি ইতিবাচক বার্তা। আধুনিক ক্রিকেটে পারফরম্যান্সের পাশাপাশি মানসিক সুস্থতা ও আবেগগত সমর্থনের গুরুত্ব ক্রমশ বাড়ছে। বিসিসিআইয়ের এই পদক্ষেপ সেই উপলব্ধিরই প্রতিফলন। সব মিলিয়ে, বৈভব সূর্যবংশীর জাতীয় দলে অন্তর্ভুক্তি যেমন ভারতীয় ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ নিয়ে নতুন আশার জন্ম দিয়েছে, তেমনই তাঁর পাশে পরিবারকে রাখার বোর্ডের সিদ্ধান্ত মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির এক উজ্জ্বল উদাহরণ হয়ে উঠেছে। এখন নজর থাকবে, আন্তর্জাতিক মঞ্চে নিজের প্রতিভার ছাপ কত দ্রুত রাখতে পারেন ভারতীয় ক্রিকেটের এই নতুন বিস্ময় বালক।

আন্সেলোত্তির ব্রাজিল কি ফিরিয়ে আনতে পারবে ‘হেক্সা’র স্বপ্ন?

৭ জুন ঃ বিশ্বকাপ মানেই ব্রাজিল। ফুটবলের সর্বত্র মঞ্চে পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের নাম উচ্চারিত হবে না, তা কখনও হয় না। তবে এবার পরিস্থিতি কিছুটা আলাদা। দীর্ঘদিন পর সেলেকাও শিবিরে নেই আগের মতো অপ্রতিরোধ্য আত্মবিশ্বাস। বিশ্বর‍্যাঙ্কিংয়ে পিছিয়ে থাকা, বাছাইপর্বে একাধিক হারের ধাক্কা এবং নেইমারকে ঘিরে অনিশ্চয়তা-সব মিলিয়ে প্রশ্নের মুখে ব্রাজিল। তবু আশার আলো হয়ে রয়েছেন ভিনিসিয়াস জুনিয়র এবং বেঞ্চের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা এক কিংবদন্তি কোচ-কার্লো আন্সেলোত্তি। বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বে ব্রাজিলের প্রতিপক্ষ মরক্কো, হাইতি এবং স্কটল্যান্ড। কাগজে-কলমে এই তিন দলের বিরুদ্ধে ব্রাজিলই স্পষ্ট ফেভারিট। ফলে নক-আউট পর্বে পৌঁছানো নিয়ে খুব বেশি সংশয় নেই। কিন্তু আসল পরীক্ষা শুরু হবে তার পরেই। এই ব্রাজিল দলের সবচেয়ে বড় শক্তি নিঃসন্দেহে তাদের আক্রমণভাগ। রাফিনহা, ভিনিসিয়াস জুনিয়র, ম্যাথিউস কুনহা, গ্যাব্রিয়েল মার্টিনেলিদের নিয়ে গড়া ফরোয়ার্ড লাইন যে কোনও মুহূর্তে ম্যাচের রং বদলে দিতে পারে। বিশেষ করে ভিনিসিয়াস এখন বিশ্ব ফুটবলের অন্যতম ভয়ংকর আক্রমণাত্মক অস্ত্র। তাঁর গতি, ড্রিবলিং এবং একের বিরুদ্ধে এক লড়াই জেতার ক্ষমতা প্রতিপক্ষ রক্ষণকে বারবার বিপদে ফেলতে সক্ষম। অনেকের মতে, বর্তমান ব্রাজিলের আক্রমণভাগ আর নেইমারনির্ভর নয়। বরং ভিনিসিয়াসকে কেন্দ্র করেই তৈরি হচ্ছে নতুন যুগের ব্রাজিল। গত বিশ্বকাপেও দলের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ গোলের পিছনে ছিল তাঁর

অবদান। এবার আরও পরিণত, আরও আত্মবিশ্বাসী ভিনিকে ঘিরেই সাজানো হচ্ছে আক্রমণের ছক। রক্ষণভাগেও রয়েছে কিছু ইতিবাচক দিক। রয়েছেন মারকুইনহস এবং গ্যাব্রিয়েল ম্যাগালহেসের জুটি আন্তর্জাতিক ফুটবলে যথেষ্ট শক্তিশালী বলে বিবেচিত। গোলপোস্টের নিচে অ্যালিসনের উপস্থিতি বাড়তি নিরাপত্তা দেয়। তবে সমস্যা রয়েছে রক্ষণাত্মক সংগঠনে। দ্রুত কাউন্টার অ্যাটাক সামলাতে গিয়ে মাঝেমধ্যেই ছন্দ হারিয়েছে ব্রাজিল। বাছাইপর্বে তারই মূল্য দিতে হয়েছে। মিডফিল্ডেও রয়েছে প্রশ্নচিহ্ন। কাসেমিরো এবং ব্রুনো গুইমারেস অভিজ্ঞ হলেও পুরো মাঝমাঠে ভারসাম্যের অভাব মাঝে মাঝে চোখে পড়ে। প্রতিপক্ষের চাপের মুখে বলের নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখা এবং দ্রুত আক্রমণ গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও কিছু দুর্বলতা রয়েছে। শক্তিশালী ইউরোপীয় দলগুলির বিরুদ্ধে এই জায়গাটাই সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হতে পারে। তবে ব্রাজিলের সবচেয়ে বড় সম্পদ হয়তো মাঠের ১১ জন ফুটবলার নন, বরং ডাগআউটে দাঁড়িয়ে থাকা কার্লো আন্সেলোত্তি। ক্লাব ফুটবলে অসংখ্য সাফল্যের মালিক এই ইতালীয় কোচের সবচেয়ে বড় শক্তি হল ম্যাচ পরিস্থিতি বুঝে দ্রুত কৌশল বদলে ফেলার ক্ষমতা। বড় মঞ্চে চাপ সামলানো এবং তারকাখচিত দলকে একসূত্রে বাঁধার অভিজ্ঞতাও তাঁর অসাধারণ। বিশেষজ্ঞদের মতে, আন্সেলোত্তি শুরুতে তুলনামূলক রক্ষণাত্মক ৪-২-৩-১ ছকে খেলাতে পারেন। সেই ব্যবস্থায় কাসেমিরো ও ব্রুনো গুইমারেস মাঝমাঠে সুরক্ষা দেবেন, আর সামনে রাফিনহা, ভিনিসিয়াস এবং পাকেতারা আক্রমণ সাজাবেন।

‘সিএবি কোষাধ্যক্ষ আইন বদলানোর অধিকার রাখেন না’- কুলিং অফ বিতর্কে ফের বিস্ফোরক অভিষেক ডালমিয়া

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৭ জুন ঃ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গল (সিএবি)-এর প্রশাসনিক মহলে চলতে থাকা কুলিং অফ ও যোগ্যতা সংক্রান্ত বিতর্ক আরও তীব্র আকার নিল। সিএবির বর্তমান কোষাধ্যক্ষ সঞ্জয় দাসের একাধিক মন্তব্যের কড়া জবাব দিয়ে ফের সরব হলেন প্রাক্তন সভাপতি অভিষেক ডালমিয়া। শুধু পাল্টা যুক্তিই নয়, সিএবি-র গঠনতন্ত্র ও সুপ্রিম কোর্ট অনুমোদিত লোধা সংস্কারের ব্যাখ্যা তুলে ধরে তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, কোনও পদাধিকারী নিজের মতো করে নিয়মের ব্যাখ্যা করতে পারেন না। বিতর্কের সূত্রপাত সত্তরোর্ধ্ব যুগ্ম সচিব মদন ঘোষের পদে বহাল থাকা নিয়ে। লোধা কমিটির সুপারিশ এবং কুলিং অফ সংক্রান্ত নিয়ম নিয়ে প্রশ্ন ওঠার পর থেকেই সিএবি-র অন্দরমহলে চাপান-উতোর শুরু হয়েছে। সেই আবহেই সঞ্জয় দাস অভিযোগ করেন, সভাপতি থাকাকালীন অভিষেক ডালমিয়া নাকি কুলিং অফ কার্যকর হওয়ার পরও প্রায় দশ থেকে এগারো মাস অতিরিক্ত সময় পদে ছিলেন। এই অভিযোগের জবাবে অভিষেক প্রথম থেকেই দাবি করে আসছেন, কোষাধ্যক্ষ কুলিং অফ এবং অযোগ্যতা বা ‘ মধ্যে মৌলিক পার্থক্যই বুঝতে পারছেন না। তাঁর বক্তব্য, লোধা আইনে স্পষ্ট বলা আছে যে, কোনও পদাধিকারী পরপর দু’টি পূর্ণ মেয়াদ সম্পন্ন করলে তাঁকে তিন বছরের কুলিং অফে যেতে হবে এবং সেই সময় তিনি নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন না। কিন্তু নির্বাচনে অংশ না নিলে বা পুনর্নির্বাচনের প্রশ্ন না উঠলে, সেই ব্যাখ্যা ভিন্ন। সঞ্জয় দাস পাল্টা প্রশ্ন তোলেন, যদি অতিরিক্ত সময় থাকা বৈধ হয়, তবে অভিষেক কেন মাত্র দশ-এগারো মাস ছিলেন? কেন আরও বেশি সময় পদে থাকলেন না? পাশাপাশি তিনি বর্তমান সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়ের উদাহরণ টেনে দাবি করেন, তিনি নির্ধারিত মেয়াদ শেষ হওয়ার কয়েক মাস আগেই পদ ছেড়ে দিয়েছিলেন। এই মন্তব্যেরই বিস্তৃত জবাব দিয়েছেন অভিষেক ডালমিয়া। তাঁর বক্তব্য, নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় মনোনয়ন জমা দেওয়ার পর ফলাফল ঘোষণার আগ পর্যন্ত একজন ব্যক্তি বৈধ প্রার্থী হিসেবেই গণ্য হন। সেখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছে কি না বা কেউ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন কি না, তা গৌণ বিষয়। তাই নির্বাচনকে শুধুমাত্র ভোটাভুটির মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দেখা যায় না। অভিষেক

আরও ব্যাখ্যা করেন যে, ভারতীয় ক্রিকেটে লোধা সংস্কার কার্যকর হওয়ার পর পদাধিকারীদের প্রশাসনিক মেয়াদ তিন বছর নির্ধারিত হয়েছে। সেই হিসাব অনুযায়ী. তাঁর ক্ষেত্রে ২০২২ সালই ছিল প্রকৃত নির্বাচনী বছর, ২০২১ নয়। ফলে ২০২১ সালে পদ ছেড়ে দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। একইসঙ্গে তিনি জানান, বাধ্যতামূলক তিন বছরের কুলিং অফ সম্পূর্ণ না করে ২০২২-২০২৫ সময়কালে তাঁর পক্ষে পুনরায় সভাপতি পদে প্রার্থী হওয়া সম্ভব ছিল না। প্রাক্তন সিএবি সভাপতি আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরেন। তিনি জানান, আইপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পরই তিনি সিএবি সভাপতির পদ ছেড়ে দেন। কারণ বোর্ড এবং রাজ্য সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ পদ একসঙ্গে ধরে রাখা গঠনতন্ত্রবিরোধী। তাই নিয়ম মেনেই তিনি পদত্যাগ করেছিলেন। স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রসঙ্গেও নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেন অভিষেক। তাঁর মতে, স্নেহাশিসের প্রশাসনিক মেয়াদ শুধুমাত্র সচিব পদে থাকার সময় থেকে গণনা করা যাবে না। তিনি ২০১৯ সাল থেকেই ইন্ডিয়ান ক্রিকেটার্স অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধি হিসেবে সিএবি অ্যাপেক্স কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন। ফলে ২০১৯ থেকে ২০২৫ পর্যন্ত টানা ছয় বছর প্রশাসনিক কাঠামোর অংশ ছিলেন তিনি। সেই কারণেই তাঁর ক্ষেত্রেও বাধ্যতামূলক কুলিং অফ প্রযোজ্য হয়েছে। অভিষেকের দাবি, লোধা-নির্দেশিত গঠনতন্ত্রে অ্যাপেক্স কাউন্সিল সদস্য এবং পদাধিকারীদের ক্ষেত্রে কুলিং অফের নিয়ম আলাদা নয়। সবার জন্যই একই বিধান কার্যকর। ফলে কাউন্সিল সদস্য হিসেবে কাটানো সময়কে হিসাবের বাইরে রাখার কোনও সুযোগ নেই। শেষে সিএবি কোষাধ্যক্ষের উদ্দেশে কড়া বার্তা দিয়ে অভিষেক বলেন, কুলিং অফ, যোগ্যতা এবং প্রশাসনিক মেয়াদ সংক্রান্ত নিয়ম সুপ্রিম কোর্ট অনুমোদিত গঠনতন্ত্রে স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে। সেই নিয়মের ব্যাখ্যা ব্যক্তিগত মতামতের ভিত্তিতে বদলে ফেলা যায় না। তাঁর কথায়, সিএবি কোষাধ্যক্ষ নিজের ইচ্ছেমতো আইন বা গঠনতন্ত্রের বিধান পরিবর্তন করতে পারেন না।

বিশ্বকাপের আগে ফুটবল মাঠে রণক্ষেত্র!

৭ জুন ঃ বিশ্বকাপের আগে প্রস্তুতি ম্যাচে জয় পেল পর্তুগাল, কিন্তু ম্যাচের ফলের থেকেও বেশি আলোচনায় উঠে এল মাঠের উত্তেজনাপূর্ণ সংঘর্ষ। চিলির বিরুদ্ধে ২-১ গোলের জয়ের ম্যাচে বিরতির ঠিক আগে দুই দলের ফুটবলারদের মধ্যে হাতাহাতি ও ধাক্কাধাক্কির ঘটনায় কার্যত রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় মাঠ। পরিস্থিতি সামাল দিতে রেফারিকে কড়া পদক্ষেপ করতে হয় এবং শেষ পর্যন্ত দুই দলের একজন করে ফুটবলারকে লাল কার্ড দেখিয়ে মাঠের বাইরে পাঠানো হয়। ম্যাচের প্রথমার্ধের শেষ দিকে সাইডলাইনের ধারে একটি সাধারণ ফাউলকে কেন্দ্র করেই উত্তেজনার সূত্রপাত। চিলির ফিলিপে ফাউন্ডেজ এবং পর্তুগালের জোয়াও ক্যানসেলোর মধ্যে প্রথমে কথাকাটাকাটি শুরু হয়। সেই বিতর্ক দ্রুত তীব্র আকার নেয় যখন চিলির ডিফেন্ডার ইভান রোমান এবং পর্তুগালের তারকা ফরোয়ার্ড রাফায়েল লিয়াও ঘটনাস্থলে যোগ দেন। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। দুই দলের একাধিক ফুটবলার সেখানে জড়ো হয়ে পড়েন এবং ধাক্কাধাক্কি থেকে হাতাহাতির পরিস্থিতি তৈরি হয়। অভিযোগ, সেই সময় লিয়াও চিলির ডিফেন্ডার ইভান রোমানের গলা চেপে ধরেন এবং পরে ধাক্কা মারেন। সংঘর্ষের জেরে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন ইভান। চিলি শিবিরের পক্ষ থেকে আরও দাবি করা হয়, লিয়াও নাকি তাঁকে চড়ও মেরেছিলেন। ঘটনার পরপরই রেফারি ভিডিও সহকারী প্রযুক্তির সাহায্য ছাড়াই পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে কঠোর সিদ্ধান্ত নেন। রাফায়েল লিয়াও এবং ইভান রোমান-দু’জনকেই সরাসরি লাল কার্ড দেখিয়ে মাঠের বাইরে পাঠানো হয়। ফলে দ্বিতীয়ার্ধে দুই দলকেই দশজন ফুটবলার নিয়ে খেলতে হয়।তবে উত্তেজনার বাইরে মাঠের খেলায় পর্তুগালই ছিল বেশি কার্যকর। দ্বিতীয়ার্ধে বদলি হিসেবে নামার পর ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেন গনসালো গুয়েদেস। ৫৮ মিনিটে তাঁর গোলে এগিয়ে যায় ইউরোপের শক্তিশালী দলটি। এরপর ৭৫ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন দলের অন্যতম নির্ভরযোগ্য মিডফিল্ডার ব্রুনো ফার্নান্দেস। ম্যাচের একেবারে শেষ দিকে সংযুক্ত সময়ে লুকাস কেপেদা চিলির হয়ে একটি গোল শোধ করলেও ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। শেষ পর্যন্ত ২-১ ব্যবধানে জয় নিশ্চিত করে পর্তুগাল এবং বিশ্বকাপের আগে আত্মবিশ্বাস কিছুটা হলেও বাড়িয়ে নেয়। তবে পর্তুগাল শিবিরে সামান্য উদ্বেগের কারণও রয়েছে।

ভারতের বিরুদ্ধে ভুলের পাহাড় আফগানিস্তানের

৭ জুন ঃ ভারতের মতো শক্তিশালী প্রতিপক্ষ। তাদের বিরুদ্ধে ম্যাচ শেষের আগেই যেন হেরে বসে রইল আফগানিস্তান। টেস্টের দ্বিতীয় দিনে এসেও একের পর এক ভুল করে চলল আফগান ব্রিগেড। কখনও ডিআরএসের অপব্যবহার, কখনও অব্যবহার-সবমিলিয়ে আফগানিস্তানের একেবারে ল্যাজেগোবরে অবস্থা। বিপক্ষের এহেন দশাকে কাজে লাগিয়ে রানের পাহাড় গড়ে ফেলল ভারত। শনিবার কেএল রাহুলের সেঞ্চুরির পর শতরান হাঁকালেন ভারত অধিনায়ক শুভমান গিল। সাড়ে পাঁচশো পেরিয়ে ইনিংস ডিক্লেয়ার করল ভারত। মুল্লানপুরে টেস্ট খেলতে নেমে প্রথম থেকে ভুল করে চলেছে আফগান ব্রিগেড। শনিবার নিশ্চিত আউট ছিলেন রাহুল। কিন্তু সেসময়ে রিভিউ নেননি আফগান অধিনায়ক হাশমাতুল্লা শাহিদি। রবিবারও সেই একই ভুল চালিয়ে গেলেন আফগানরা। শতরান করা গিলের প্যাডে আছড়ে পড়ে বল। আম্পায়ার অবশ্য আউট দেননি। প্রবল উৎসাহ থাকলেও শেষ পর্যন্ত ডিআরএস নেয়নি আফগান শিবির। পরে দেখা যায়, আউট ছিলেন ভারত অধিনায়ক। তার পরের ডেলিভারিতেই ঋষভ পন্থের ব্যাট আলতো ছুঁয়ে কিপারের গ্লাভসে জমা পড়ে বল। সেবারও রিভিউ নেয়নি আফগানিস্তান। সুবর্ণ সুযোগ কাজে লাগিয়ে ১২৬ রান করে আউট হন গিল। পন্থের ব্যাট থেকে আসে ৮১ রানের ঝকঝকে ইনিংস। এই টেস্টের আগেই পন্থের থেকে টেস্ট সহঅধিনায়কের দায়িত্ব কেড়ে নেওয়া হয়েছে। আগ্রাসী ব্যাটারের জন্য সেটা সম্ভবত শাপে বর হল। তবে ধৈর্য্য হারিয়ে এদিন নিশ্চিত সেঞ্চুরি হাতছাড়া করলেন পন্থ। হাফসেঞ্চুরি করে অপরাজিত থাকলেন ওয়াশিংটন সুন্দর। প্রথম টেস্ট খেলতে নামা মানব সুতারও দু’টি করে ছক্কা এবং চার হাঁকালেন। মহম্মদ সিরাজের ব্যাট থেকে এল ১২ বলে ২২ রানের ক্যামিও। শেষ পর্যন্ত ৫৬৪ রান তুলে চা পানের বিরতির আগেই ইনিংস ডিক্লেয়ার করে দিয়েছে ভারত। আফগান শিবিরের প্রচুর ভুলভ্রান্তির মধ্যেও উজ্জ্বল মহম্মদ সালিম সাফি। ২৭ ওভার বল করে তিনি তুলে নিয়েছেন ৬ উইকেট। যশস্বী জয়সওয়াল থেকে শুরু করে গিল, পন্থ, সাই সুদর্শন-সকলেই সাফির শিকার। একটি করে উইকেট পেয়েছেন জিয়াউর রহমান শরিফি এবং অধিনায়ক শাহিদি।

ভারতীয় ফুটবলের অন্যতম উজ্জ্বল মুখ বাইচুং ভুটিয়ার কাঁধে এবার নতুন দায়িত্ব

নিজস্ব সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি, ৭ জুন ঃ ভারতীয় ফুটবলের অন্যতম উজ্জ্বল মুখ বাইচুং ভুটিয়ার কাঁধে এবার নতুন দায়িত্ব। দেশের প্রাক্তন ফুটবল অধিনায়ককে আরএসএস-ঘনিষ্ঠ ক্রীড়া সংগঠন ‘ ভারতী’র উত্তরবঙ্গ ও সিকিম অঞ্চলের সভাপতি হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। একইসঙ্গে সংগঠনের সহ-সভাপতির দায়িত্ব পেয়েছেন ভারতের প্রাক্তন অলিম্পিক হকি অধিনায়ক এবং বর্তমান কালিম্পংয়ের বিধায়ক ভরত ছেত্রী। এই নিয়োগকে উত্তরবঙ্গ ও সিকিমের ক্রীড়া পরিকাঠামো এবং খেলাধুলার প্রসারে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে দেখছে ক্রী।ডা মহল।শিলিগুড়িতে আয়োজিত ক্রীড়া ভারতীর এক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাইচুং ভুটিয়া এবং ভরত ছেত্রী। মূলত অতিথি হিসেবেই তাঁদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। তবে অনুষ্ঠানের মাঝেই সংগঠনের তরফে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয় যে, উত্তরবঙ্গ ও সিকিম অঞ্চলের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব নিচ্ছেন বাইচুং ভুটিয়া এবং সহ-সভাপতির দায়িত্ব পালন করবেন ভরত ছেত্রী। এই ঘোষণার পর উপস্থিত মহলে যথেষ্ট উসাহের সঞ্চার হয়।দীর্ঘদিন ধরেই ক্রীড়া ভারতী বিভিন্ন গ্রামীণ ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে খেলাধুলার প্রসার, প্রতিভা অনুসন্ধান এবং ক্রীড়া সংস্কৃতির বিকাশে কাজ করে আসছে। সংগঠনের দাবি, খেলাধুলাকে সামাজিক উন্নয়নের অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করাই তাদের মূল লক্ষ্য। এবার সেই লক্ষ্যকে আরও বিস্তৃত পরিসরে পৌঁছে দিতে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন দুই ক্রীড়াবিদকে নেতৃত্বে আনা হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, বাইচুং ভুটিয়ার মতো একজন ব্যক্তিত্বকে এই দায়িত্ব দেওয়া শুধু সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত নয়, বরং একটি কৌশলগত পদক্ষেপও। ভারতীয় ফুটবলের ইতিহাসে বাইচুং শুধু সফল খেলোয়াড়ই নন, বরং উত্তর-পূর্ব ভারত ও পাহাড়ি অঞ্চলের ক্রীড়া উন্নয়নের এক শক্তিশালী প্রতীক। তাঁর অভিজ্ঞতা এবং জনপ্রিয়তা আগামী দিনে নতুন প্রজন্মকে খেলাধুলার প্রতি আরও

বেশি আকৃষ্ট করতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। দায়িত্ব গ্রহণের পর প্রতিক্রিয়ায় বাইচুং বলেন, এই দায়িত্ব আমার কাছে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ছিল। তবে যখন দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তখন আমি যথাসাধ্য নিষ্ঠার সঙ্গে তা পালন করার চেষ্টা করব। আমাদের লক্ষ্য একটাই- খেলাধুলার উন্নয়ন ও প্রসার। শুধু ফুটবল নয়, উত্তরবঙ্গ ও সিকিমে বিভিন্ন খেলাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য কাজ করতে হবে।তিনি আরও জানান, এই উদ্যোগে তাঁর পাশে রয়েছেন ভরত ছেত্রীর মতো একজন অভিজ্ঞ ক্রী।বিদ, যিনি হকির ময়দানে দেশের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। ফলে বিভিন্ন খেলার উন্নয়ন নিয়ে যৌথভাবে কাজ করার সুযোগ তৈরি হবে। বাইচুংয়ের মতে, পাহাড় ও সীমান্তবর্তী অঞ্চলে প্রতিভার কোনও অভাব নেই, প্রয়োজন শুধু সঠিক সুযোগ এবং পরিকাঠামোর। নতুন দায়িত্ব পাওয়ার পর রাজ্যের ক্রীড়া ও উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের সঙ্গেও বৈঠক করার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন বাইচুং। তিনি মনে করেন, সরকারি উদ্যোগ এবং বেসরকারি ক্রীড়া সংগঠনের সমন্বয়ে কাজ করা গেলে উত্তরবঙ্গ ও সিকিমে খেলাধুলার নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হতে পারে। রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক দীর্ঘদিন ধরেই বলে আসছেন যে, ক্রীড়া প্রশাসনে খেলোয়াড়দের অংশগ্রহণ আরও বাড়ানো প্রয়োজন। মাঠে যাঁরা সাফল্য অর্জন করেছেন, তাঁদের অভিজ্ঞতা প্রশাসনিক স্তরে কাজে লাগানো গেলে ক্রীড়াক্ষেত্রের উন্নয়ন আরও দ্রুত সম্ভব। ক্রীড়া ভারতীর এই সিদ্ধান্ত সেই ভাবনারই বাস্তব প্রতিফলন বলে মনে করছেন অনেকেই। বিশেষ করে উত্তরবঙ্গ ও সিকিমের মতো অঞ্চলে ফুটবল, হকি, অ্যাথলেটিক্সসহ একাধিক খেলায় প্রতিভাবান খেলোয়াড় উঠে আসলেও পর্যাপ্ত সুযোগ ও অবকাঠামোর অভাব দীর্ঘদিনের সমস্যা। সেই জায়গায় বাইচুং ভুটিয়া ও ভরত ছেত্রীর নেতৃত্ব স্থানীয় প্রতিভাদের সামনে নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলে দিতে পারে। সব মিলিয়ে, ক্রী।ড় ভারতীর নেতৃত্বে দুই আন্তর্জাতিক মানের ক্রীড়াবিদের অন্তর্ভুক্তি শুধু সাংগঠনিক সম্প্রসারণ নয়, বরং উত্তরবঙ্গ ও সিকিমের ক্রীড়া ভবিষ্যকে নতুন পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার এক গুরুত্বপূর্ণ বার্তা। এখন নজর থাকবে, মাঠের তারকা হিসেবে সাফল্যের পর প্রশাসনিক ভূমিকায় বাইচুং ও ভরত কতটা কার্যকরভাবে নিজেদের ছাপ রাখতে পারেন।

মেসিকে নিয়ে স্বস্তি, বিশ্বকাপের আগেই ছিটকে গেলেন লিওনার্দো বালের্ডি

৭ জুন ঃ আর্জেন্টিনা শিবিরে একসঙ্গে স্বস্তি এবং উদ্বেগ-দুই ধরনের খবরই সামনে এসেছে। একদিকে অধিনায়ক লিওনেল মেসিকে নিয়ে সমস্ত জল্পনার অবসান ঘটেছে। বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচে তাঁর মাঠে নামা প্রায় নিশ্চিত বলে জানিয়ে দিয়েছেন কোচ লিওনেল স্কালোনি। অন্যদিকে, গুরুত্বপূর্ণ ডিফেন্ডার লিওনার্দো বালের্ডির চোট গোটা দলকে বড় ধাক্কা দিয়েছে। পেশির চোটের কারণে বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে গিয়েছেন তরুণ এই রক্ষণভাগের ফুটবলার। গত কয়েক সপ্তাহ ধরে মেসির শারীরিক অবস্থা নিয়ে উদ্বেগ ছিল সমর্থকদের মধ্যে। ক্লাব ফুটবলে খেলতে গিয়ে এক ম্যাচে তাঁকে মাঠ ছো৷ বেরিয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত করতে দেখা যায়। সেই দৃশ্য দ্রুত ছ৷য়ে প৷তেই শুরু হয় চোট নিয়ে জল্পনা। বিশ্বকাপের মতো ব। মঞ্চের আগে আর্জেন্টিনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফুটবলারের ফিটনেস নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই চিন্তায় পড়ে যান সমর্থকরা। তবে পরে ক্লাব এবং জাতীয় দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়, মেসির কোনও গুরুতর চোট নেই। মূলত পেশির ক্লান্তির কারণেই তাঁকে সতর্কতামূলকভাবে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছিল। জাতীয় দলের শিবিরে যোগ দেওয়ার পর প্রথমদিকে আলাদা করে অনুশীলন করলেও এখন তিনি দলের বাকি সদস্যদের সঙ্গে পূর্ণমাত্রায় অনুশীলন করছেন। কোচ স্কালোনির বক্তব্যে পরিষ্কার, মেসিকে নিয়ে আর কোনও উদ্বেগ নেই এবং তিনি বিশ্বকাপ অভিযানের জন্য প্রস্তুত। কিন্তু যেখানে মেসিকে নিয়ে স্বস্তির বার্তা মিলেছে, সেখানে নতুন করে চিন্তা বাড়িয়েছে লিওনার্দো বালের্ডির চোট। অনুশীলনের সময় ডান পায়ের কাফ মাসলে চোট পান তিনি। পরীক্ষার পর চিকিৎসকরা জানান, বিশ্বকাপের মতো উচ্চমানের প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার মতো অবস্থায় তিনি নেই। ফলে বাধ্য হয়েই তাঁকে দল থেকে বাদ দিতে হয়েছে। আর্জেন্টিনা ফুটবল সংস্থা আনুষ্ঠানিক বিবৃতিতে জানিয়েছে, ডান পায়ের

পেশিতে গুরুতর সমস্যার কারণে বালের্ডি বিশ্বকাপ স্কোয়াডে থাকতে পারছেন না। তরুণ ডিফেন্ডারের জন্য এটি নিঃসন্দেহে বড় ধাক্কা। দীর্ঘদিনের পরিশ্রমের পর বিশ্বকাপের মঞ্চে দেশের প্রতিনিধিত্ব করার স্বপ্ন ছিল তাঁর। কিন্তু শেষ মুহূর্তের এই চোট সেই স্বপ্ন ভেঙে দিল। এখন প্রশ্ন, বালের্ডির জায়গায় কাকে নেওয়া হবে? যদিও এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও নাম ঘোষণা করা হয়নি, তবে সবচেয়ে জোরালো সম্ভাবনা হিসেবে উঠে আসছে মার্কোস সেনেসির নাম। ইংল্যান্ডের ক্লাব বোর্নমাউথের হয়ে সাম্প্রতিক মৌসুমে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করেছেন তিনি। রক্ষণভাগে তাঁর অভিজ্ঞতা এবং ধারাবাহিকতা নির্বাচকদের নজর কাড়তে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। তবে শুধু বালের্ডি নন, আর্জেন্টিনা শিবিরে আরও কয়েকজন ফুটবলারের ফিটনেস নিয়েও নজর রাখতে হচ্ছে কোচিং স্টাফকে। বিশ্বকাপ প্রস্তুতি শিবিরে যোগ দেওয়ার সময় একাধিক খেলোয়াড় পুরোপুরি ফিট ছিলেন না। সেই তালিকায় রয়েছেন গোলরক্ষক এমিলিয়ানো মার্টিনেজ, ফরোয়ার্ড জুলিয়ান আলভারেজ, মিডফিল্ডার লিয়ান্দ্রো পারেদেস, ডিফেন্ডার ক্রিশ্চিয়ান রোমেরো, নাহুয়েল মোলিনা, গঞ্জালো মন্টিয়েল, পাশাপাশি নিকো গঞ্জালেজ, থিয়াগো আলমাদা এবং নিকো পাজ। যদিও তাঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজন ইতিমধ্যেই দলের সঙ্গে নিয়মিত অনুশীলন শুরু করেছেন, তবু সবাই এখনও শতভাগ ম্যাচ ফিট নন। বিশেষ করে গোলরক্ষক এমিলিয়ানো মার্টিনেজকে নিয়ে কিছুটা সতর্ক অবস্থান নিয়েছে দল। সূত্রের খবর, হন্ডুরাসের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ম্যাচে তাঁকে খেলানো নাও হতে পারে, যাতে বিশ্বকাপের আগে অযথা কোনও ঝুঁকি না নেওয়া হয়। সব মিলিয়ে, মেসির ফিটনেস নিয়ে আশ্বস্ত হলেও আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ প্রস্তুতিতে নতুন করে চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে বালের্ডির ছিটকে যাওয়া। এখন দেখার, তাঁর পরিবর্তে কাকে বেছে নেয় দল এবং শেষ মুহূর্তে ফিটনেস সমস্যাগুলি কত দ্রুত কাটিয়ে উঠতে পারেন স্কালোনির শিষ্যরা। বিশ্বকাপের মতো বড় মঞ্চে প্রতিটি খেলোয়াড়ের উপস্থিতিই গুরুত্বপূর্ণ, আর সেই কারণেই আর্জেন্টিনা শিবিরে এখন স্বস্তি ও সতর্কতার মিশ্র আবহ।

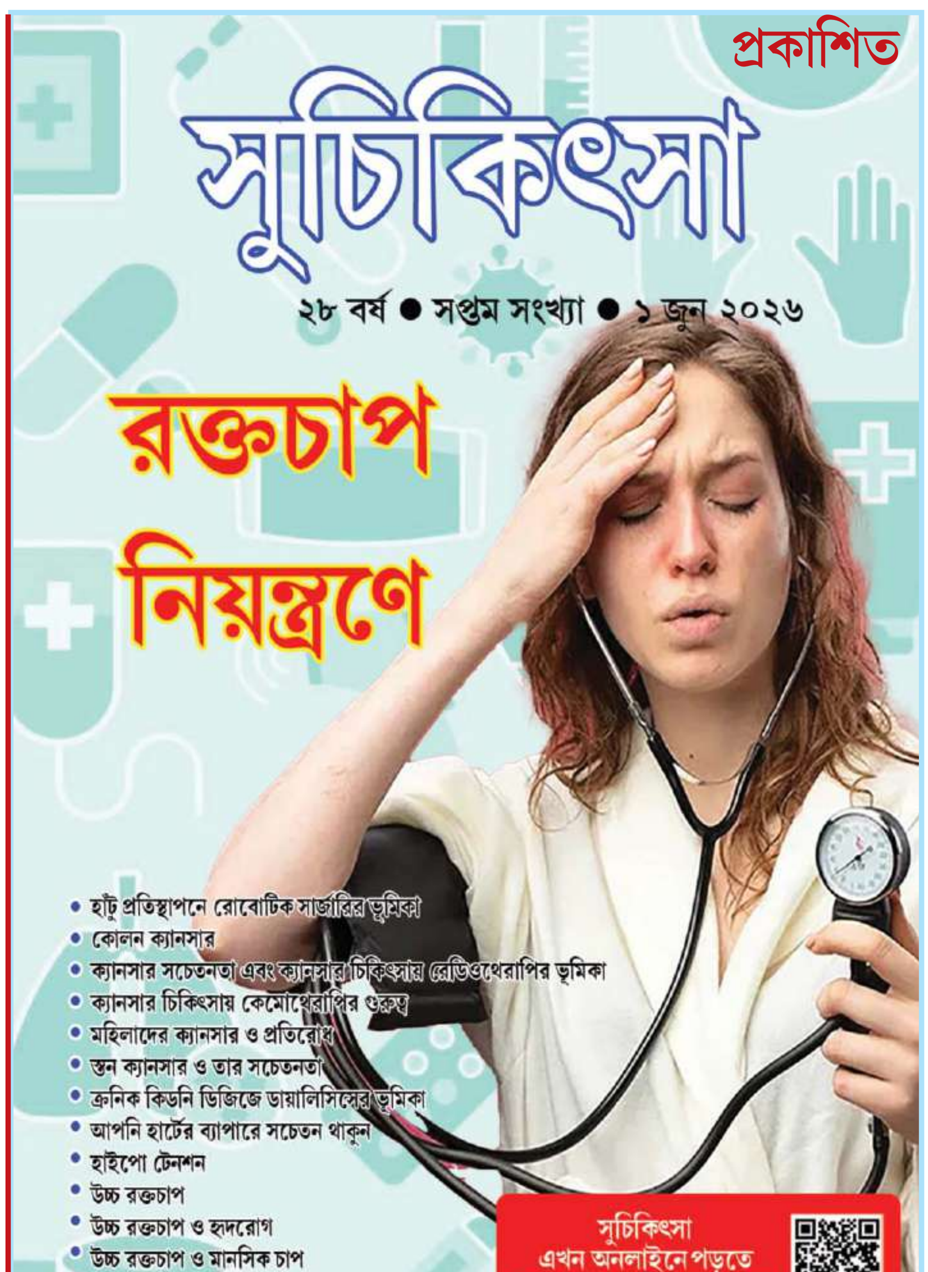

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৪র্থ তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com